প্রবীর ঘোষ

কাশ্মীরে আজাদির লড়াই
একটি ঐতিহাসিক দলিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাশ্মীর ছিল একটা স্বাধীন দেশ। আজ কাশ্মীরকে দু'টুকরো করে দখলে রেখেছে ভারত ও পাকিস্তান। ভারতীয় হিসাবে আমরা ভাবি, কাশ্মীরের একটা অংশ পাকিস্তান বে-আইনিভাবে দখলে রেখেছে। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাকিস্তান ভাবে, ভারত গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিয়েছে কাশ্মীরের একটা অংশ, যা ওদের-ই। কাশ্মীরের ভূমিপুত্র-কন্যারা আমাদের বলে ইন্ডিয়ান; ওদের— পাকিস্তানি। নিজেদের পরিচয় দেয় কাশ্মীরি বলে। কাশ্মীরিরা ভারত ও পাকিস্তানকে দখলদার ছাড়া কিচ্ছু মনে করেনি।

তিন অঞ্চলের মানুষদের ভাবনা তিন মেরুতে দাঁড়িয়ে। ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের অবস্থান একেবারে অন্য রকম। কাশ্মীর ভাগাভাগিটা পাকাপাকি করতে যতদূর প্রয়োজন যেতে রাজি দুই সরকার-ই।

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের চাবি রয়েছে কাশ্মীরের ইতিহাসে। তাই নির্মোহভাবে সেই ইতিহাস-ই এখানে তুলে দিচ্ছি।

ISBN 978-81-295-1107-2

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাশ্মীরে আজাদির লড়াই

একটি ঐতিহাসিক দলিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাশ্মীরে আজাদির লড়াই

একটি ঐতিহাসিক দলিল

প্রবীর ঘোষ

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

KASHMIRE AJADIR LADAI : EKTI AITIHASHIK DALIL
(Kashmir's Struggle for Freedom : A Historical Document)
by PRABIR GHOSH
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
email : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 80.00

ISBN 978-81-295-1107-2

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১০, আশ্বিন ১৪১৭

৮০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাশ্মীরের আজাদির লড়াইয়ে শামিল
সবাইকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবীর ঘোষের অন্যান্য বই

রাজনীতির ম্যানেজমেন্ট এবং আরও কিছু
গেরিলা যুদ্ধের A to Z থেকে আজাদি
মেমারিম্যান থেকে মোবাইলবাবা
মনের নিয়ন্ত্রণ-যোগ-মেডিটেশন
জ্যোতিষীর কফিনে শেষ পেরেক
যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা (১ম, ২য়)
আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না
অলৌকিক নয়, লৌকিক (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম)
সংস্কৃতি ঃ সংঘর্ষ ও নির্মাণ
যুক্তিবাদের চোখে নারী-মুক্তি
ধর্ম-সেবা-সম্মোহন
প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং...
স্বাধীনতার পরে ভারতের জ্বলন্ত সমস্যা
প্রবাদ-সংস্কার-কুসংস্কার
পিংকি ও অলৌকিক বাবা
অলৌকিক রহস্যজালে পিংকি
অলৌকিক রহস্য সন্ধানে পিংকি
অলৌকিক দৃষ্টি রহস্য
বিশ্ব ক্যুইজ
The Mystery of Mother Teresa and Sainthood.

প্রবীর ঘোষ ও ওয়াহিদ রেজা সম্পাদিত
দুই বাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম

সুমিত্রা পদ্মনাভন সম্পাদিত
প্রসঙ্গ : প্রবীর ঘোষ

© PRABIR GHOSH 72/8 DEBINIBAS ROAD, KOLKATA700 074, INDIA.
All rights reserved throughout the World. Reproduction in any manner
in whole or part, in Bengali or other languages, probihibited.

e-mail : prabir_rationalist@hotmail.com
website : www.srai.org. · www. humanistassociation.org
online magazine : www.thefreethinker.tk

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাশ্মীরে আজাদির লড়াই

একটি ঐতিহাসিক দলিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু কথা

ভারতের ঐতিহাসিকরা চিরকাল-ই ইতিহাস লিখেছেন শাসকগোষ্ঠীর ফরমাশ মতো। ফলে তাদের লেখা আর ইতিহাস থাকেনি। ব্যতিক্রমী ঐতিহাসিক দু-একজন থাকলেও এটাই ভারতের ঐতিহ্য।

কতজন ঐতিহাসিক লিখেছেন—১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ভারতকে স্বাধীনতা দেয়নি ব্রিটিশ সরকার? ব্রিটিশ সরকারের স্বশাসিত উপনিবেশের স্বীকৃতি পেয়েছিল মাত্র। স্বশাসিত ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল অর্থাৎ সেনাপ্রধান হয়েছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

কতজন ইতিহাস লেখক লিখে গেছেন ১৯৪৮-এর ২১ জুন স্বশাসিত ভারত পেল একজন ভারতীয় গভর্নর জেনারেল। চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি। সেদিন তিনি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, "আমি চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি যথাবিহিত প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি মহারাজ ষষ্ঠ জর্জ, তাঁর বংশধর এবং তার উত্তরাধিকারীদের প্রতি আইনানুসারে বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকব।"

আমরা ছেলেবেলা থেকেই পাঠ্যবই পড়ে এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে জেনে এসেছি ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস।

আমি যে বললাম, আমার রেফারেন্স বা তথ্য কী? যাঁরা চোখ বুজে আমার বক্তব্যকে ওড়াতে চাইবেন, তাঁদের বাদ দিচ্ছি। যাঁরা সত্যি জানতে আগ্রহী, তাঁদের প্রতি অনুরোধ—কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে ১৬ আগস্ট ১৯৪৭ এবং ২২ জুন ১৯৪৮-এর দৈনিক পত্রিকার ফটোকপিতে চোখ বোলাতে। দেখতে পাবেন যা লিখেছি, তাই সত্য।

আমরা কতটা জানি যে, পাঠ্যবইগুলো যেসব ডক্টরেটদের নামে লেখা তার প্রায় সবই লেখেন কলেজের ফার্স্ট, সেকেন্ড ইয়ারের ছেলেমেয়েরা পকেট মানির বিনিময়ে। লেখান প্রকাশকরা। তারপর ডক্টরেটদের গুডউইল কিনে তাঁদের নাম লেখক হিসেবে জুড়ে দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে জলে দুধ মেশানো অপাঠ্য ইতিহাস বই পাঠ্য হিসেবে আমরা পাই।

কাশ্মীর নিয়ে ইতিহাসের নামে অনেক গাল-গপ্পো লেখা ইতিহাস বই বাজারে আছে। এসব ঐতিহাসিকরা 'ঘোস্ট রাইটার' দিয়ে না লিখিয়ে নিজেরাই লিখেছেন। বিনিময়ে তাঁদের উপর বর্ষিত হয়েছে নানা সরকারি আনুকূল্য।

ইতিহাসের কাজ সত্য উদ্‌ঘাটন। কোনও পক্ষের হয়ে রঙ চড়ানো নয়। আসুন, আমরা নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাশ্মীরের ইতিহাসকে ফিরে দেখি।

কাশ্মীর ছিল একটা স্বাধীন দেশ। আজ কাশ্মীরকে দু'টুকরো করে দখলে রেখেছে ভারত ও পাকিস্তান। ভারতীয় হিসাবে আমরা ভাবি, কাশ্মীরের একটা অংশ পাকিস্তান বে-আইনিভাবে দখলে রেখেছে। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাকিস্তান ভাবে, ভারত গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিয়েছে কাশ্মীরের একটা অংশ, যা ওদের-ই। কাশ্মীরের ভূমিপুত্র-কন্যারা আমাদের বলে ইন্ডিয়ান; ওদের—পাকিস্তানি। নিজেদের পরিচয় দেয় কাশ্মীরি বলে। কাশ্মীরিরা ভারত ও পাকিস্তানকে দখলদার ছাড়া কিচ্ছু মনে করেনি।

তিন অঞ্চলের মানুষদের ভাবনা তিন মেরুতে দাঁড়িয়ে। ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের অবস্থান একেবারে অন্য রকম। কাশ্মীর ভাগাভাগিটা পাকাপাকি করতে যতদূর প্রয়োজন যেতে রাজি দুই সরকার-ই।

প্রয়োজন মতো দেশের মানুষদের জাতীয়তাবাদের আবেগকে সুড়সুড়ি দিতে দুই সরকার-ই ওস্তাদ। দরকার হলে ভোটবাক্সকে স্ফীত করতে অথবা নড়বড়ে সরকারকে স্থায়িত্ব দিয়ে লড়াই-লড়াই খেলাতে নেমে পড়ে ওরা। দু'দেশের সরকার একটা জনমত তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিল যে—'কাশ্মীর সমস্যা' দু'দেশের নিজস্ব সমস্যা। দ্বিপাক্ষিক আলোচনাই সমস্যা সমাধানের একমাত্র সূত্র। কাশ্মীরিদের দাবি ছিল—তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় তাদেরও একটি পক্ষ হিসেবে শামিল করতে হবে। দু'দেশের প্রতিটি নির্বাচন-নির্ভর রাজনৈতিক দলই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিল। জনগণের আবেগকে আঘাত দিতে চায় না বলেই এমনটা করেছিল।

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের চাবি রয়েছে কাশ্মীরের ইতিহাসে। তাই নির্মোহভাবে সেই ইতিহাস-ই এখানে তুলে দিচ্ছি।

এই দলিলটির প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ইংলন্ডে। ভারত থেকে তখন বইটি প্রকাশ করা ছিল অসম্ভব। রাষ্ট্রদ্রোহী বলে আমাকে চিহ্নিত করা হবে, এমনটাই ছিল প্রত্যাশিত। ফলে গ্রেপ্তার বা এনকাউন্টারে মৃত্যু, এমনটাই ধরে নিয়েছিলেন আমার কাছের কিছু মানুষ। ফলে স্টেট ব্যাঙ্কের চাকরি ছাড়লাম। একমাত্র সন্তান তখন ছাত্র। ঠিক করলাম ইংলন্ড থেকে প্রকাশের। দ্রুত গোটা পৃথিবীর একটা বড় অংশে ব্যাপক প্রচার পেলে ভারত থেকেও তখন নির্ভয়ে প্রকাশ করা যাবে।

লন্ডনের প্রবাসী বাংলাদেশী শফিক আহমেদ আমার অগ্রজ বন্ধু। তিনিই ঢাকা থেকে উড়ে যাওয়ার পথে আমার একজন বন্ধু মারফত পাণ্ডুলিপির মাইক্রো প্রতিলিপি পেয়ে যান। শরিফই 'কাশ্মীর সমস্যা : একটি ঐতিহাসিক দলিল' প্রথম প্রকাশ করলেন লন্ডনে। সময়টা ১৯৯৯-এর গোড়ায়। প্রকাশের দিন দশেকের মধ্যে বিদেশি অনেক নামী-দামি পত্রপত্রিকার সাংবাদিকরাই হাজির হলেন আমার ভাড়া থাকা ছোট্ট ফ্ল্যাটে। বিদেশের বহু পত্র-পত্রিকায় লেখাটির সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হল। পৃথিবীর বহু দেশে এতটাই আলোড়ন উঠল যে আমি নিশ্চিত হলাম—এবার এদেশ থেকে বইটি প্রকাশ করা যায় নিরাপদে।

এই দলিলটির প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯-এর ২ অক্টোবর। ইতিমধ্যে এই দলিলটি পৃথিবীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের দেশে বহু প্রাদেশিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেছে। কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠনের মুখপত্র লেখাটি ছেপেছে। লেখাগুলো প্রকাশের পর গোটা পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে গেছে। বহু সেমিনার হয়েছে কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিয়ে। আজ কাশ্মীরিদের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ডাকার ব্যাপারে বিজেপি থেকে সিপিআই (এম) সকলেই একমত। এই অবস্থা পাল্টে দিতে দলিলটির ভূমিকাকে অস্বীকার করলে সত্যকে-ই অস্বীকার করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি ছোট্ট ঘটনা। ১৯৯৯ দলিলটির প্রকাশক ছিলেন হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সভাপতি এক সরকারি হাসপাতালের বিপ্লবী চিকিৎসক। বইটি প্রকাশিত হতেই তিনি আঁতকে উঠলেন। ফোন, রেজিস্ট্রি চিঠি কী নয়? গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে পদত্যাগ করে বসলেন। সে সময় অনেক বিপ্লবী-ই আমাদের এড়িয়ে চলছিলেন।

এবারের গ্রন্থে ইতিহাসের প্রসঙ্গ এসেছে, তবে অনেক পরিবর্ধিত আকারে এবং পরিমার্জনের পর।

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'আজাদির লড়াই'-এর অংশ। যা না জানলে কাশ্মীরের ইতিহাসই অজানা থেকে যাবে।

প্রবীর ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
প্রেসিডেন্ট
হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন

২২ সেপ্টেম্বর, ২০১০
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড
কলকাতা ৭০০০৭৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পর্ব

কাশ্মীর : শুধু বিশ্বাসভঙ্গের ইতিহাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশপ্রেম যখন পণ্য

বড় অসময়ে এ-লেখায় হাত দিয়েছি? নাকি এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়? "যুদ্ধের খবর পাবলিক দারুণ খাচ্ছে। প্রায় প্রতিটি পত্রিকারই বিক্রি বেড়ে চলেছে হু-হু করে। এই সময় অন্য খবর খাওয়ানো মুশকিল।" জুনের মাঝামাঝি নিজ পত্রিকা দপ্তরে বসে এ'কথা বলছিলেন কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকার সহ-সম্পাদক। হ্যাঁ, এই রচনার প্রথমাংশ লেখা হয় ১৯৯৯-এ কার্গিল যুদ্ধের সময়।

এলাহাবাদ থেকে উড়ে কলকাতায় এসেছিলেন হিন্দি ম্যাগাজিনের এক বড় প্রকাশক। উদ্দেশ্য— এই কার্গিল যুদ্ধের বাজার থাকতে থাকতে একটা বাংলা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা।

যুদ্ধ আজ প্রচার মাধ্যমগুলোর কাছে পণ্য। যুদ্ধে মৃত সেনারা আজ পণ্য। ভারত-পাকিস্তান দু-দেশের প্রচার মাধ্যমই তাদের নিহত সেনাদের বীরত্ব-কাহিনি, দেশের জন্য আত্মত্যাগকাহিনি প্রচার করে দু-দেশের মানুষদের মধ্যে অন্তঃসারশূন্য দেশপ্রেমের আবেগের বান ডাকাচ্ছে। যুদ্ধ তহবিলে বিয়ের কনে সব গয়না দিয়ে দিচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জুতো-পালিশ করা রোজগার তুলে দিচ্ছেন, চাকুরেরা এক দিনের মাইনে দিয়ে দিচ্ছেন, খেলোয়াড়-গায়ক-গায়িকা-সিনেমার নায়ক-নায়িকারা নিজের নিজের দেশের সেনাবাহিনীর মনোবল বাড়াতে ছুটে যাচ্ছেন অগ্নিগর্ভ-সীমান্তে। দু'দেশের একই চিত্র।

বিয়ের কনে থেকে ছাত্র সবাই যে, আবেগে ভাসতে ভাসতে এমনটা করে ফেলে, তা নয়। অনেকে এই সুযোগে চমক দিতে চায়। ছাপোষা চাকুরেদের চাওয়া, না চাওয়ার ওপর অবশ্য মাইনে কাটা নির্ভর করে না। আর এই সামান্য টাকায় যুদ্ধের খরচের হাজার ভাগের এক ভাগ না উঠলেও দেশপ্রেমকে তেজি করার ব্যাপারটা মন্দ জমে না। চাকুরেদের অবস্থাটা কিল খেয়ে কিল হজম করার মত। পারফর্মারদের কাছে প্রায়শই এই যুদ্ধ, এই মৃত্যু— পণ্য। যাঁরা মরেছেন তাঁরা দেশপ্রেমের জন্য না মরলেও চাকরির জন্য মরেছেন। মানুষ মরছে, মারছে মানুষই। ও দেশের সেনা মরলে এদেশের মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়ছে। এদেশের সেনা মরলে ওদেশের মানুষের রক্তে বীরত্ব ছলাৎ ছলাৎ করে উঠছে। কি ভয়ঙ্কর অমানবিক ব্যাপার!

এরা কি সকলেই দেশপ্রেমিক? দেশপ্রেম মানে কি সরকারের পক্ষে প্রশ্নাতীত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনুগত্য? অন্য রকম হলেই দেশদ্রোহী? ‘দেশপ্রেমিক’ ও ‘দেশদ্রোহী’ চিহ্নিত করবে কারা? আপাদমস্তক ধান্ধাবাজি ও দুর্নীতিতে ডুবে থাকা রাজনীতিকরা? স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও যে দেশের শতকরা পঞ্চাশভাগ মানুষ পানযোগ্য জলটুকু পায় না, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ সরকারের কাছ থেকে পাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবে না, যে দেশের শতকরা তিরিশভাগ মানুষের মাথার ওপর চাল নেই, প্রতিদিন এক বেলা ভাত বা রুটি জুটলেই যথেষ্টর বেশি, সে দেশের মানুষ যদি বলে, “ভাত দে হারামজাদী, নাইলে মানচিত্র ছিঁড়ে খাব”— তবে তারা কি দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত হবে? শিক্ষার সুযোগ-বঞ্চিত ক্ষুধার্ত মানুষ জানে না, কার্গিল খায়, না মাথায় মাখে। ওরা জানে না, কারণ পত্রিকা পড়া বা টি.ভি. দেখার মতো বিলাসিতা করার সুযোগ ওদের নেই। বঞ্চিত শোষিত মানুষদের অধিকার অর্জনের লড়াইকে আমরা কি ‘দেশদ্রোহিতা’ বলব? যারা দারিদ্র্যসীমার নীচের বঞ্চিত মানুষগুলোকে মিথ্যে আশার বাণীতে ভুলিয়ে শোষণ প্রক্রিয়াকে গতিশীল রেখেছে, সেই দুর্নীতির পাঁকে গলা পর্যন্ত ডুবে থাকা রাজনীতিকরাই কি ঠিক করে দেবে ‘দেশপ্রেমিক’ ও ‘দেশদ্রোহী’র সংজ্ঞা?

দেশ মানে তো মাটি-নদী-পর্বত নয়; মানুষকে বাদ দিয়ে দেশ হয় না। দেশপ্রেম মানে দেশের মানুষের প্রতি প্রেম। নাগরিকদের অধিকার লাভে বঞ্চিত মানুষদের প্রতি প্রেম। দেশপ্রেমের এই সংজ্ঞাটিকে ও ছকটিকে মাথায় রাখলে, দেশপ্রেমিক ও দেশদ্রোহীদের চিনে ফেলা সহজ হয়।

কাশ্মীর নিয়ে বাহান্ন বছর ধরে ভারত-পাক যুদ্ধ দফায় দফায় কম হল না। এ এক ভয়ংকর সমস্যা। ভারত-কাশ্মীর-পাকিস্তানের আত্মঘাতী সমস্যা। ‘যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই’— শুধুই কি স্লোগানের জন্যেই স্লোগান হয়ে থাকবে? নাকি শান্তি আনতে আমরা দু-পক্ষই আন্তরিক হব?

দু-দেশের সরকার এখন ‘কাশ্মীর’ নামের বাঘের পিঠে সওয়ার। নামলেই বাঘে খাবে। যুদ্ধকে কাজে লাগিয়ে দেশপ্রেমের জোয়ারে নির্বাচনে বাজিমাত করতে চাইছে। ভারতে তখন বাজপেয়ী সরকার। পাকিস্তানের নওয়াজ শরিফ সরকারও সেনাবাহিনী ও বিচার বিভাগের অস্বস্তিকর সাঁড়াশি আক্রমণকে ভারত-বিরোধী জিগিরের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে চাইছে। যুদ্ধে যে সরকার পিছু হটবে তাকেই ফালা ফালা করতে নেমে আসবে সরকার বিরোধী শক্তি ও জনরোষের থাবা।

এই মুহূর্তে সেই জনপ্রিয় ছড়াটার কথা মনে পড়ছে—

“জনতা যখনই চায় বস্ত্র ও খাদ্য
সীমান্তে বেজে ওঠে যুদ্ধের বাদ্য।”

কার্গিলের অঘোষিত যুদ্ধ ভারত-পাক সরকার নিজেদের স্বার্থরক্ষায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে শুরু করেছে, এমনটা হতেই পারে। এ-কথা ব... করার কারণ, কার্গিল অঞ্চলে মুজাহিদিনদের অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের কাশ্মীরকে স্বাধীন করার জঙ্গি প্রস্তাব নতুন নয়। ওরা দীর্ঘকাল ধরেই ওই অঞ্চলে ক্রিয়াশীল ছিল। ওদের প্রতি পাক-বাহিনীর সাহায্যের ব্যাপারটাও পুরনো খবর। এ-সব খবর ভারত-পাক সরকারের আদৌ অজানা ছিল না। কার্গিল নিয়ে যুদ্ধ বাধাবার যখন প্রয়োজন অনুভব করল, বাজপেয়ী সরকার তখন এমন ভান করল যেন কার্গিলে ভারত বিরোধী কাজ-কর্মের খবর সদ্য পেল।

শুরুর খেলাটা হয়েছিল ভালই। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই, অবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ নেই। যুদ্ধে সুবিধে করতে না পারা নওয়াজ শরিফের আর এক হ্যাপা— পাক সেনাকর্তারা শরিফকে হুমকি দিয়ে বলেছেন, কোনও অবস্থাতেই তিনি যেন ভারতের চাপে নতিস্বীকার না করেন, তাতে যা হয় হবে। পাক সেনাকর্তারা এখন রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘ। নওয়াজ পিছু হটলে সেনা অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা প্রবল। আর বিজেপির কাছে কার্গিল যুদ্ধ এখন গদির সোনালি স্বপ্নকে সার্থক করার এক অমোঘ হাতিয়ারে পরিণত। ভারতে '৯৯-এর নির্বাচনে কার্গিল যুদ্ধ অবশ্যই একটা বড় ফ্যাক্টর। জন-আবেগকে তাড়িত করে ভোটবাক্সকে স্ফীত করার পক্ষে কার্গিল অবশ্যই ফ্যাক্টর।

'দেশপ্রেম'-কে বিজেপি ও তার জোটসঙ্গীরা অনৈতিকভাবে লোকসভার নির্বাচনে কাজে লাগাচ্ছে দেখেও কোনও রাজনৈতিক দল বিজেপির বিরোধিতা করার মতো সাহস দেখাচ্ছে না। নির্বাচন নির্ভর রাজনৈতিক দলের সব সময় সত্যিকথা বলার বিলাসিতা সাজে না। জন-আবেগে গা না ভাসালে 'দেশদ্রোহী' বলে চিহ্নিত হওয়া নিশ্চিত। ওরা ভুলেও বলে না—

দেশকে শক্তিশালী করতে চাই খাবার, কাপড়, মাথা গোঁজার ঠাঁই, পানীয় জল, শিক্ষা ও চিকিৎসা। এসবের বিকল্প কখনই অস্ত্র নয়। যে দেশের বেশিরভাগ মানুষ অসুস্থ, অভুক্ত এক ভয়ংকর জীবন বইতে বইতে মারা যায়, সে দেশকে কোনও অস্ত্র প্রতিযোগিতাই শক্তিশালী করতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবর্তে বিজেপির কাছ থেকে দেশপ্রেমের হাওয়া যতটুকু নিজের দিকে টেনে নেওয়া যায় ততটুকুই লাভ ভেবে, দেশপ্রেমের আবেগকে আরও উস্কে দিতে কংগ্রেস থেকে সি পি আই (এম) কেউই পিছিয়ে থাকেনি। বিজেপি যাতে দেশপ্রেমের সমস্ত কৃতিত্ব একাই না আত্মসাৎ করে নেয়— এই আশঙ্কায় কংগ্রেস প্রস্তাব দিল কার্গিল যুদ্ধের মতো দেশের জরুরী পরিস্থিতিতে বিরোধীদের নিয়ে একটা জাতীয় সরকার গড়ার। অর্থাৎ বিজেপি সরকারের 'বীরত্ব'-এর অংশীদার হওয়ার। কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধি সেনাদের হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরে, রক্তদান করে নিজেকে দেশপ্রেমিক বলে প্রমাণ করতে সব রকম চেষ্টাই করলেন। মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু জানালেন, "সেনাবাহিনীর প্রতি আমাদের পূর্ণ অঙ্গীকার ও সমর্থন আছে (*The Statesman* 8.7.99)।" প্রাক্তন সেনাপ্রধান শংকর রায়চৌধুরী আনন্দবাজারে যুদ্ধ নিয়ে লিখে বাজার গরম করলেন। তাই দেখে শংকর রায়চৌধুরীকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার সদস্য করে পাঠিয়ে দেশপ্রেমিক সাজতে হাত মেলাল বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস। যদিও বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের আদৌ অজানা ছিল না যে শংকর রায়চৌধুরী আর. এস. এস এবং বিজেপি-অন্ত প্রাণ। প্রকাশ্যেই তাদের সভাসমিতিতে গিয়ে বক্তৃতা করেন। পোখরানে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণকে সরবে সমর্থন করেন।

১৯৯৮ সালে ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ৪৫.৬৯৪ কোটি টাকা। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যয় ১৬.০৪০ কোটি টাকা। কার্গিল যুদ্ধের জন্য ভারতের প্রতিদিন খরচ কত, সরকার তার হিসেব দেয়নি। যুদ্ধ চলাকালীন বিবিসি-র 'বিজনেস ইন্ডিয়া নিউজ' ভারতের অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করে। তাতে বিবিসি জানায়, যুদ্ধে প্রতিদিন ভারতের পক্ষে খরচ হচ্ছে ১৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। বোফর্স কামানের এক একটি গোলা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারত কিনছে ৪২ থেকে ৫১ হাজার টাকায়। লেসার গাইডেড যে সব বোমা বিমান থেকে ফেলা হচ্ছে, সেই প্রতিটি বোমার দাম পড়ছে এক কোটি টাকা। ভারতের অর্থমন্ত্রী এই তথ্যের কোনও প্রতিবাদ করেননি। এরপরও প্রচার মাধ্যম, বিজেপি এবং ভারতের সেনানায়করা হাওয়া তুলতে চাইছে, আমাদের সেনাদের জন্য আরও আধুনিক অস্ত্র চাই। একই হাওয়া উঠেছে পাকিস্তানেও।

ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন প্রধানত রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগে হলেও এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বৃহৎ মালিকানাধীন বহু ঠিকাদারী সংস্থা। কার্গিল যুদ্ধ প্রতিরক্ষা উৎপাদনে বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগের দাবিকে জোরালো করছে।

পাকিস্তানও ইতিমধ্যে ফ্রান্স থেকে কিনছে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান 'মিরাজ-৩'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'দেশের এই অঘোষিত যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ের টাকা জোগাবে দু-দেশের অভুক্ত মানুষগুলো। গরিব মানুষগুলোর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান ইত্যাদি উন্নয়ন খাতের টাকা চলে যাবে যুদ্ধের প্রয়োজনে। যুদ্ধে শাসকদল আখের গোছাবে, শিল্পমালিক ও অস্ত্র বিক্রির দালালদের পেট ভরবে। আর আমজনতার পেট মরবে।

কার্গিল যুদ্ধ নিয়ে পাক-ভারত প্রচার মাধ্যমগুলো নিজেদের সেনাদের বীরত্ব কাহিনি নিয়ে টন-টন নিউজ প্রিন্ট ব্যয় করেছে, তাদের কলম চলেনি কার্গিলের বাস্তুহারা, সর্বহারাদের পক্ষে। তেমন চললে যে জনমানসে যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টিতে বাধা তৈরি হবে। সরকারি হিসেবে কার্গিল এলাকার ২৬ হাজার কাশ্মীরী বাড়ি-ঘর সম্পত্তি ছেড়ে পালিয়ে এসেছে প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে। পাকিস্তানের কাশ্মীরে এমন বাস্তুহারার সংখ্যা কত, জানা নেই। এইসব দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াবার জন্য দু'দেশের মানুষরা ত্রাণ তহবিল গড়তে পকেট উজাড় করেছে বা এক দিনের বেতন দান করেছে— এমন খবর আমাদের জানা নেই। অথচ মানবিক কারণেই এইসব দুর্গতদের সাহায্যে আমাদের এগিয়ে আসা উচিত ছিল।

এই দুটো গরিব দেশের মধ্যে যুদ্ধে যেই জিতুক দু-দেশের জনতা কোনও দিনই জিতবে না। কারণ যুদ্ধটা দারিদ্র্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে নয়, রাজনৈতিক স্বার্থে আরও দরিদ্র তৈরির যুদ্ধ। গরিব ভারতবাসীদের কাছে এই যুদ্ধ নিজের দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার যুদ্ধ। গরিব পাকিস্তানবাসীরাও মনে করেন— এ যুদ্ধ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াই। আবার কাশ্মীরবাসীরাও মনে করে— তারা সন্ত্রাসবাদী নয়, তারা মুক্তিযোদ্ধা। এই দাবিগুলোর সঙ্গে সত্যির সম্পর্ক কতটুকু এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের তাকাতে হবে কাশ্মীরের ইতিহাসের দিকে। এ-ছাড়া কোনও বিকল্প নেই।

কাশ্মীর— তুমি কার?

১৯৪৭ সাল থেকে ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মীর নিয়ে বিতর্ক ও উত্তেজনা জীইয়ে রেখেছে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ভারত-পাক উত্তেজনা ও ছোট-বড় যুদ্ধ চলবেই। যে সব রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্ বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থিঙ্কট্যাঙ্করা ভারত-পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তিধর হয়ে ওঠার পর ঘোষণা করেছিলেন, এতে করে দু-দেশের মধ্যে যুদ্ধ সম্ভাবনার অবসান ঘটলো—

তাঁদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে মিথ্যে প্রমাণ করেই দু-দেশ এখন যুদ্ধে উত্তাল। কারণ সেই কাশ্মীর সমস্যা। দু-দেশের রাজনীতিকরা ও রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের টিকে থাকার স্বার্থেই আমজনতার কাছে দেশপ্রেমিক সাজতে চায়। এইসব সাজা দেশপ্রেমিকরা কোনও দিনই কাশ্মীরের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করবে না, করতে পারবে না। কাশ্মীর নিয়ে স্থায়ী সমাধানের উপায় বর্তমানে মাত্র তিনটি। **এক** : দু-দেশের দখলে থাকা কাশ্মীর অংশকে সেই সেই দেশেরই অংশ বলে মেনে নেওয়া। **দুই** : দু-দেশের দখলে থাকা কাশ্মীরবাসীরাই ঠিক করুক তাদের ভবিষ্যৎ। তারা স্বাধীন থাকবে, অথবা ভারত বা পাকিস্তানের রাজ্যবাসী হিসেবে থাকবে— তা সে স্বায়ত্তশাসন নিয়ে হোক, কী রাজ্য হিসেবেই হোক। তিন : কাশ্মীরবাসীদের স্বাধীনতার দাবি মেনে নেওয়া।

এই তিনটি প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে আমি শুধু একটা আলোচনাকে তাত্ত্বিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছি। এর বেশি কিছু নয়, এর কমও কিছু নয়। ভারত এবং পাকিস্তানের সরকার এই তিনটি পথের যেটিকেই গ্রহণ করুক না কেন, দুই দেশের জনগণ কিছুতেই তা মেনে নেবে না। ফলে এমন পথ গ্রহণকারী সরকারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হতে বাধ্য। অন্ধকার করে দেবে সুদীর্ঘ বছর ধরে পুষ্ট হওয়া ভ্রান্ত দেশপ্রেমের পাগলা আবেগ। এত বছর পরে সরকার ডিগবাজি খাচ্ছে, দেশদ্রোহীর ভূমিকা নিচ্ছে— মনে হলে আমজনতা কেনই বা মেনে নেবে? এত বছর ধরে দু-দেশের সরকার ও তামাম প্রচারমাধ্যমের কৃপায় দু-দেশের বেশিরভাগ মানুষই মনে করে— কাশ্মীর তাদের দেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিচ্ছেদ্য অংশ। শত্রুদেশ ছলে বলে কাশ্মীরের একাংশ দখল করে রেখেছে। আমাদের মহান কর্তব্য, দেশকে দখলদারমুক্ত করা। আর কাশ্মীরের বেশিরভাগ মানুষ বিশ্বাস করে, ভারতবর্ষ যখন পরাধীন তখনও কাশ্মীর স্বাধীন ছিল। কিন্তু বর্তমানে দুটি দখলদার দেশ ছলেবলে তাদের পরাধীন করে রেখেছে।

শান্তি স্থাপনের চাবি-কাঠি

কাশ্মীর সমস্যার সমাধানেই রয়েছে ভারত-পাক শান্তি স্থাপনের চাবি-কাঠি। ভারতের কাছে অবশ্য স্বয়ং কাশ্মীর 'গোদের ওপর বিষফোঁড়া'র এক জ্বলন্ত সমস্যা। স্রেফ কাশ্মীরের জনগণকে পোষ মানাবার চেষ্টায় বিশাল এক সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখতে হয় বছরে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন। এরপরও সরকারি মতে কাশ্মীরী উগ্রপন্থীদের আক্রমণে আহত জওয়ানদের সংখ্যা প্রতি বছর কমার পরিবর্তে বেড়েই চলেছে। কী বেয়াড়া রাজ্য রে বাবা!

১৯৯০ সাল	১৯৯১ সাল	১৯৯২ সাল
৫১৬ জওয়ান	৬৫২ জওয়ান	৭৪০ জওয়ান।

নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে কাশ্মীরি উগ্রপন্থীদের মৃত্যুর সংখ্যাও প্রতি মাসেই বেড়ে চলেছে। ইন্ডিয়া টু ডে-র ১৫-মে ১৯৯১ সংখ্যার সূত্র অনুসারে আগের বছর নিহতদের সংখ্যা ছিল মে-১৫৮, জুন-২০১ ও জুলাই-২৮৬। কাশ্মীর যদি ভারতের আর পাঁচটা প্রদেশের মতোই প্রদেশ হয়, তবে কেন এত রক্তপাত, এত প্রাণপাত? কোথাও একটা গোলমাল অবশ্যই রয়ে গেছে! কোথায়?

কেন কাশ্মীর এমন অগ্নিগর্ভ, কেনই বা কাশ্মীর সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভারত-পাক সম্পর্কের পরিণতি, এটা বুঝতে গেলে নির্মোহভাবে কাশ্মীরের ইতিহাস জানতে হবে। কাশ্মীরের ইতিহাস জানাটাই এই অঞ্চলের শান্তি স্থাপনের আবশ্যিক ও প্রাথমিক শর্ত। কেন? কাশ্মীরের ইতিহাসই এই প্রশ্নের একমাত্র জবাব।

ইতিহাসে চোখ রাখি আসুন

খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতকে সম্রাট অশোক শ্রীনগর শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। অশোকের উত্তরাধিকারী জালুক কাশ্মীরের রাজা হন। কাশ্মীরে রাজধর্ম হিসেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করেছিল। কাশ্মীরের লাদাখ অঞ্চলে বৌদ্ধরা এখনও বিশেষ কিছু আইনি সংরক্ষণ ও সুবিধার অধিকারী।

কুষাণ বংশের রাজত্বকালে (আনুমানিক ৫০ থেকে ২১০ খ্রিস্টাব্দ) কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম আরও বেশি ব্যাপ্তি পায়।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে কাশ্মীর হুণ সাম্রাজ্যের অধীনে আসে।

৬২৭ খ্রিস্টাব্দে কার্কোট রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দুর্লভবর্ধন বিয়ের যৌতুক হিসেবে কাশ্মীর রাজ্য পেলেন। কাশ্মীর কার্কোট রাজবংশের অধীন হওয়ার পর মার্তণ্ড মন্দির-সহ অনেক হিন্দু মন্দির এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে হিন্দু-ধর্মের নবজাগরণের প্রবক্তা শঙ্করাচার্য কাশ্মীরে হিন্দুধর্মের প্রচারে আসেন। তারপর থেকে কাশ্মীরে হিন্দুদের মধ্যে শৈবরাই সংখ্যাগুরু।

বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের পর মুসলিম ধর্মের আগমন ঘটে কাশ্মীরে। শাহ মির্জা কাশ্মীরের একাংশ দখল করে লোহার বংশের রাজত্বের সূচনা করেন ১৩৩৯ খ্রিস্টাব্দে।

কাশ্মীরের হিন্দু রাজা উদয়ন দেবকে হত্যা করে রাজ-মন্ত্রী আমির শাহ বাকি কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেন ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে।

১৫৮৬-তে সম্রাট আকবর কাশ্মীরকে মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আনেন। জাহাঙ্গির ও শহাজাহানের আমলে কাশ্মীরে মুসলিম ধর্ম ব্যাপকতা পায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশাপাশি কার্পেট, শাল, কাঠখোদাই ও নানা শিল্পকর্মে কাশ্মীরের সুনাম ভারতবর্ষের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে।

১৭৫১-তে আহম্মদ শাহ-আবদালি কাশ্মীরে **আফগান রাজত্বের সূচনা করেন**। সেই থেকে আজও কাশ্মীরীদের সুখে-দুঃখে আফগানবাসীরা নিজেদের জড়িয়ে রেখেছে।

১৭৮৯-এ কাশ্মীর শিখ রাজত্বভুক্ত হয়। কাশ্মীরে আজও কিছু শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন।

১৮৪৬-এ **ব্রিটিশদের** সঙ্গে যুদ্ধে শিখরা পরাজিত হয়। সন্ধি চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশরা পঁচাত্তর লক্ষ টাকা দাবি করে। যুদ্ধে পরাজিত শিখদের অর্থের অভাব ছিল। পরিবর্তে শিখরা ব্রিটিশদের হাতে কাশ্মীর উপত্যকা তুলে দেয়। কাশ্মীর অঞ্চল শিখদের কাছ থেকে নিয়ে **ডোগরা রাজ গুলাব সিংয়ের কাছে প্রায় ১ কোটি টাকায় বিক্রি করে দেয় ব্রিটিশরা**। অত্যন্ত দু'ম উপজাতি প্রধান এই অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন কায়েম রাখা খুবই কঠিন মনে করেই ব্রিটিশরা ওই অঞ্চল বিক্রি করে দিয়েছিল। ব্রিটিশদের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে গুলাব সিং জম্মু ও কাশ্মীরের স্বাধীন করদ (অর্থাৎ স্বাধীনতা ভোগের জন্য কর দিয়ে) রাজা হন। কাশ্মীর ব্রিটিশ শক্তির অধীনে আসেনি আর কোনও দিনই।

গুলাব সিং-এর মৃত্যুর পর পর্যায়ক্রমে জম্মু-কাশ্মীরে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে গেছেন যথাক্রমে ডোগরা রাজকুলের **রণবীর সিং**। (১৮৫৭-১৮৮৫), **প্রতাপ সিং** (১৮৮৫-১৯২৫) এবং **হরি সিং** (১৯২৫ থেকে ১৯৪৯)।

রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধীন প্রজারা যেমন ব্রিটিশরাজ উচ্ছেদের জন্য আন্দোলনে শামিল হয়েছিল, তেমনই কাশ্মীরেও গড়ে উঠেছিল মহারাজ হরি সিং উচ্ছেদের আন্দোলন; রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। কাশ্মীরে ব্রিটিশ শাসন ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাই আন্দোলনও ছিল না। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল **'সারা জম্মু ও কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্স'**। কনফারেন্সের **নেতা ছিলেন শেখ মহম্মদ আবদুল্লা**। কনফারেন্সের নামের আগে 'মুসলিম' শব্দটি থাকলেও মুসলিমদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শিক্ষিত হিন্দুরাও রাজার স্বৈরতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল ছিল।

১৯৩৪-এ শঙ্কিত হরি সিং আন্দোলনের চাপে পড়ে দেশ শাসনে কিছুটা রাজনৈতিক সংস্কার করলেন। দেশ শাসনে মহারাজকে সাহায্য করার জন্য একটা পরিষদ তৈরি হল। পরিষদে মহারাজার মনোনীতদের সংখ্যাই বেশি। পরিষদের সভাপতিও মহারাজের মনোনীত এক রাজকর্মচারী। কারা ভোট দিয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু পরিষদ প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবে, তা ঠিক করতে একটি কমিটি তৈরি করলেন মহারাজা।

শেখ মহম্মদ আবদুল্লা

১৯৩৮-এ কাশ্মীরি জওহরলাল তাঁর কাশ্মীরি পারিবারিক বন্ধু শেখ আবদুল্লাকে প্রস্তাব দেন কনফারেন্সের নাম পরিবর্তনের। 'মুসলিম' শব্দটা ছেঁটে ফেলার।

১৯৩৯-এর জুনে মুসলিম কনফারেন্সের নাম 'কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স' করার প্রস্তাব ১৭-৩ ভোটে গৃহীত হয়।

আন্দোলনের তীব্রতার মুখে ১৯৩৯-এ আরও একটি শাসন সংস্কার ঘটালেন মহারাজা। পরিষদে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা বাড়ালেন। তবে এই সদস্যদের বেশিরভাগই ছিলেন হিন্দু জমিদার। যদিও জনগণের বড় অংশই ছিল মুসলিম।

হিন্দু মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ হিন্দু মহারাজার পাশে দাঁড়িয়ে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের রূপ দিতে চাইল। জনগণের স্বাধীনতার আন্দোলনকে হিন্দু মহারাজাকে উৎখাতের মুসলিম আন্দোলন বলে প্রচার চালাল। মহারাজাও নিজের গদি বাঁচাতে সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন।

ব্রিটিশ শক্তির ক্ষমতা হস্তান্তর ও কাশ্মীর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন প্রচণ্ড মার খেল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। যুদ্ধ পরবর্তী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লি 'হাউস অফ কমন্স'-এ বললেন, "আমরা এখন প্রচণ্ড রকমের আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি। সমস্ত খরচ ব্যাপক হারে ছাঁটাই করতে হবে। কলোনিগুলো শাসন করার খরচ বহন করতে হলে দেশ আরও অর্থনৈতিক সংকটে পড়বে।"

আমেরিকার সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য হাত পাতল ব্রিটিশ সরকার। আমেরিকা যে শর্তে সাহায্যে রাজি হল— কলোনিগুলো হাতে রাখার খরুচে বিলাসিতা ছাড়তে হবে। ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে কলোনির বিশ্বস্ত এমন কিছু জনপ্রতিনিধির হাতে যারা আমেরিকা ও ব্রিটিশ শক্তির আর্থিক শোষণে সাহায্য করবে। ব্রিটিশরা মার্কিন প্রস্তাব মেনে নিল। কলোনিগুলোতে হস্তান্তর শুরু হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মার্কিন-ব্রিটিশ যৌথ কম্যান্ডের সর্বাধিনায়ক লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ব্রিটিশ সরকার দায়িত্ব দিল কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ নেতাদের সমঝোতায় এনে দ্রুত ভারতবর্ষের হস্তান্তরপর্বটি সেরে ফেলতে। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট শর্ত জানিয়ে দিল, ভারত ও পাকিস্তানকে তারা পূর্ণ স্বাধীনতা দিচ্ছে না। ভারত ও পাকিস্তান হবে ব্রিটিশদের 'স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ' (Dominion)। লর্ড মাউন্টব্যাটেন হলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বেসর্বা। ব্রিটিশ শাসনের বাইরে যে সব 'স্বশাসিত করদ রাজ্য' আছে, সেই রাজ্যগুলো তাদের ইচ্ছেমতো স্বাধীন থাকতে পারবে অথবা ভারত বা পাকিস্তান যে কোনও 'ডমিনিয়ন'-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের নেতারা বিনা প্রতিবাদে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সব শর্ত মেনে নিল।

মাউন্টব্যাটেন ভারত-পাকিস্তানকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার আগে কাশ্মীরের রাজাকে জানালেন— ভারত-পাকিস্তান ডোমিনিয়ন হওয়ার পর করদ রাজ্য কাশ্মীর তার ইচ্ছে মতো ভারত বা পাকিস্তান ডমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে অথবা নিজের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পারে। রাজা হরি সিং মাউন্টব্যাটেনকে জানিয়ে দিলেন— তাঁরা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই থাকতে চাইছেন।

১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ব্রিটিশরা ভারত ও পাকিস্তানের যথাক্রমে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিল। ইংরেজি মত অনুসারে ভারত তার স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ১৫ আগস্ট মেনে নিলেও পাকিস্তান মুসলিম মত অনুসারে ১৪ আগস্টকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করল। এতে অবশ্য কাশ্মীরের কোনও রাজনৈতিক অবস্থানগত পরিবর্তন হল না। কাশ্মীরের স্বতন্ত্র সত্তা রয়েই গেল।

AMARBOI.COM

'কাশ্মীর কো ছোড় দো'

১৯৪৬-এ কাশ্মীর রাজ্যের প্রজারা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে মহারাজাকে জানিয়ে দেয়, 'কাশ্মীরকো ছোড় দো'। ১৯৪২-এ ভারতীয়দের 'কুইট ইন্ডিয়া' প্রস্তাব গ্রহণের মতো ব্যাপার। এই সময় কাশ্মীরের গোটা পুলিশ বাহিনীও মহারাজার স্বৈরতন্ত্র ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মহারাজা তখন গদিতে কায়েম থাকার স্বার্থে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সভ্যদের হাতে তাঁর অস্ত্রাগারের অস্ত্র তুলে দেন (New Light on Kashmir by Durgadas, পৃষ্ঠা-১৩৩)। রাজ-সেনা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ও হিন্দু মহাসভার সদস্যদের উপর নির্ভর করে ভাগ্যবিচ্ছিন্ন রাজা হরি সিং সিংহাসন রক্ষার লড়াইতে জোরালোভাবে নামলেন ১৯৪৬-এ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাশ্মীর কো ছোড় দো' আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন **শেখ আবদুল্লা** ও তাঁর দল। আবদুল্লা দ্বিজাতি তত্ত্বের (ধর্মের ভিত্তিতে দুটি জাতি, দুটি দেশ) বিরোধী ছিলেন। তিনি ও তাঁর দল মুসলিম লিগকে নবাব ও জমিদারদের দল মনে করতেন। **আবদুল্লার** নেতৃত্বে কাশ্মীরিরা ডোগরা রাজপুত শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে **কাশ্মীরের স্বাধীনতা দাবি করলেন।**

'৪৬-এর মে মাসে হরি সিং আবদুল্লাকে দেশদ্রোহীতার অপরাধে গ্রেপ্তার করলেন। গ্রেপ্তার হলেন আবদুল্লার সহযোদ্ধা নেতারাও।

ইতিমধ্যে মুসলিম লিগ ভারতবর্ষকে ভাগ করে মুসলিম ধর্মের মানুষদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবি তুলেছে। কিন্তু

রাজা-নবাব-জমিদারদের দল মুসলিম লিগ কাশ্মীরের হিন্দু রাজা উচ্ছেদের আন্দোলনকে কোনওভাবে সমর্থন তো করেইনি, বরং লিগ-নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ 'কাশ্মীর কো ছোড় দো', আন্দোলনকে 'গুণ্ডাদের আন্দোলন' বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

(*Kashmir Towards Insurgency* by Balraj Puri, পৃষ্ঠা ১০)

মহম্মদ আলি জিন্নাহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ আবদুল্লার গ্রেপ্তারে কাশ্মীরের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। গান্ধিজি, বল্লভভাই প্যাটেল ও আবুল কালাম আজাদ মহারাজ হরি সিংকে বোঝালেন, নেহরুকে কাশ্মীরে পাঠাচ্ছেন। উদ্দেশ্য— জঙ্গি আন্দোলন বন্ধ করে 'শান্তিপূর্ণ' সমাধানের পথ বের করা। নেহরু কাশ্মীরে হাজির হলেন। নেহরু ও আসফ আলির তৈরি করা বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে আবদুল্লাকে অনুরোধ জানালেন। শেষ পর্যন্ত 'বন্ধু'র অনুরোধে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে 'ডোগরা শাসক কাশ্মীর কো ছোড় দো' আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন আবদুল্লা। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুক্তি পেলেন না আবদুল্লা ও তাঁর সহযোদ্ধা নেতারা। মাঝখান থেকে ডোগরা শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন সাময়িকভাবে চাপা পড়ে গেল।

এই সময় জন্মু-কাশ্মীরে কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব ছিল, ভূমিদাসদের প্রতি তাদের সহানুভূতি ছিল। কিন্তু যা ছিল না, তা হল আন্দোলনকে পরিচালনা করার মতো অথবা গতিশীল রাখার মতো ব্যাপ্তি।

কাশ্মীরে প্রথম জাতিদাঙ্গা

১৯৪৭-এ পাঞ্জাবে যখন ভয়ংকর ধর্মীয়-দাঙ্গা চলছে, তখন জম্মুর সংখ্যালঘু মুসলমানরা হিন্দু মহারাজা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ও হিন্দুমহাসভার সন্ত্রাসে ভিটে ছেড়ে পালাতে শুরু করে। ১৯৪৭-এ কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিসেবে 'জম্মু প্রজা পরিষদ'-এর প্রতিষ্ঠা করেন বলরাজ মাধোক। মাধোক ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের নেতা। এই সময় রাজার সেনা ও তার সহায়ক সাম্প্রদায়িক সংগঠন দুটি মুসলিম ধর্মের মানুষদের উপর হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালায়। গান্ধিজি এই খবর পেয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে জানান— এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দায়িত্ব মহারাজের। তিনি ক্ষমতায় থাকার অনুপযুক্ত (*New Light on Kashmir* by Durgadas, পৃষ্ঠা-১৩৩)।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫১-র মধ্যে জম্মুর মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর ব্যাপক হত্যালীলা চালানো হয়েছিল প্রজা পরিষদের নেতৃত্বে। প্রজা পরিষদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হরি সিং (Blood on the valley– A report to the people of India on Kashmir by the joint finding Committee of organisations for democratic rights and civil liberties. পৃষ্ঠা-৩৭)।

১৯৪৭-এর ধর্মের ভিত্তিতে জাতিদাঙ্গার আগে কাশ্মীরে কখনই আমরা এই ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাস পাই না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধর্মের শাসকরা কাশ্মীরে রাজত্ব করেছেন। রাজত্ব লাভের জন্য যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু তাঁদের রাজত্বেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা জাতিদাঙ্গা ঘটেনি। কাশ্মীরিরা শান্তিপ্রিয়, অতিথিপরায়ণ, সৌন্দর্যপ্রিয় ও অসাম্প্রদায়িক। হিন্দু-মুসলিম-শিখ ধর্মের মানুষরা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্নীতিপরায়ণের, স্বৈরতন্ত্রীর কোনও জাত বা ধর্ম হয় না— এই সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাশ্মীরিদের আন্দোলন। কাশ্মীরিরা রাজাকে উচ্ছেদের আন্দোলনকে ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের আন্দোলন হিসেবে দেখেছিলেন।

উদ্বাস্তু কাশ্মীরি পণ্ডিত : হিন্দু ও মুসলিম মৌলবাদ

কাশ্মীরে ডোগরা রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শাসক পরিবার ও তাদের আপনজনেরা কাশ্মীর উপত্যকায় বসতি শুরু করে। ডোগরারা নিজেদের সম্প্রদায়ভুক্তদের নিয়ে নতুন জমিদার শ্রেণি তৈরি করল। এদের মধ্যে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষরাও ছিলেন। এঁরা শিক্ষিত। ১৯৪৭-এর পর এঁদের ছেলে-মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়াশুনো করেছে। এরা অনেকেই সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে অধিকার করেছে। শ্রেণি হিসেবে বরাবরই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

শিখ সম্প্রদায়ের মানুষরা এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গেই নিজেদের যুক্ত রেখেছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা পেশায় কৃষিশ্রমিক, শিল্পসামগ্রী তৈরির শ্রমিক, পর্যটন শিল্পের শ্রমিক। দারিদ্র্য এদের নিত্যসঙ্গী।

কাশ্মীরিদের ওপর ভারত সরকারের ক্রমবর্ধমান দমননীতি কাশ্মীরিদের ক্ষোভকেও বাড়িতে তুলছিল। এটা লক্ষ্য করে আটের দশকে কাশ্মীরে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা প্রচার শুরু করে পাকিস্তান। এই কাজে কিছু মুসলিম দেশের বিপুল অর্থসাহায্য পায়।

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার উত্থানে জম্মুর হিন্দুরা বেশি বেশি করে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকে। দিল্লির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়াতে থাকে। এ-ভাবে কাশ্মীরে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে চিরায়ত সম্ভাবের পরিবর্তে অসহিষ্ণুতা ও সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়। এই অবাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অবশ্যই দিল্লির শাসকদের বড় ভূমিকার কথা স্বীকার করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরি মুসলমানদের উপরই দমননীতি একদিকে যেমন বাড়িয়ে যাচ্ছিল, তেমনই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ 'ইনফরমার' বা চরের ভূমিকায় নামিয়ে ছিল কিছু কাশ্মীরি পণ্ডিতকে। এই চররা কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এতে কাশ্মীরি মুসলিম সম্প্রদায় ও হিন্দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দানা বাঁধল। পরিণতিতে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সুসম্পর্ক নষ্ট হল। সংখ্যালঘু হিন্দুত্ববাদীদের "হিন্দুস্থান মেঁ রহনা হ্যায় তো বন্দে মাতরম কহনে হোগা" স্লোগান কাশ্মীরে মুসলিম মৌলবাদী কাজকর্মকেই শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী করল। সংখ্যালঘু শিখরা নিশ্চিন্তে কাশ্মীরে ব্যবসা-বাণিজ্য চালালেও হিন্দুরা মুসলিম মৌলবাদীদের চাপে আতঙ্কিত হয়ে জম্মু ছেড়ে যেতে শুরু করল।

কাশ্মীরে আজাদকামী জঙ্গিরা যাদের ভারত সরকারের চর বলে সন্দেহ করত, তাদেরই খুন করত। এই খুন হওয়াদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষই আছেন। জঙ্গিদের কথা মতো, "একজন বিশ্বাসঘাতক ৫০ জন দখলদার ভারতীয় সেনার সমান। হিন্দু মুসলিম যাই হোক, আমরা কাউকে ছাড়ব না" (*ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকা*, ১০.৬.৯০)।

"ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনিসিয়েটিভ অন কাশ্মীর" রিপোর্ট অনুসারে চর সন্দেহে জঙ্গিদের হাতে খুন হওয়া ১০০ জনের মধ্যে ৩২ জন হিন্দু।

পণ্ডিত সম্প্রদায়ের ৩০ হাজার পরিবার নিরাপত্তার চিন্তায় বাড়ি ছেড়ে বর্তমানে জম্মুর উদ্বাস্তু শিবিরে। দিল্লির উদ্বাস্তু শিবিরে রয়েছে ১০ হাজার পরিবার। সরকারি রিলিফের পাশাপাশি রিলিফের হাত ধরে ঢুকে পড়েছে বি. জে. পি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ (*টেলিগ্রাফ*, ১ এপ্রিল, ১৯৯০)।

এরই মধ্যে আশার কথা, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে মাঝে মধ্যেই কাশ্মীরি পত্রিকাগুলোয় বিজ্ঞাপন দেয় বিভিন্ন মুজাহিদ গোষ্ঠী। সেই সঙ্গে ওই আবেদনে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সম্পত্তি দখল না করার জন্য মুসলিমদের সতর্ক করা হয়।

কাশ্মীরে ধর্মের ভিত্তিতে আদমশুমারি

গোটা কাশ্মীর উপত্যকায় ১,০১,৪৩,৭০০ অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৬৬.৯৭ জনই মুসলমান শতকরা ২৯.৬৩ হিন্দু, শিখ ২.০২ এবং বৌদ্ধ ১.৩৬। কাশ্মীর উপত্যকাকে জম্মু, কাশ্মীর ও লাদাখ এই মূল তিন অঞ্চলে ভাগ করলে জম্মুতে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু। এই অঞ্চলের ৪৪,৩০,১৯১ জনসমষ্টির শতকরা ৬৫.২৩ হিন্দু। মুসলিম শতকরা ৩০.৬৭ জন। কাশ্মীর অঞ্চলে অধিবাসী ৫৪,৭৬,৯৭০। মুসলিম শতকরা ৯৭.১৬ এবং হিন্দু ১.০৮ জন। কাশ্মীর রাজ্যের সবচেয়ে বড় ভূখণ্ড লাদাখ। জনসংখ্যা মাত্র ২,৩৬,৫৩৯। শতকরা ৪৭.৪০ মুসলিম, বৌদ্ধ ৪৫.৮৭ এবং হিন্দু ৬.২২ জন। এই হিসেবটা অবশ্য ২০০১-এর। এ থেকেই আমরা ১৯৪৭-এর ধর্মীয় জনসমষ্টির একটা মোটামুটি ছবি ভেবে নিতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা হরি সিং-এর বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহ

১৯৪৭-এর জুন মাসে পুঞ্চ অঞ্চলের মানুষ রাজাকে কর দিতে অস্বীকার করে ও জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলে। ডোগরা রাজপুত শাসনে অত্যাচারিত আশেপাশের অঞ্চলের মানুষরাও দ্রুত এই জঙ্গি আন্দোলনে প্রভাবিত হয়।

রাজা হরি সিং

১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বরে কাশ্মীরের রাজায় সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক স্কট, রাজা হরি সিংকে উপজাতিদের বিদ্রোহের খবর জানান। বিদ্রোহের সূচনা রাজ্যের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম সীমান্ত থেকে।

১৫ অক্টোবর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে হরি সিং টেলিগ্রাম করে জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় প্রজা বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহে রাজার সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন সেনাদের অংশগ্রহণের কথা জানিয়ে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি ও ব্রিটিশ শক্তির ক্ষমতা হস্তান্তরই কাশ্মীরের উপজাতিদের কাছে ব্রিটিশ শক্তির উচ্ছেদ বলে মনে হয়েছিল। ফলে উপজাতির মানুষগুলো কাশ্মীর থেকে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য উদ্দীপ্ত হল।

১৫ আগস্টের পর থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল উপজাতিদের বিদ্রোহ। এই উপজাতি বিদ্রোহই দ্রুত রূপ পায় মুক্তিযুদ্ধে। এই সত্যটুকু বি. জে. পি পন্থী বলে পরিচিত সাংবাদিক সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর 'কাশ্মীর স্বর্গচ্যুত' বইতেও স্বীকার করেছেন ১০১ পৃষ্ঠায়।

২৩ অক্টোবর ১৯৪৭, উপজাতিদের মুক্তিযুদ্ধ ব্যাপক আকার ধারণ করল। কাশ্মীরের পুঞ্চ, মীরপুর, মুজফ্‌ফরবাদ, গিলগিট, ইয়াসিন, হুনজা, স্কারডু, নগর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইত্যাদি এলাকার উপজাতিরা কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের দিকে দ্রুত এগোতে লাগল। এইসব এলাকাগুলো মুক্ত এলাকায় পরিণত হল। উপজাতি বিদ্রোহীরা নিজেদের 'মুক্তিযোদ্ধা' বা 'মুজাহিদ' বলে ঘোষণা করল।

২৪ অক্টোবর '৪৭ পাকিস্তান মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। পাকিস্তানের এই সাহায্য অবশ্য সরকারিভাবে দেওয়া হয়নি।

আজাদ কাশ্মীর

২৪ অক্টোবর পুঞ্চ এলাকার বিদ্রোহীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করল। 'আজাদ কাশ্মীর' সরকার গঠিত হল। সশস্ত্র মুজাহিদরা নিজেদের আজাদ কাশ্মীরের সেনাবাহিনী হিসেবে ঘোষণা করল।

মহারাজ হরি সিং সপরিবারে রাজধানী শ্রীনগর ছেড়ে জম্মুতে পালালেন। পাকিস্তান রেডিও ঘোষণা— কাশ্মীর আজাদ হয়েছে। সেখানে গঠিত হয়েছে নতুন সরকার।

২৫ অক্টোবর রাজা হরি সিং সপারিষদ কাশ্মীর ছেড়ে ভারতের রাজধানী দিল্লি উড়ে গেছেন— খবরটা পেয়েই মুজাহিদরা উল্লাসে ফেটে পড়ল। পাক রেডিওতে খবর প্রচারিত হল— রাজা দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়েছেন।

২৬ অক্টোবর হরি সিং কাশ্মীরের পক্ষে ভারতের সঙ্গে চুক্তির স্বাক্ষর করলেন। আজাদ কাশ্মীর সরকার ঘোষণা করল— এই চুক্তি বে-আইনি। সিংহাসনচ্যুত পলাতক হরি সিং-এর কাশ্মীরের হয়ে চুক্তি করার কোনও অধিকার নেই।

২৭ অক্টোবর ভারতীয় সেনারা রাজার পক্ষে শ্রীনগরে নামল। **আজাদ কাশ্মীর বাহিনী ভারতীয় সেনাদের কাশ্মীর-আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত করল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচতে পাকিস্তানের সাহায্য চাইল।**

কাশ্মীরের সঙ্গে পাকিস্তানের চুক্তিমতো কাশ্মীরের ডাক-তার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখার দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানের উপর। হরি সিং কাশ্মীরের অবিতর্কিত রাজা থাকাকালীন পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তি করেন। এক-তরফাভাবে একই চুক্তি ভারতের সঙ্গে করলে তা হতো বে-আইনি। আর এখন রাজত্বচ্যুত রাজার চুক্তি মানার কোনও প্রশ্নই ওঠে না— এই যুক্তি দেখিয়ে পাক সরকার মুজাহিদদের সাহায্য করতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিল।

বর্তমানে ভারত-পাক নিয়ন্ত্রণ রেখার পরিণতিতে কাশ্মীর দু-টুকরো। কাশ্মীর আজ ভারতের 'রাজ্য'। আজাদ কাশ্মীর তার স্বায়ত্তশাসনের অধিকার এখনও অনেকটা টিকিয়ে রেখেছে। আজাদ কাশ্মীরের আজও রয়েছে নিজস্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি, নিজস্ব স্বতন্ত্র সংবিধান, নিজস্ব রাজধানী। আজাদ কাশ্মীরে আছেন প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী নন। আজাদ কাশ্মীরের হাইকোর্ট পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল (৮ মার্চ '৯৩) যে— পাক সরকার আজাদ কাশ্মীরের গিলগিট ও বালুচিস্তান বে-আইনিভাবে সরাসরি নিজেদের শাসনে এনেছে।

এপারের কাশ্মীরবাসীরা এটুকু স্বায়ত্তশাসনের কথা কল্পনাই করতে পারে না। এপারের অবস্থা— "না ঘরকা, না ঘাটকা।" এরা না পেয়েছে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার, আন্তর্জাতিক ভাবে না পেয়েছে ভারতের নাগরিকের অধিকার। কারণ কাশ্মীর বিতর্কিত অঞ্চল।

পাকিস্তানের কাছে হরি সিং-এর সাহায্য প্রার্থনা ও প্রত্যাখ্যান

উপজাতিদের এই দুর্বার আক্রমণের মুখে সামান্যতম প্রতিরোধও গড়ে তুলতে পারেনি মহারাজার সেনারা। এই অবস্থায় মাহারাজ হরি সিং কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা শেখ আবদুল্লার কাছে পরামর্শ ও সাহায্য চাইলেন। আবদুল্লাকে বোঝালেন, কাশ্মীর উপজাতিদের হাতে গেলে কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স ও তার নেতাদেরও বিসর্জন ঘটবে রাজা হরি সিং-এর সঙ্গে। '৪৭-এর ২৯ সেপ্টেম্বর শেখ আবদুল্লা মুক্তি পেলেন।

বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে অসুবিধে হয়নি শেখ আবদুল্লার। ন্যাশনাল কনফারেন্স নিজেদের অস্তিত্বের সংকট দেখতে পেল। ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতৃত্বে কাশ্মীর উপত্যকার কিছু মানুষ (যাদের প্রায় সকলেই ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমান) রাজ-সেনাদের সঙ্গে সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে লড়াইয়ে নামে। কিন্তু আজাদ কাশ্মীরের পক্ষে যুদ্ধরত উপজাতিদের বিরুদ্ধে সব প্রতিরোধ খড়কুটোর মতো ভেসে যেতে থাকে।

রাজা হরি সিং উপজাতিদের আক্রমণ ঠেকাতে পাকিস্তানের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কারণ কাশ্মীর ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির ভিত্তিতে পাকিস্তান কাশ্মীরের স্থিতাবস্থা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়ে সমগ্র স্বাধীন কাশ্মীরের ডাক-তার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করছিল প্রায় পাকিস্তান তৈরির জন্মলগ্ন থেকে। রাজা ও প্রধানমন্ত্রীর প্রার্থনা খারিজ করে দিয়ে পাকিস্তান সরকার জানিয়েছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের পক্ষে কোনওভাবেই একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ সম্ভব নয়।

যেহেতু কাশ্মীরের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পাকিস্তানকে দেওয়ার কোনও চুক্তি এখনও হয়নি, তাই পাকিস্তানের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।

কতগুলো শর্তসাপেক্ষে পাকিস্তানের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন নিয়ে থাকার প্রসঙ্গে আপত্তি নেই— এমন একটা চিন্তা যখন কাশ্মীরের রাজা ও মন্ত্রীর প্রকাশ্য আলোচনায় হাজির, সেই সময়ই শেখ আবদুল্লা এ বিষয়ে ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করার পক্ষে নানা যুক্তি দেখালেন। পাকিস্তানের চেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের সঙ্গে একই ধরনের চুক্তি করা যে একজন হিন্দু রাজা হিসেবে হরি সিং-এর পক্ষে অনেক বেশি স্বার্থরক্ষাকারী, এটা রাজার মাথায় ঢোকালেন। রাজা দিল্লির সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব দিলেন জওহরলাল-বন্ধু শেখ আবদুল্লাকে।

ভারতের সাহায্য প্রার্থনা ও চুক্তি : অনুঘটক শেখ আবদুল্লা

পরিত্রাণের উপায় হিসেবে শেখ আবদুল্লা ভারতের সাহায্য চাইতে সদলবলে উড়ে গেলেন দিল্লি। সেখানে আবাল্য বন্ধু নেহরুর সঙ্গে কথা বললেন। কাশ্মীরি নেহরুর আবেগকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হলেন আবদুল্লা। বোঝালেন, নেহরু সাহায্য করলে নেহরুর জন্মভূমি পাকিস্তানের পরিবর্তে ভারতে আসতে পারে।

নেহরু জানালেন, কাশ্মীর একটা স্বাধীন রাষ্ট্র, ভারতের অংশ নয়। এই অবস্থায় একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপ এবং সেনা পাঠানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

অনেক আলোচনার পরে শেষ পর্যন্ত একটা রফায় পৌঁছানো গেল। কাশ্মীরের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখেই ভারতীয় সেনার কাশ্মীরে প্রবেশের একটা কৌশলও একে বলা যেতে পারে।

১৯৪৭-এর ২৬ অক্টোবর রাজা হরি সিং, শেখ আবদুল্লা, জওহরলাল নেহরু ও মাউন্টব্যাটেনের দীর্ঘ আলোচনার ফল হিসেবে 'কাশ্মীর ভূখণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষায় উৎসর্গীকৃত' মহারাজকে বিপদমুক্ত করার মত একটা পথ বেরুলো শেষ পর্যন্ত। চুক্তির শর্ত ঠিক হলো। প্রধান শর্তগুলো হলো :

১) কাশ্মীর অঞ্চলের শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা, ডাক-তার যোগাযোগ ও বৈদেশিক বিষয় ভারত সরকারের হাতে থাকবে।

২) ভারতের সংবিধান কাশ্মীরের উপর প্রয়োগ করা যাবে না।

৩) কাশ্মীরের আলাদা এবং নিজস্ব সংবিধান থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪) কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী 'প্রধানমন্ত্রী' বলেই উল্লিখিত হবেন সর্বত্র, তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী বলে চিহ্নিত করা যাবে না।

৫) কাশ্মীরের নিজস্ব ও পৃথক জাতীয় পতাকা থাকবে, যা ভারত থেকে স্বতন্ত্র।

৬) কোনও ভারতীয়কে কাশ্মীরে ঢুকতে হলে অনুমতিপত্র বা 'পারমিট' নিতে হবে ইত্যাদি।

এরপর নিয়মাফিক মহারাজা হরি সিং ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে একটি লিখিত আবেদন জানালেন। আবেদনপত্রের কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি :—

"আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, একটা ভয়ানক আপৎকালীন অবস্থা তৈরি হয়েছে আমার জম্মু ও কাশ্মীরে। মহামান্য লর্ড আপনি জানেন, ভারত ও পাকিস্তান কোনও স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশের (ডমিনিয়নের) সঙ্গে যুক্ত হয়নি কাশ্মীর। ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে উভয় রাষ্ট্রের সংলগ্ন আমার রাজত্ব। এ-ছাড়া আমার রাজ্যের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়া ও চিনের সাধারণ সীমান্ত রয়েছে।" ... "ভেবেছি উভয় রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রেখে স্বতন্ত্র থাকাই সঠিক সিদ্ধান্ত। সেই মত অনুসারে আমি ভারত ও পাকিস্তান ডমিনিয়নের কাছে অনুরোধ করেছিলাম, তারা আমার রাজত্বের সঙ্গে যেন একটি স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদন করে। পাকিস্তান সরকার সেই অনুরোধ গ্রহণ করে।" .. "পাকিস্তান সরকার স্থিতাবস্থা চুক্তি অনুসারে কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ ডাক ও তার যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করে।" "...আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত বেপরোয়া ব্যক্তিরা এই রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে চলেছে।" "...এই বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে শ্রীনগর অধিকার করার জন্য। শ্রীনগর আমার গ্রীষ্মকালীন সরকারি রাজধানী এবং এটি দখল করাই গোটা রাজ্য অধিকারের প্রথম পদক্ষেপ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সুদূর অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যায়, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মনমেহরা-মজফ্ফরবাদ সড়ক ব্যবহার করে তারা ট্রাকে চেপে নিয়মিত আসছে।" ..."আমাদের তরফ থেকে পাকিস্তানের কাছে আবেদন ছিল হানাদারদের বাধা দেওয়ার। ঘটনা হলো পরিবর্তে পাকিস্তানের রেডিও এবং সংবাদপত্রগুলো এই ধরনের হানাদারি ঘটনাগুলো অন্যভাবে প্রকাশ করছে। এমন গল্প প্রচার করে আমাদের বিব্রত করছে যে, কাশ্মীরে একটি নতুন অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" ..."আমার জীবন উৎসর্গীকৃত আমার ভূখণ্ডের রক্ষার জন্যেই। আমি আপনার মহামান্য সরকারকে আরও জানাই যে, আমার ইচ্ছা এখনই এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করি এবং

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ আবদুল্লাকে এই জরুরি অবস্থায় আমার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করি আমার রাজত্ব যদি বাঁচাতে হয় তবে এখনই সেনা সাহায্য পাঠানোর দরকার।'

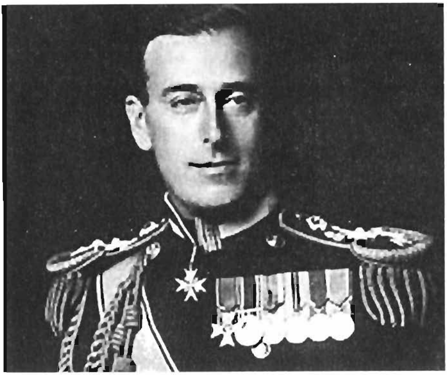

লর্ড মাউন্টব্যাটেন

এই আবেদনের ভিত্তিতেই ২৬ অক্টোবর চুক্তি সম্পাদিত হয়। কাশ্মীর-ভারত চুক্তির পর—

জওহরলাল নেহরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং-কে বলেন, "যে মুহূর্তে কাশ্মীরে আইন-শৃঙ্খলা আবার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কাশ্মীরের ভূখণ্ড আক্রমণকারীদের হাত থেকে মুক্ত হবে, কাশ্মীরের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি কাশ্মীরের অধিবাসীদের গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে"

(*আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস*, লেখক : প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী ও সিদ্ধার্থ গুহরায়, পৃষ্ঠা ৩০৪)।

২৭ অক্টোবরই ভারতীয় সেনাদের নিয়ে বিমান বাহিনীর বিমান শ্রীনগর বিমানবন্দরে নামতে লাগল! উপজাতির সেনারা তখন শ্রীনগরের মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। যুদ্ধ চলল। পিছু হটতে লাগল আজাদ কাশ্মীর বাহিনী।

কাশ্মীর রাজার পক্ষে ভারত সেনা নামাতেই আজাদ কাশ্মীর সরকার পাকিস্তানের সাহায্য চাইল। তারা আরও দাবি করল, আজাদ কাশ্মীর সরকার গঠিত হওয়ার পর কারও সঙ্গে কোনও চুক্তি করার অধিকার পলাতক প্রাক্তন রাজা হরি সিং-এর নেই। অতএব হরি সিং-এর সঙ্গে ভারতের চুক্তি বে-আইনি। পাকিস্তান সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। সাহায্য এল আফগানিস্তান থেকেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কাশ্মীর সমস্যা

১৯৪৮-এর ১ জানুয়ারি ভারত সরকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর নিয়ে তৈরি হওয়া সমস্যাটির প্রসঙ্গ তোলে।

৬ জানুয়ারি নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে নেহরুর দেওয়া প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়— কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ কাশ্মীরিরাই গণভোটের মাধ্যমে ঠিক করবে। তারাই ঠিক করবে— স্বাধীন থাকবে, অথবা ভারত বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এই গণভোটের পূর্বশর্ত ছিল (এক) ভারত-পাক যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হবে। (দুই) জম্মু-কাশ্মীরের অধিবাসী নয়, এমন সেনা ও মানুষজনদের জম্মু কাশ্মীর থেকে সরে যেতে হবে। (তিন) সংগ্রামরত বিভিন্ন উপজাতি ও পাকিস্তান সেনারা যে এলাকা দখল করেছে, সেই এলাকাগুলো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শাসন করবে। (চার) জম্মু-কাশ্মীর থেকে ভারত তার সেনা সরিয়ে নেবে। প্রশাসনের সাহায্যের জন্য নামমাত্র সেনা মোতায়েন থাকবে। (পাঁচ) সংগ্রামরত উপজাতি, পাক সেনা ও ভারতীয় সেনাদের হাত থেকে মুক্ত এলাকাগুলো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শাসন করতে পারছে কি না, তার তদারকি নিরাপত্তা পরিষদের তৈরি করে দেওয়া কমিশন করবে। পাঁচ সদস্যের এই কমিশনই কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর গণভোট করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। (ছয়) রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব কমিশনের সঙ্গে একমত হয়ে একজন প্রশাসক মনোনীত করবেন। প্রশাসক অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোট পরিচালনা করবেন। (সাত) গোলমালের জন্যে যাঁরা স্বদেশ ত্যাগ করেছেন, তাঁরা প্রত্যাবর্তন করতে ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। (আট) সব রাজনৈতিক বন্দি মুক্তি পাবেন।

WWW.AMARBOI.COM

কাশ্মীর ভাগ হল : কাশ্মীর ও আজাদ কাশ্মীর

নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারা গঠিত কমিশনের চেষ্টায় দু-দেশ ১৯৪৯-এর ১ জানুয়ারি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। ফলে যুদ্ধবিরতি রেখা ধরে কাশ্মীর দু-ভাগ হল— কাশ্মীর ও আজাদ কাশ্মীর। অর্থাৎ ভারত অধিকৃত কাশ্মীর ও পাক অধিকৃত কাশ্মীর।

১৯৪৭-এর ২৪ অক্টোবরে যে আজাদ কাশ্মীর সরকার গড়ে উঠেছিল, তারা পাকিস্তানের হাত থেকে স্বায়ত্তশাসন বুঝে নিতে শুরু করেছিল। পাকিস্তানও দখলদারির ভূমিকা ছেড়ে সাহায্যকারীর ভূমিকা নিতেই আগ্রহী ছিল। সম্ভবত মনে করেছিল, এতে সুদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানেরই লাভ। কাশ্মীর স্বাধীন হলে ক্ষতি নেই। পাকিস্তানে থেকে স্বায়ত্তশাসন নিলে লাভ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিকে ১৯৪৮-এর মার্চ। শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী হলেন (মুখ্যমন্ত্রী নন)। রাজার মন্ত্রিসভায় এলেন বক্সী গুলাম মহম্মদ, গিরিধারীলাল দোর্গা, মির্জা মহম্মদ, আফজল বেগ, কর্নেল পীর মহম্মদ, সর্দার বুধ সিং, শ্যামলাল শরাফ।

প্রধানমন্ত্রী হয়ে উদারপন্থী বুর্জোয়া নেতা শেখ আবদুল্লা জম্মু-কাশ্মীরে প্রগতিশীল ভূমিসংস্কারে নজর দিলেন। জায়গীরদারী ও চক্‌দারী প্রভৃতি সামন্ত্রতান্ত্রিক অধিকারগুলোর উচ্ছেদ সাধন করলেন। ক্ষতিপূরণ ছাড়াই বাজেয়াপ্ত করলেন চার লক্ষ একর জমি। তার পরেই সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করলেন, কোনও কৃষক গৃহীত ঋণের দেড়গুণ টাকা শোধ করে থাকলে তাঁর ঋণ সম্পূর্ণ শোধ হয়ে গেছে ধরে নেওয়া হবে। এই দুই সংস্কারের ফলে ডোগরা রাজপুত ও কাশ্মীরি পণ্ডিতরাই প্রধানত ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। হরি সিং-এর সঙ্গে শেখ আবদুল্লার সম্পর্ক দ্রুত খারাপ হতে শুরু করল।

১৯৪৯-এ হরি সিং ও শেখ আবদুল্লার সম্পর্ক তিক্ততম পর্যায়ে পৌঁছল। অবস্থা সামাল দিতে নেহরু নাক গলালেন। নেহরুর চাপে হরি সিং পদত্যাগ করলেন। ১৯৪৯-এর ২৫ মে তাঁর পুত্র করণ সিং সিংহাসনে বসলেন। করণ সিং ছিলেন উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সক্রিয় সদস্য।

কাশ্মীরে ভূমিসংস্কারে আবদুল্লার নেমে পড়াটা নেহরুর কংগ্রেস ভাল চোখে দেখেনি। কারণ কংগ্রেসের অর্থনৈতিক গোটা বুনিয়াদটাই তখন করদ রাজা, জমিদার, জায়গীরদার, চক্‌দারদের উপরে নির্ভরশীল। ফলে নেহরুর সঙ্গে আবদুল্লার একটা মানসিক দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল।

করণ সিং সিংহাসনে বসেই আবদুল্লা মন্ত্রিসভার বাজেয়াপ্ত জমি সংক্রান্ত আইনকে নিজে অনুমোদন না করে পাঠালেন ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে। এটা ছিল স্পষ্টতই জম্মু-কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে ভারত-কাশ্মীর চুক্তির বিরোধী। ভারত সরকারের চালে আবদুল্লা তাঁর ভূমিসংস্কার প্রচেষ্টা থেকে পিছু হটতে বাধ্য হলেন।

কাশ্মীরে প্রথম গণতন্ত্রের হাওয়া

১৯৫০ সালে ন্যাশনাল কনফারেন্স দাবি করে— কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি গঠন করতে হবে। দাবি মেনে ১৯৫১ সালে নির্বাচন হল। অবশ্য কাশ্মীরবাসীদের ভোট দিতে হল না। কারণ ৪৫টি আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয় শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে ন্যাশনাল কনফারেন্স।

১৯৫১-র ৫ নভেম্বর কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে চারটি সিদ্ধান্ত নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১) কাশ্মীরের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন।
২) রাজতন্ত্রের ভাগ্য নির্ধারণ।
৩) যে সব জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, সেই জমিদারদের ক্ষতিপূরণের দাবি নিয়ে আলোচনা।
৪) ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে কি না।

রাজতন্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে গণতন্ত্রের প্রথম স্বাদ পেয়ে কাশ্মীরবাসীরা যখন আনন্দে উদ্বেল, শেখ আবদুল্লা তাদের কলিজা, তখনই জম্মুতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। জনসঙ্ঘ ও তার সংযোগী জম্মু প্রজা পরিষদ গোটা কাশ্মীরে ধর্মীয় সংকীর্ণতার বাতাবরণ তৈরি করল। জম্মুর সংখ্যাগুরু হিন্দু ও লাদাখের সংখ্যাগুরু বৌদ্ধদের মানসিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে দুর্বল করতে চাইলেন আবদুল্লা। ১৯৫২-র ২৪ জুলাই আবদুল্লা ও নেহরু যৌথ ঘোষণায় বললেন, কাশ্মীরের সংবিধানে জম্মু ও লাদাখের হিন্দু ও বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন (Regional Autonomy) স্থান পাবে।

চুক্তিভঙ্গের পক্ষে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন

AMARBOI.COM

জনসঙ্ঘ (বর্তমানে যাদের নাম ভারতীয় জনতা পার্টি) ও জম্মু প্রজা পরিষদ ১৯৫২-তেই আন্দোলন শুরু করল, 'এক দেশ, এক বিধান, এক প্রধান'। দাবি করল ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা মতে কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের যেসব অধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছে, তা বাতিল করতে হবে। অর্থাৎ কাশ্মীরকে ভারতের আর পাঁচটা প্রদেশের মতই প্রদেশ করে নিতে হবে। কাশ্মীরে আলাদা সংবিধান বা 'বিধান' রাখা চলবে না। একই দেশ ভারতে দুই প্রধানমন্ত্রী পদ রাখা চলবে না। কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী বলে চিহ্নিত করতে হবে। 'পারমিট' নিয়ে কাশ্মীরে প্রবেশের নিয়ম বাতিল করতে হবে। কাশ্মীরিদের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাকে বরখাস্ত করতে হবে।

জনসঙ্ঘের নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এইসব দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারমিট নিয়ে সদলবলে কাশ্মীরে ঢুকলেন। আইন অমান্য করার জন্য কাশ্মীর সরকার শ্যামাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করেন। কারাগারেই শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাশ্মীরিদের দূরে ঠেলে দিল দিল্লি

১৯৫১-র ৫ নভেম্বর কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা বলেছিলেন, ভারতীয় কংগ্রেস বরাবরই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে গণতন্ত্রীকরণে আমাদের লড়াইকে সমর্থন করেছে। কাশ্মীরের জনগণ আজ রাজতন্ত্রের পরাধীনতা থেকে মুক্ত, স্বাধীন। আমাদের সামনে এখন স য় বড় চ্যালেঞ্জ— স্বাধীনতা রক্ষা করা। কারণ ক্ষমতা হারাবার পর জমিদার, সামন্তপ্রভু ইত্যাদি স্বৈরতন্ত্রের সহায়ক শক্তিগুলো অভ্যুত্থানের চেষ্টা করছে। সামন্ততন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাকে চিরকালের মতো কবরে পাঠাতে আমরা গণভোটে ভারতে যোগদানের পক্ষেই রায় দিতে পারি। গত ''র বছরে ভারত সরকার আমাদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিকে মর্যাদা দিয়ে আমাদের অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করেনি। গত চার বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা আশা করতেই পারি, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করেই আমরা স্থায়ীভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারব।

১৯৫২-তে শেখ আবদুল্লাই বললেন, ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পক্ষে গণভোট দেওয়ার জন্য ন্যাশনাল কনফারেন্স জনগণের মধ্যে আস্থা তৈরির চেষ্টা করছিল। জনসংঘ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক শক্তির শত্রুতামূলক কাজ-কর্ম এই অঞ্চলে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। ওরা আমাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। এই ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্মের জন্য ভারতের জনগণের একটা অংশই দায়ী। ভারত সরকারের তরফ থেকে এই ধরনের চুক্তি ভঙ্গের পক্ষে চালিত আন্দোলনকে প্রতিরোধ করার কোনও প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ফলে কাশ্মীরবাসীদের মনে সন্দেহের মেঘ জমছে— কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেড়ে নিতেই একতরফা চুক্তিভঙ্গের পটভূমি তৈরি হতে দিচ্ছে ভারত সরকার। এই পরিস্থিতিতে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পক্ষে আস্থা তৈরির ভিতই নাড়া খাচ্ছে।

১৯৫২-র ২৬ জুলাই নেহরু ও শেখ আবদুল্লা একটা চুক্তি করলেন। চুক্তি-মত কাশ্মীরের পৃথক নাগরিকত্ব, পৃথক পতাকা, পৃথক আইন সৃষ্টির অধিকার বাতিল হল। বাতিল হল কাশ্মীরের বংশানুক্রমিক 'মহারাজ' পদ। ঠিক হল পরিবর্তে নতুন পদ হবে 'সদর-ই-রিয়াসৎ'। ১৯৫২-র ৭ নভেম্বর 'সদর-ই-রিয়াসৎ' পদে বসলেন করণ সিং।

আগস্ট ১৯৫৩-তে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাকে ভারত সরকার গ্রেপ্তার করল। অভিযোগ— ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। কাশ্মীরকে ভারত থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন কাশ্মীর গড়ে তোলার চক্রান্ত। ন্যাশনাল কনফারেন্সের উপরও নেমে এল আঘাত। কাশ্মীরীরা 'শের-ই-কাশ্মীর' শেখ আবদুল্লার গ্রেপ্তারকে ভারতের বেইমানি ও জাতির অপমান বলে ধরে নিল।

শেখ আবদুল্লার গ্রেপ্তারের পর কাশ্মীরের কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি কার্যত জনগণের প্রতিনিধিমূলক চরিত্র হারাল। ভারত সরকারের ইচ্ছে অনুসারে বক্সী গুলাম মহম্মদ প্রধানমন্ত্রী হলেন। বিনিময়ে গুলাম মহম্মদ কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ছেড়ে দিতে লাগলেন ভারতের হাতে।

গণভোট অথৈ জলে

১৯৫৩-র আগস্টে ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী দিল্লিতে কাশ্মীর সংক্রান্ত আলোচনায় বসেন। দু-পক্ষই স্থির করেন দু-দেশই দ্রুত কাশ্মীর থেকে সৈন্য সরিয়ে নেবে। তারপর ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরে গণভোটের আধিকারিক নিযুক্ত হবেন।

১৯৫৪-র সেপ্টেম্বরে ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তর ঘোষণা করল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য করছে। এইসব অস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই অবস্থায় ভারত অন্তত ২১ হাজার সেনা কাশ্মীর উপত্যকায় মোতায়েন রাখবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে কাশ্মীর থেকে সেনা সরানো সম্ভব নয়। তাই সেনা অপসারণের পরবর্তী পর্যায়ে গণভোটের আধিকারিক নিয়োগও সম্ভব হচ্ছে না।

এরপরও বহুবার নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীর থেকে সেনা অপসারণ ও অন্যান্য পদক্ষেপের পর গণভোট করার চেষ্টা করে। ভারতের 'মিত্র দেশ'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোভিয়েত রাশিয়া প্রতিবারই নিরাপত্তা পরিষদের 'ভিটো' প্রয়োগ করে গণভোটের উদ্যোগে বাধা দেয়। আমেরিকা ও রাশিয়া সেই সময় প্রবল দুই প্রতিপক্ষ ও পৃথিবীর বৃহৎ দুই শক্তি। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করার প্রশ্নে দু-দেশের মধ্যে 'ঠাণ্ডা-যুদ্ধ' (Cold War) ছিল প্রচার-মাধ্যমগুলোর নিত্যকার বিষয়। কাশ্মীরে গণভোটের প্রশ্নে কাশ্মীর ও পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছাতে আমেরিকা সুর মেলানোতে শঙ্কিত হয়েছিল রাশিয়া। গণভোট হলে ভবিষ্যতে কাশ্মীর ও পাকিস্তানের 'বন্ধু' রাষ্ট্র হিসাবে আমেরিকার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে— এই চিন্তা মাথায় রেখেই রাশিয়ার এই 'ভিটো' প্রয়োগ, বিনিময়ে ভারত রাশিয়াকে এই সহযোগিতার জন্য অভিনন্দন জানায় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। গণভোট প্রসঙ্গ এ-ভাবেই বার বার তলিয়ে গেছে অথৈ জলে।

কাশ্মীরের জঙ্গি সংগঠন

শেখ আবদুল্লা গ্রেপ্তার হওয়ায় ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর পরবর্তী নেতা মীর্জা আফজল বেগ ন্যাশনাল কনফারেন্স ভেঙে দেন। প্রতিটি আসনে জিতে যে দল কাশ্মীরিদের স্বায়ত্তশাসনকে নিশ্চিত করেছিল, কাশ্মীরের জন্য আলাদা সংবিধান প্রণয়নের সিদ্ধান্ত অ্যাসেম্বলিতে নিয়েছিল, তা যে ভারতের একতরফা হস্তক্ষেপে এখন এক অবাস্তব চিন্তা মাত্র—এই মত প্রকাশ করে তিনি কনফারেন্স ভেঙে দেন। তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে তিনি রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবকে (গণভোট) দ্রুত কার্যকর করার পক্ষে প্রচার চালান।

AMARBOI.COM

ন্যাশনাল কনফারেন্স ভেঙে দেওয়ায় উঠে এল **জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট** সংক্ষেপে **জে. কে. এল. এফ ও জামাত-ই-ইসলাম**।

জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট বা বাংলা করে জম্মু-কাশ্মীর মুক্তি মোর্চা ন্যাশনাল কনফারেন্সের কিছুটা পরিবর্তিত রূপ। এরা চায় কাশ্মীর হবে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এদের প্রচারের বিষয় ছিল, ভারত সরকার কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বে-আইনিভাবে কেড়ে নিচ্ছে। 'কাশ্মীর' ও 'আজাদ' কাশ্মীরের এই দুই অংশেই জে. কে. এল. এফ. যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। বর্তমানে সবচেয়ে প্রভাবশালী জঙ্গি দল।

জে. কে. এল. এফ-এর অধীনে আসে দুই কাশ্মীরের নিবেদিতপ্রাণ বিশাল ক্যাডার বাহিনী। সংঘবদ্ধ সুশৃঙ্খল এই বাহিনী প্রচুর আধুনিক অস্ত্র সংগ্রহ করেছে। ছাত্র ও মহিলাদের মধ্যেও রয়েছে প্রভাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামাত ই-ইসলাম এর প্রথম আত্মপ্রকাশ সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে। ধীরে ধীরে প্রচুর শাখা ও ক্যাডার তৈরি করে। সত্তরের দশকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেয়। কাশ্মীরের গণতান্ত্রিক পরিবেশ আছে প্রমাণ করার জন্যই কংগ্রেস পার্টির দ্বারা তৈরি ও পুষ্ট দল বলে কাশ্মীরিরা বিশ্বাস করে। জামাত-ই-ইসলাম মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে পুঁজি করে ভোট টানতে চায় এবং মুখে বলে সংসদীয় গণতন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত মুসলিম কাশ্মীরিদের স্বার্থই রক্ষা করতে চাই। জামাত-ই-ইসলাম বর্তমানে দুর্বল হয়ে পড়ার কারণ—এরা আল্লার নামে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে প্রচার করে, অথচ ভারতের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। বহু কাশ্মীরিদের কাছেই এটা দ্বিচারিতা বলে মনে হয়েছে। জামাত-ই-ইসলাম-র প্রধান নেতা গুলাম মহম্মদ সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ঘোষণা করেছেন, তাঁদের দল কোনও সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ বা কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না।

পরবর্তীতে আরও কিছু জঙ্গী গোষ্ঠী কাশ্মীরে গড়ে ওঠে, যারা ভারত সরকারের একতরফা চুক্তিভঙ্গের মতো ভুল রাজনীতির ফসল।

হিজবুল মুজাহিদিন : ১৯৬৬-তে জন্ম। বর্তমানে অন্যতম শক্তিশালী জঙ্গি দল। এদের কর্মক্ষেত্র কাশ্মীর ও আজাদ কাশ্মীরে। অধিকাংশ সদস্য পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। এদের হাতে বিমান বিধ্বংসী মিসাইল আছে বলে দাবি করে। একটি গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন ৬ ঘণ্টার অনুষ্ঠান প্রচার করে। এরা চায় কাশ্মীর ও আজাদ কাশ্মীর এক সঙ্গে মিলে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হোক। পাকিস্তানের হাতে থাকবে শুধু সমগ্র কাশ্মীরের প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও বৈদেশিক বিষয়।

www.amarboi.com

জামাত-উল-মুজাহিদিন : ১৯৯০-তে মূলত হিজবুল মুজাহিদিন গোষ্ঠীর বিক্ষুব্ধ সদস্যদের নিয়ে গঠিত। এই বিভাজনের কারণ সম্ভবত নেতৃত্বের লড়াই।

আল্লাহ টাইগারস : নব্বইয়ের দশকে এরা প্রচারের আলোয় আসে। মৌলবাদী মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত। কাশ্মীরকে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র বানাতে চায়। এরা রাজ্যে মদের দোকান বন্ধ করতে ও মহিলাদের বোরখা পরতে বাধ্য করার আন্দোলনে শামিল।

জম্মু-কাশ্মীর স্টুডেন্ট লিবারেশন ফ্রন্ট : জে. কে. এল. এফ-এর ছাত্র সংগঠন। জে. কে. এল. এফ-এর মতাদর্শ প্রচার করে। কাশ্মীর শাখার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনুমানিক সংখ্যা পঞ্চাশটির মতো। হাতে প্রচুর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আছে। ওদের দাবি অনুসারে এসব সংগ্রহ করেছে আফগানিস্তান, পাকিস্তান এমনকি ভারত থেকে।

ইকওয়াল-উল--মুসলিমিন : জে. কে. এল. এফ-এর ছাত্র সংগঠনের বিক্ষুব্ধ সদস্যদের নিয়ে গড়ে উঠেছে এই সংগঠন। ওরা ভারতীয় সেনাদের দখলদারি বাহিনী মনে করে। কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাদের নানা অত্যাচার কাহিনি ও সাধারণ নির্বাচনের নামে ভারত সরকারের প্রহসনের বিপক্ষে প্রচার চালায়।

দুখতারন-ই-মিলাত : জে. কে. এল. এফ-এ মহিলা সংগঠন। এরা জে. কে. এল. এফ-এর খবরাখবর, নথি ইত্যাদি বহন করার কাজ করে। মহিলা বন্দিদের পাহারা দেওয়া ও দেখাশোনার কাজ করে।

কাশ্মীর অঞ্চলে ১৮টি জঙ্গি সংগঠনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কাশ্মীর সরকার অবহিত রয়েছে। এই জঙ্গি সংগঠনগুলো কাশ্মীরের স্বাধীনতার যুদ্ধকে 'মুক্তিযুদ্ধ' বলে মনে করে। এই মুক্তি পরাধীনতা থেকে মুক্তি। ওরা মনে করে, একটা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার তার প্রাথমিক অপরিহার্য অধিকার (fundamental right)। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যারা অংশ নেয়, তারাই 'মুজাহিদিন' বা 'মুক্তিযোদ্ধা'। কাশ্মীরিরা অবশ্যই একটা স্বতন্ত্র জাতি। স্বতন্ত্র জাতি হিসেবেও ওরা দাবি করে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। শুধু ভারতের কাশ্মীর অঞ্চলে নব্বই দশকের গোড়ায় মুজাহিদিনের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। এটা কাশ্মীর সরকারের তথ্য।

এইসব জঙ্গি সংগঠনগুলোর অনেকেরই কাজকর্ম দুই কাশ্মীরেই প্রসারিত। আজাদ কাশ্মীরের থেকে কাশ্মীরকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখা জঙ্গি সংগঠনের সংখ্যা প্রায় এক ডজন। এরা নিজেদের 'মুজাহিদিন' বা 'মুক্তিযোদ্ধা' বলে পরিচয় দেয়।

জে. কে. এল. এফ এবং হিজবুল মুজাহিদিন গোষ্ঠীর বাইরে কিছু গোষ্ঠী মিলে সর্বোচ্চ কমান্ড কাউন্সিল গঠন করে। উদ্দেশ্য—ভারতের এজেন্টদের আন্দোলনে ঢোকা আটকানো, জঙ্গ বা মুজাহিদিনদের যাচাই করা, নিরপরাধ ব্যক্তিদের হত্যা বন্ধ করা, অপহরণে বাধা দেওয়া, দুর্নাম দেওয়ার জন্য ভারতীয় বাহিনী বা এজেন্টরা নিরপরাধীদের হত্যা করলে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে সত্য জানাতে ব্যাপক প্রচারে নামা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অল-পার্টি হুরিয়ত কনফারেন্স' কাশ্মীরের মুক্তিকামী বিভিন্ন দলের সামাজিক সম্মেলনের নাম। রাজধানী নয়া দিল্লির মালবীয় নগরে এদের একটি বড় মাপের অফিস রয়েছে। দিল্লি কার্যালয় থেকে ওরা বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তাদের নজরে আনে। নয়াদিল্লির ইউ. এন. ও কার্যালয়ের সঙ্গে একইভাবে যোগাযোগ রাখে। হুরিয়ত কনফারেন্স হলো জামাত-ই-ইসলাম-এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

অল-পার্টি হুরিয়ত কনফারেন্স মনে করে—১৯৭১-এর ভারত-পাক যুদ্ধের পর ১৯৭২-এর 'সিমলা চুক্তি' কাশ্মীরবাসীদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও অমানবিকতার নিদর্শন। ভারত ও পাকিস্তানের কোনও অধিকার নেই—একটা জাতির, একটা দেশের ভবিষ্যৎ, সেই দেশকে বাদ দিয়ে নিজেরা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো ঠিক করে দেয়। এর সপক্ষে তাদের যুক্তি—**আজ যদি কোনও ছল-ছুতোয় আমেরিকা ও চিনের মতো দুটো বৃহৎ শক্তি ভারত ও পাকিস্তানকে ভাগাভাগি করে নিজেদের দখলে রাখে, সেটা কি দু-দেশের মানুষ মেনে নেবে? ভারত পাকিস্তান থেকে উঠে আসা যে কোনও সমস্যা চিন-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলবে বলে চুক্তি করলে, তার বিরুদ্ধে ভারত ও পাকিস্তানের দেশপ্রেমিকরা কি জেহাদ ঘোষণা করবে না?**

অল-পার্টি হুরিয়ত কনফারেন্স মনে করে কাশ্মীর ও আজাদ কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে ত্রিপক্ষ বৈঠকই একমাত্র পথ, যেখানে ভারত ও পাক সরকারের পাশাপাশি দুই কাশ্মীরের মানুষকেও আলোচনার টেবিলে ডাকতে হবে। হুরিয়ত কনফারেন্স মনে করে তারাই দুই কাশ্মীরের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী। এবং কাশ্মীরই প্রথম পক্ষ। ভারত ও পাকিস্তান দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষ। প্রথম পক্ষকে বাদ দিয়ে আলোচনা তারা কোনোভাবেই মেনে নেবে না। তারা কাশ্মীরিদের সশস্ত্র সংগ্রাম সমর্থন করে। মনে করে কাশ্মীরকে আজাদ করতে সশস্ত্র সংগ্রামই বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র পথ।

"কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আলোচনায় ভারত-পাক ছাড়া আর কোনও তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি ভারত মেনে নেবে না"—ভারত সরকারে দৃপ্ত ঘোষণা। এই ঘোষণা ভারতীয়দের চোখে ভারত সরকারকে 'জাতীয় নায়ক' করে দিয়েছে। অল পার্টি হুরিয়ত কনফারেন্স মনে করে—এটার মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা বড় রকমের অন্যায় ও মিথ্যাচারিতা। 'তৃতীয় পক্ষ' বলতে ভারত সরকার আমেরিকা বা অন্য কোনও বৃহৎ শক্তি জোটকে বোঝাতে চাইলে তা স্পষ্ট করুক। সেই সঙ্গে নিশ্চিত করুক তৃতীয় জোট বলতে কাশ্মীরকে বোঝাতে চাইছে না। কাশ্মীর নিশ্চয়ই থাকবে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা টেবিলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরে ভারত আশ্চর্য নীরবতা পালন করে চলেছে। কারণ, কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আলোচনায় কাশ্মীরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ভারতের কাম্য নয়।

কাশ্মীরের আমজনতা কী চায়

'পিপলস ইউনয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ', 'দ্য সিটিজেন ফর ডেমোক্রাসি', 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশন' এবং 'মানব একতা অভিযান কমিটি' কাশ্মীরের অবস্থা দেখতে একটি যুক্ত দল পাঠায়। এই মানবাধিকার রক্ষায় অগ্রণী সংস্থাগুলো ভারতের। দলে প্রতিনিধিত্ব করেন ভি. এম. তারাকুণ্ডে, রাজেন্দ্র সরে, অমৃত সিং, বলরাজ পুরি, ইন্দর মোহন, রঞ্জন দ্বিবেদী, এন.ডি. এবং টি. এস. আহুজা। ১৯৯০-এর ২৮ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকার মানুষ ও সংগঠনের সঙ্গে কথা বলে রিপোর্ট তৈরি করেন। **তাঁদের রিপোর্ট অনুসারে, "কাশ্মীরের বেশিরভাগ মানুষ ভারত বা পাকিস্তান কোনওটাতেই থাকতে চায় না। তারা কাশ্মীরকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায়।"**

একের পর এক ভুলের পাহাড়

১৯৫৪-তে ভারত সরকার 'কাশ্মীর-ভারত চুক্তি'-র বিলোপ ঘটালো একতরফাভাবে।

চুক্তিমতো ভারত সরকার কাশ্মীরের তিনটি মাত্র বিষয় দেখভালের দায়িত্ব পেয়েছিল। বিষয় তিনটি ছিল প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও বৈদেশিক বিষয়। ১৯৫৪ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি জম্মু-কাশ্মীরের উপর প্রযোজ্য একটি সাংবিধানিক নির্দেশ বা constitutional order জারি করেন। ওই নির্দেশ অনুসারে জম্মু-কাশ্মীরের প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও বৈদেশিক বিষয়ের বাইরেও যে কোনও বিষয় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ভারত সরকারকে দেওয়া হয়।

এই সাংবিধানিক নির্দেশকে বৈধতা দিতে কাশ্মীর সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। কাশ্মীরের বক্সী গুলাম মহম্মদ সরকার কৃতজ্ঞচিত্তে অনুমোদন করল। ফলে 'কাশ্মীর-ভারত' চুক্তির অবসান ঘটল। অবসান ঘটল নেহরু-আবদুল্লা দিল্লি চুক্তির (১৯৫২)। নেহেরু-আবদুল্লা চুক্তিতেও বলা হয়েছিল—উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের বাইরে যাবতীয় ক্ষমতা জম্মু-কাশ্মীর সরকারের হাতে থাকবে। চুক্তি বাতিল হওয়ার ফলে কাশ্মীর রাতারাতি তার স্বায়ত্তশাসনের সব অধিকার হারিয়ে হ'য়ে গেল ভারতের একটি রাজ্য।

ভারত সরকারের এই পদক্ষেপকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে চিহ্নিত করে তীব্র প্রতিবাদ করলেন শেখ আবদুল্লার ঘনিষ্ঠ সহযোগী মির্জা আফজল বেগ। শেখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার করার পর মির্জা একটি ফ্রন্ট বা মঞ্চ গঠন করে কাশ্মীরে গণভোটের পক্ষে আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন। মঞ্চটির নাম—'গণভোট মঞ্চ' (Plebiscite Front)। ১৯৫৫ সালে ৯ আগস্ট মির্জাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নতুন সংবিধান অনুসারে কাশ্মীরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল ১৯৫৭ সালে। বক্সী গুলাম মহম্মদের নেতৃত্বে ন্যাশনাল কনফারেন্স সন্ত্রাস চালিয়ে নির্বাচন জিতল। এই সন্ত্রাসের খবর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলো প্রচার করল। ৭৫টি আসনের মধ্যে ৭০টি বক্সীর দল দখল করল। এই ৭০টির মধ্যে ৩৪টি আসনই তারা দখল নিল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো এই নির্বাচনকে প্রহসন বলে তীব্র ভাষায় নানা নিন্দা-মন্দ করে।

১৯৬৩-র ১১ অক্টোবর বক্সীকে বরখাস্ত করা হলো দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অপরাধে। ভারতরক্ষা আইনে বক্সী গ্রেপ্তারও হলেন। বক্সীর জায়গায় আনা হলো বক্সীর অনুগত খাজা শামসুদ্দিনকে। তিনিও দিল্লির পরিপূর্ণ বিশ্বাস অর্জন না করতে পারায় বরখাস্ত হলেন।

১৯৬৪-র ১ মার্চ গুলাম মহম্মদ সাদিককে জম্মু-কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী করা হলো। এইসব প্রধানমন্ত্রীদের বিদায় ও পদপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে জম্মু-কাশ্মীর সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামত দেওয়ার কোনও অধিকার ছিল না। পরিবর্তনগুলো চাপিয়ে দিত দিল্লি সরকার।

AMARBOI.COM

১৯৬৪-র ৮ এপ্রিল শেখ আবদুল্লা মুক্তি পেলেন। টানা এগারো বছর কারাজীবন কাটিয়ে ফিরে এসেই কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের একতরফা বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করতে ২৯ এপ্রিল শেখ দেখা করলেন নেহরুর সঙ্গে। কোনও ফল লাভের আশা হয় তো করেছিলেন শেখ আবদুল্লা। কিন্তু '৬৪-র ২৭মে নেহরু মারা গেলেন।

লালবাহাদুরের আমল

নেহরু'র পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। তখন কাশ্মীরে 'সদর-ই রিয়াসত' করণ সিং। তাঁর আমলে ভারত সরকার একের পর এক সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৬৪-র ডিসেম্বরের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরকে পুরোপুরিভাবে ভারতের একটা প্রদেশে পরিণত করল। রাজ্যের সদর-ই-রিয়াসতের পরিবর্তে পদটির নাম হল রাজ্যপাল বা Governor। রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী পদের নাম হলো মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের সদর-ই-রিয়াসত নির্বাচিত হতেন জম্মু-কাশ্মীরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। সেই ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হলো। রাজ্যপাল মনোনীত করার দায়িত্ব নিয়ে নিল ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। এর পরেও

লালবাহাদুর শাস্ত্রী

জম্মু-কাশ্মীরে আমজনতা জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতেরই একটি প্রদেশ বলে মেনে নিতে পারল না। তাদের চোখে ভারত হয়ে উঠল একটা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বাসঘাতক দেশ, আর লালবাহাদুর একজন 'বেইমান'।

লালবাহাদুর সরকার আর একটা ভয়ংকর ভুল করে বসল ভারত সরকার। ভারতীয় সংবিধানের ২৪৯ ধারা কাশ্মীরে প্রয়োগ করা হল। ২৪৯ ধারা মতে কেবলমাত্র রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলোতেও কেন্দ্র আইন প্রণয়নের অধিকার অর্জন করল। অর্থাৎ যে সব বিষয়ে শুধুমাত্র রাজ্যই আইন প্রণয়নের অধিকারী, সেই সব বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার কাশ্মীরের হাত থেকে কেড়ে নিল কেন্দ্র। কাশ্মীর হয়ে পড়ল রাজ্যেরও অধম। এই সময় কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী সাদিক।

গুলাম মহম্মদ সাদিক সংক্ষেপে সাদিক মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ১৯৬৫-১৯৭১ পর্যন্ত। তিনি ছিলেন ভারত সরকারের হাতের পুতুল।

কেন্দ্রীয় সরকারগুলোর আর একটা বড় ভুল হল, কাশ্মীরবাসীদের নির্বাচনের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আপন করে নেওয়ার চেষ্টা না করে নির্বাচনের নামে প্রহসন করা। শেখ আবদুল্লার গ্রেপ্তারের পর প্রতিটি নির্বাচনেই সন্ত্রাস ও জালিয়াতির চূড়ান্ত হয়। দিল্লি বার বার বুঝিয়ে দেয়, কাশ্মীরবাসীদের তারা বিশ্বাস করে না। তাই ভোটের অধিকার কাশ্মীরবাসীদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে নিজেদের হাতেই রেখেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ১৯৭৭-এর নির্বাচন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালবাহাদুরের আমলের ভারত সরকারের সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাশ্মীরকে দখল করার নীতির বিরুদ্ধে জম্মু-কাশ্মীরের মানুষ এতটাই ক্ষোভ ও ঘৃণা পোষণ করল যে, তারা জম্মু-কাশ্মীরের কংগ্রেসকর্মী ও কংগ্রেস নেতাদের সামাজিক বয়কট করল। এই বয়কট করার আবেদন রাখেন শেখ আবদুল্লা। তাঁর আবেদনে অভূতপূর্ব সাড়া পড়েছিল। কংগ্রেসকর্মী ও নেতাদের পাশাপাশি কংগ্রেস সমর্থকদের বাড়ি যাওয়া ও তাদের সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া বন্ধ করলেন কাশ্মীরিরা (*The challenge in Kashmir* by Sumantra Bose পৃষ্ঠা ৩৫)।

১৯৬৫-র ৫ ফেব্রুয়ারিতে বেগম আবদুল্লা ও মহম্মদ আফজল বেগকে সঙ্গে নিয়ে শেখ আবদুল্লা ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়া ভ্রমণে যান। আলজিয়ার্সে ভ্রমণের সময় শেখের সঙ্গে চিনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইয়ের সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎ ভারত সরকারকে এতই ক্ষুব্ধ করে যে, ভারত সরকার আলজিয়ার্স দূতাবাস মারফত শেখকে ভ্রমণ বাতিল করে ভারতে ফিরতে চাপ দেয়। ৮ এপ্রিল দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে শেখ ও আফজলকে ভারত সরকার গ্রেপ্তার করে। এই গ্রেপ্তারের ফলে কাশ্মীরিরা তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

ইন্দিরা জমানা

১৯৬৫-তে ভারত-পাক যুদ্ধ। এই সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। '৬৬-র গোড়ায় তাঁর মৃত্যু। প্রধানমন্ত্রী হলেন ইন্দিরা গান্ধি। কাশ্মীর প্রসঙ্গে শ্রীমতী গান্ধির নীতি ছিল নেহরুর মতো। **কাশ্মীরিদের ক্ষুব্ধতা ও আন্দোলন দমনে সেনাবাহিনীর সন্ত্রাস শুরু হয় তাঁরই আমলে।**

ইন্দিরা গান্ধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এইসময় জয়প্রকাশ নারায়ণ ছিলেন ব্যতিক্রমী চিন্তার মানুষ। তিনি কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সমর্থক ও ভারতের দমন নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন।

১৯৬৬-তে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধিকে একটি চিঠি লিখে জয়প্রকাশ নারায়ণ জানান, "আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি, কিন্তু কাজের বেলায় শক্তি প্রয়োগ করে কাশ্মীরকে শাসনে রাখি। আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলি, কিন্তু কাজের বেলায় কাশ্মীরে হিন্দু নিপীড়নের খবর আমাদের নীতিকে পাল্টে দেয়। পাকিস্তান কাশ্মীরের দখল নিতে চায়, এটা কিন্তু সমস্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু নয়। আসল সমস্যা রয়ে গেছে ভারতের অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপগুলোর বিরুদ্ধে কাশ্মীরিদের সুগভীর ও ব্যাপক অসন্তোষ ও ক্ষোভের মধ্যে।"

(*India–The Seige within* by M. J. Akbar পৃষ্ঠা ২৬৭)।

১৯৫০-এর গোড়ায় কাশ্মীর প্রসঙ্গে পার্টির নীতি ছিল নেহেরু-পন্থার অনুসারী। ১৯৬৪তে কমিউনিস্ট পার্টি দু-ভাগ হলো। '৬৫তে সি. পি. আই. (এম.) নেতা নামবুদিরিপাদ বললেন—যদিও ভারতের কাশ্মীরি রাজনীতিতে কাশ্মীরিদের স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিফলন রোধ করা হয়েছে, তবুও এই অবস্থায় কাশ্মীর উপত্যকায় সরকারের স্থিতাবস্থা বজায় রাখাটাই সমর্থনযোগ্য (*People Democracy, November, 1965*)। **অর্থাৎ সি. পি. আই এবং সি. পি. আই (এম) ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতিকেই সমর্থন করল।**

শ্রীমতী গান্ধির চেষ্টায় কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী গোলাম মহম্মদ সাদিক সদলবলে ন্যাশনাল ফ্রন্ট ত্যাগ করে কংগ্রেস দলে যোগ দিলেন। '৬৭-র নির্বাচনে তিনি কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে কাশ্মীরিদের ভোট দেওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে না দিয়ে ব্যাপক কারচুপি ও গুণ্ডামি করে নির্বাচন নিয়ে প্রহসন করলো ইন্দিরা ও সাদিকের যৌথ উদ্যোগ।

১৯৭৫-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি বৃদ্ধ শেখ আবদুল্লাকে মুক্তি দেয় ভারত সরকার।

কাশ্মীরকে ছলে বলে কৌশলে ভারতভুক্ত করার ব্যাপারটা শেখ আবদুল্লা মেনে নেননি, বরং বারবার রুখে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন গণআন্দোলন গড়ে তুলতে। ফলে ভারত সরকার শেখ আবদুল্লার গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে বার বার। গণতান্ত্রিক রীতিকে বার বার এভাবে লঙ্ঘনের দুঃসাহস দেখানোর পরেও ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কোনও রাজনৈতিক দল সংসদে ঝড় তুলতে এগিয়ে আসেনি।

১৯৭৫ সাল। বৃদ্ধ শেখ আবদুল্লা শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী গান্ধির চাপের কাছে নতিস্বীকার করলেন। কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি ত্যাগ করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্দিরা-আবদুল্লা চুক্তি হলো। বিনিময় আবদুল্লা মুক্তি কিনলেন। কাশ্মীরিরা আবদুল্লার এই আপোষমুখী চুক্তিতে ক্ষুব্ধ হলেন। আবদুল্লার সহযোগী ও সচিব আবদুল কায়েমের কথায়, "১৯৭৫-এর ইন্দিরা-আবদুল্লা চুক্তিতে কাশ্মীর উপত্যকার মানুষরা অপমানিত বোধ করেছিলেন। এই চুক্তির বিরুদ্ধে তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ হিসেবে রাজ্য জুড়ে ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। এর সঙ্গে শেখ আবদুল্লার ভাবমূর্তি জড়িত ছিল, তাই আমরা বহু চেষ্টায় ধর্মঘট এড়াতে পেরেছিলাম" (*The Challenge in Kasmir* by Sumantra Bose পৃষ্ঠা ৫২-৫৩)। আবদুল্লার উপর কাশ্মীরিদের একটা আলাদা টান, আলাদা নস্টালজিয়া ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট এড়ানো গিয়েছিল।

এই চুক্তির পর অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল—শেখ আবদুল্লা সদলবলে কংগ্রেসে যোগ দেবেন। কিন্তু আবদ্দুল্লা তা করেননি, সম্ভবত চুক্তির বিরুদ্ধে কাশ্মীরিদের তীব্র ক্ষোভ দেখে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আবদুল্লা কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেননি।' ৭৫-এর জুলাই মাসে শেখ আবদুল্লা পুরনো ন্যাশনাল ফ্রন্টের নতুন জীবন দিলেন।

১৯৭৫ সালে নির্বাচন জিতে শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হলেন।

দেশাই-য়ের জমানা

১৯৭৫-এর জুনে শ্রীমতী গান্ধি নিজের গদি রাখতে জরুরী অবস্থা জারি করলেন। সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক কাজ-কর্ম ও দাবি-দাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা

মোরারজী দেশাই

জারি হলো। পত্র-পত্রিকার কণ্ঠ রুদ্ধ করা হলো। '৭৭-এ সাধারণ নির্বাচন হলো। সমস্ত রকম চেষ্টা চালিয়েও ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস হারল। নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধানমন্ত্রী হলেন মোরারজী দেশাই। দেশাইয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বে ১৯৭৭-এর ৩০ জুন কাশ্মীরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এই প্রথম জম্মু-কাশ্মীর উপত্যকার মানুষ একটা মোটামুটি অবাধ নির্বাচনের স্বাদ পেল। আবদুল্লার নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল কনফারেন্স বিধানসভার ৭৫টি আসনের মধ্যে ৪৭টি আসনে জয়লাভ করল। দ্বিতীয়বার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হলেন শেখ আবদুল্লা।

ফের ইন্দিরা জমানা

১৯৮২-তে শেখ আবদুল্লার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ফারুক আবদুল্লা ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতৃত্বের ভার নিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হলেন ফারুক। ভারতের বিভিন্ন জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বাড়াতে সচেষ্ট হলেন। ফলে শ্রীমতী গান্ধি ফারুকের উপর ক্রুদ্ধ হলেন। ফারুকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো, তিনি জম্মু-কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্রপন্থীদের মদত দিচ্ছেন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন।

’৮৪-তে শ্রীমতী গান্ধি ন্যাশনাল ফ্রন্টে ভাঙন ধরাতে সমর্থ হলেন। শেখ আবদুল্লার জামাতা গুল মহম্মদ শাহ’র নেতৃত্বে ১৩ জন বিধায়ক ফ্রন্ট ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁদের সমর্থন করলেন কংগ্রেস (আই) দলের ২৬ জন বিধায়ক। জম্মু-কাশ্মীরের সেই সময়কার রাজ্যপাল বি. কে. নেহরুকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধি নির্দেশ পাঠালেন ফারুক আবদুল্লার সরকারকে ফেলে দেবার। বি. কে. নেহরু রাজি হলেন না। শ্রীমতী গান্ধির নির্দেশমত বি. কে. নেহরুকে রাজ্যপাল পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে আনা হয় জগমোহন মালব্যকে।

জরুরি অবস্থায় জগমোহন দিল্লির মুসলিম বস্তিগুলো বুলডজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন। জগমোহন রাজ্যপাল হয়েই ’৮৪-র জুলাইয়ে ফারুক সরকার ফেলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী হলেন গুল মহম্মদ শাহ।

কাশ্মীরীরা এই ঘটনাকেও কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাচারিতা বলেই ধরে নিল। গুল মহম্মহ শাহ বা কংগ্রেস (আই) কারোরই কাশ্মীরিদের উপর কোনও প্রভাব ছিল না। তারই সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হলো শাহ মন্ত্রিসভার প্রথম ৯০ দিনের মধ্যে ৭২ দিনই কার্ফু জারি করতে হয়েছিল জনতার ক্ষোভকে সামাল দিতে।

রাজীব আমল

’৮৪-র ৩০ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধি নিহত হলেন। ’৮৪-র ডিসেম্বরে রাজীব গান্ধি প্রধানমন্ত্রী হলেন। ’৮৬-র মার্চে রাজ্যপাল জগমোহন রাজীবের কথামতো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে গুল মহম্মদ শাহ সরকারকে ফেলে দিলেন। শুরু হল রাষ্ট্রপতির শাসন।

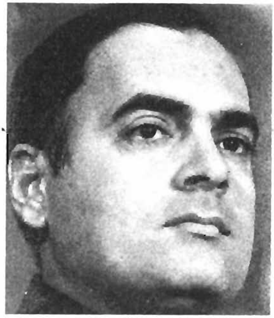

রাজীব গান্ধি

১৯৮৬-র গোড়ায় ফারুক আবদুল্লা কংগ্রেস (আই) দলের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তুললেন। পুরস্কার হিসেবে রাজীব গান্ধি '৮৬-র নভেম্বরে রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটিয়ে আবদুল্লাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসালেন। রাজ্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিল '৮৭-র মার্চে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন হবে। কংগ্রেস দলের সঙ্গে ফারুকের আঁতাত কাশ্মীরিরা আদৌ ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। ফারুক বোঝালেন—পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করাই রাজ্যের স্বার্থে প্রয়োজনীয়।

কাশ্মীরিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যারা কেড়ে নিয়েছে, তাদের সঙ্গে ফারুকের হাত মেলানোটা রাজ্যের মানুষ আদৌ ভালভাবে গ্রহণ করলেন না। বরং ফারুকের বিরুদ্ধে কাশ্মীরিদের মনে সঞ্চারিত হল ক্ষোভ ও ঘৃণা।

'৮৭-র নির্বাচনে কংগ্রেস ও ন্যাশনাল ফ্রন্ট ঐক্যবদ্ধভাবে নামল। ফারুকের বিশ্বাসঘাতকতার জবাব দিতে ক্ষুব্ধ কাশ্মীরিরা 'মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্ট' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলল। কংগ্রেস ও ন্যাশনাল ফ্রন্টকে পরাজিত করে উচিত শিক্ষা দিতে প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ফ্রন্ট বা মোর্চা গড়ে ওঠে।

১৯৮৭ সালের ২৩ মার্চ জম্মু-কাশ্মীরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এই নির্বাচনে মূল লড়াই ছিল কংগ্রেস ও ন্যাশনাল ফ্রন্টের আঁতাতের বিরুদ্ধে মুসলিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউনাইটেড ফ্রন্টের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজীব-ফারুক যা করলেন তাতে ইন্দিরার জমানার রিগিং, বুথ জ্যামও হাতির পাশে ইঁদুর হয়ে গেল। ভারতীয় সেনাবাহিনী কংগ্রেসের ভাড়াটে বাহিনীর ভূমিকায় নামল। রাজ্য পুলিশ নামল গণতন্ত্র লুটেরার ভূমিকায়। ফলে জম্মু-কাশ্মীরের ইতিহাসে নির্বাচনের নামে সবচেয়ে বড় প্রহসন সংগঠিত হল। প্রতিটি কেন্দ্রে সব ভোটপত্রে নিজ প্রার্থীদের চিহ্নে ছাপ মেরে ভোট বাক্সে ফেলে ভোটের কাজ শেষ করল সেনা-পুলিশ-প্রশাসন।

এমন ভয়ংকর ভোটের খবর নিয়ে *India Today*, 15 April 1987 সংখ্যায় ছবি সমেত দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হল। '৮৭-র সাধারণ নির্বাচন কাশ্মীরীদের আরও বেশি করে ভারত-বিরোধী করে তুলল।

শুরু হল 'খুন কা বদলা খুন'-এর রাজনীতি, জঙ্গি রাজনীতি। ফারুকও তাঁর দমন নীতিকে তীব্র করলেন। এই সময় ফারুক হয়ে উঠেছিলেন স্বৈরাচারী, খামখেয়ালি, দাম্ভিক এক মানুষ। তিনি এক দিকে বিদেশ ভ্রমণ, গল্ফ খেলা ইত্যাদিতে মেতে রইলেন, আর এক দিকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে করলেন লাগামছাড়া। এই সময় পত্র-পত্রিকায় তাঁর দেওয়া সাক্ষাৎকারগুলোও ছিল অদ্ভুত রকমের। *Kashmir Times* ও *The Hinsustan Time* পত্রিকায় প্রকাশিত' ৮৮-র এপ্রিল-মে মাসে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে ফারুকের কথাগুলো ছিল এই ধরনের, "আমি লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুশিমত জেলে বন্দি করে রাখতে পারি, কারণ আমার পিছনে এখন ভারত সরকারের মদত রয়েছে।" "আমি রাজনৈতিক বিরোধীদের পিটিয়ে খোঁড়া করে দিতে পারি।" "আমার বিরোধিতা করছে; বড় তেল হয়েছে। গ্রেপ্তার করে দিল্লি পাঠিয়ে দেব। ওখানকার গরমে ব্যাটাদের তেল গলে যাবে।"

AMARBOI.COM

১৯৮৯-এর ২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতান্ত্রিক দিবস কাশ্মীরিরা পালন করল একটা সর্বাত্মক বন্‌ধ-এর মধ্য দিয়ে।

দিল্লি-ভজা হতে গিয়ে ফারুক জম্মু কাশ্মীরের জনগণের থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, রাজ্য পুলিশের উপরও আস্থা রাখতে পারেননি। তিনি সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের উপর বেশি পরিমাণে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন।

ভি. পি. সিং-এর ন্যাশনাল ফ্রন্ট জমানা

১৯৮৯-এ ভারতের লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। কংগ্রেস হারল। রাজীবের জায়গায় প্রধানমন্ত্রী পদে এলেন জনতা দলনেতা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং। প্রধানমন্ত্রী বদল হলেন, কিন্তু কাশ্মীর নিয়ে ভারত সরকারের নীতি বদলাল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

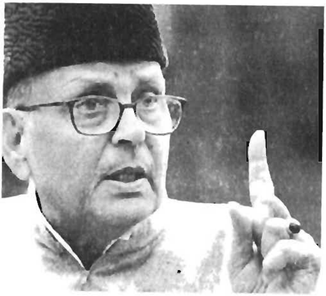

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং

'কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ' এই মিথ্যে প্রচার এক নাগাড়ে বছরের পর বছর চালাতে চালাতে ভারতীয়দের কাছে মিথ্যেটাই কখন যেন সত্যি হয়ে গেছে। এই অবস্থায় কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বললে, গদিতে টান পড়বে—এই সত্যিটুকু বুঝে নিয়েছিল ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টিকে থাকতে চাওয়া ব্যক্তিত্ব ও দলগুলো।

১৯৮৯-এর ৬ ডিসেম্বর কাশ্মীরের জঙ্গীরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সৈয়দ-এর মেয়ে রুবিয়া সৈয়দকে পণবন্দি করেন। শেষ পর্যন্ত বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং পাঁচজন কাশ্মীরি জঙ্গিকে মুক্তির বিনিময়ে রুবিয়াকে মুক্ত করেন। এর এক মাসের মধ্যেই ভি. পি. সিং কাশ্মীরি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে কড়া লোক জগমোহনকে আবার কাশ্মীরের রাজ্যপাল করে পাঠান। এই সময় জগমোহন কংগ্রেস শিবির ছেড়ে বি. জে. পি. শিবিরের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। ভি. পি. সিং-এর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট সরকারের শরিক ছিল বি. জে. পি। অবশ্য এই সরকার একই সঙ্গে সি. পি. আই (এম). ও সি. পি. আই-এর সমর্থনপুষ্ট ছিল। আর ফারুক সরকারের আঁতাত ছিল কংগ্রেসের সঙ্গে। ফলে জগমোহনকে পাঠিয়ে ফারুক সরকারকে একটু কোণঠাসা করে রাখার একটা ইচ্ছাও যে কাজ করতে পারে, এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে।

রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও পরামর্শ না করে কেন্দ্রের এই রাজ্যপাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়োগের প্রতিবাদে ফারুক মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিলেন। রাষ্ট্রপতি শাসন আগত বুঝেই ফারুক পদত্যাগ করে বিপ্লবী সাজতে চাইলেন।

১৯৯০-এর ১৯ জানুয়ারি থেকে ২৪ মে পর্যন্ত চার মাস জগমোহন ছিলেন কাশ্মীরের সর্বময় কর্তা, এই চার মাসে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, গণহত্যা, লুণ্ঠনকে বৈধতা দিলেন জগমোহন। কাশ্মীরিরা সুদীর্ঘ বছর ধরে ভারত সরকারের কাছ থেকে পেয়েছে শুধুই চুক্তিভঙ্গ, প্রতারণা, বঞ্চনা ও অত্যাচার। ভি. পি. সিং নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট আসায় অনেকে প্রত্যাশা করেছিলেন, কংগ্রেস জমানার অবসানের পর এই সরকার কিছুটা প্রগতিশীল ভূমিকা নেবে, কাশ্মীরিদের ক্ষোভকে রাজনৈতিকভাবে মেটাবার চেষ্টা করবে। সে আশাতে জল ঢেলে দিয়ে ভি. পি. সিং সরকার কাশ্মীরের দমন নীতির রেকর্ড গড়ল। ফল—কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরবাসীদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। '৯০-এর দশক জঙ্গি আন্দোলনের দশক হিসাবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ন্যাশনাল ফ্রন্টের 'কৃতিত্ব' অনস্বীকার্য।

১৯৯০-এর ১ মার্চ যুক্তিবাদী দিবসটিকেই 'মুক্তিকামী দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয় কাশ্মীরের মুক্তিকামী মানুষ।

AMARBOI.COM

তাদের দাবি ছিল ১৯৪৮-এর ১০ ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকারের সনদে (Human Rights Chartar) গৃহীত জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গণভোটের মাধ্যমে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেদের নির্ধারণ করার অধিকার কাশ্মীরবাসীদের দিতে হবে। এই দাবির পক্ষে শ্রীনগর শহরের মানুষ ঢল নামে। শহরের অন্তত তিনটি এলাকায়—জাকুরা, শালিমার এবং তেঙ্গপুর-বেমিনা ঘুরপথে ভারতীয় জোয়ান ও আধা-সামারিকবাহিনী মিছিলের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে বহু মানুষকে হত্যা করে। মিছিলে যোগ দেওয়ার পর যাঁরা বাসে বাড়ি ফিরছিলেন, বাস থেকে নামিয়ে তাঁদের উপর বেপরোয়া গুলি চালায়। ভারতীয় সেনা ও আধা-সেনাবাহিনীকে এমন পাগলামো থেকে বিরত করতে কাশ্মীরী পুলিশ চেষ্টা করলে, সেনা ও আধাসেনারা পুলিশের উপরও আক্রমণ চালায়। শ্রীনগরের পুলিশ সুপার এস. এ, চৌধুরী ১ মার্চ জাকুরা থানায় ভারতীয় সেনা ও আধা-সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি এফ. আই. আর. করেন। ওই এফ. আই. আর-এ বলা হয়, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর সামরিক ও আধাসামরিকবাহিনী নির্বিচারে গুলি চালিয়ে প্রচুর মানুষকে হত্যা করেছে (*Commiteee for*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Initiative on Kashmir : India's Kashmir War, March, 1990, Secular Crown of Fire, পৃষ্ঠা-২৩১)

বিচ্ছিন্ন কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরবাসীদের বাগে রাখতে দমননীতি বাড়াতে লাগল। প্রতিক্রিয়া হিসেবে কাশ্মীরের মানুষ বেশি বেশি করে জঙ্গি আন্দোলনের দিকে ঝুঁকল। জঙ্গিদের প্রতি জনসমর্থনের একটা বাতাবরণ তৈরি হল। এ-সবই ভারত সরকারের ভুলের পরিণতি। নব্বইয়ের দশক কাশ্মীরের 'জঙ্গি আন্দোলনের দশক' হিসেবে চিহ্নিত হল।

১৯৯০ সালের মে মাসে কাশ্মীরিদের জগমোহনের প্রতি তীব্র ঘৃণা লক্ষ্য করে জগমোহনকে রাজ্যপাল পদ থেকে সরিয়ে দিতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়। কিন্তু তারপরও তাঁর সরকার আগেকার কাশ্মীর নীতি মেনেই চলতে লাগল।

নরসিম্হা জমানা : রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও মানবাধিকার লঙ্ঘন

১৯৯০-এর শেষভাগে বি. জে. পি ন্যাশনাল ফ্রন্ট সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ভি. পি. সিং সরকারের পতন হল। কংগ্রেস

পি. ভি. নরসিম্হা রাও

সমর্থন নিয়ে কয়েক মাসের প্রধানমন্ত্রী হলেন চন্দ্রশেখর। '৯১-এর এপ্রিল কংগ্রেস সমর্থন তুলে নিতেই চন্দ্রশেখর সরকারের পতন ঘটল। মে-জুন মাসে লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন হল। সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও পি. ভি. নরসিম্হা রাওয়ের নেতৃত্বে বৃহত্তর দল কংগ্রেস আবার কেন্দ্রে সরকার গড়ল। নরসিম্হা সরকারের (১৯৯১-৯৬) সময় কাশ্মীরের ভারতীয় সেনার 'উগ্রপন্থী দমন' করতে সন্ত্রাসকে আরও তীব্রতর করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদয়নাথ ওয়াংচু কাশ্মীরী পণ্ডিত। তিনি অ-মুসলিম ধর্মের মানুষ হয়েও মনে করতেন—কাশ্মীরিদের ন্যায্য আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক দাবি হিসেবে চিহ্নিত করেছে 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারত সরকার। ফলে ভারতের সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর উগ্র সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। **হৃদয়নাথ উপত্যকার মানবাধিকার রক্ষাকে জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস করে নিয়েছিলেন। পুলিশ ও সামরিক হেফাজতে মৃত্যু এবং গ্রেপ্তারের পর 'উধাও' হয়ে যাওয়া ঘটনার প্রেক্ষিতে হৃদয়নাথ জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্টে একের পর এক 'রিট পিটিশন' করেন। বার বার হুমকি এসেছে। তবু তাঁকে থামানো যায়নি। '৯২-এর নভেম্বরে তিনি হেফাজতে মৃত্যু ও 'উধাও' ব্যক্তিদের একটি তালিকা তৈরি করেন। রাষ্ট্রীয় ক্রুদ্ধতার পরিণতিতে '৯২-এর ৫ ডিসেম্বর শ্রীনগর শহরে তাঁকে অটো রিকশা থেকে নামিয়ে দিন-দুপুরে গুলি করে হত্যা করা হয়।** হৃদয়নাথের হত্যার তদন্তে নামে উপত্যকার বিভিন্ন নাগরিক অধিকার রক্ষা সংগঠন। তাদের রিপোর্ট অনুসারে—হৃদয়নাথ ওয়াংচু হত্যার পেছনে বি. এস. এফ. জওয়ানদের হাত ছিল (*Kashmir Towards Insurgency* by Balraj Puri, পৃষ্ঠা ৭৫)

ডাঃ ফারুক আহমেদ আশাই ছিলেন বারামুল্লার অস্থিবিদ্যার শল্য চিকিৎসক এবং শ্রীনগর মেডিকেল কলেজের অস্থিবিদ্যার বিভাগীয় প্রধান। তাঁর কাছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে আহত যে সব মানুষ চিকিৎসার জন্য আসতেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে, তাঁদের নাম-ঠিকানা ও অত্যাচারের ধরনগুলো লিপিবদ্ধ করতেন। খবরটি ভারতীয় ফৌজের গোয়েন্দারা জানতে পারেন। ফৌজরা হত্যার হুমকি দিল। ডাঃ আশাই তাতে একটুও দমে না গিয়ে নিজের তথ্য সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। **'৯৩-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি ডা. আশাই-এর গাড়ি গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিল সি. আর. পি. এফ. জওয়ানরা। আশাই মানবাধিকারের পক্ষে কাজ করার মাশুল গুনলেন শহিদ হয়ে** (*Voice of Vangurd*, July-September'93)।

১৯৯৪-তে জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্টে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন কাশ্মীর জুরিস্ট কমিশনের চেয়ারম্যান জলিল আন্দ্রাবি। জলিল আন্দ্রাবি একজন বিশিষ্ট মানবাধিকার আন্দোলনের নেতাও। গ্রেপ্তারের পর যাঁরা 'উধাও' হয়ে গেছেন, তাদের হয়ে একটা 'রিট পিটিশন' (নম্বর ৮৫০/৯৪) দাখিল করে দাবি করলেন, গত চার বছরে যাঁদের বিনা বিচারের আটক রাখা হয়েছে, তাঁদের ঠিকানাসহ নামের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। জানাতে হবে তাঁদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ।

১৯৯৪-এর ১৭ অক্টোবর এই মামলায় রায় দিতে গিয়ে **জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এস. এম রিসভি বলেন, "পুলিশ বিভাগ ও**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসকগোষ্ঠী এই উপত্যকায় আইনের শাসন ধ্বংস করছে। যে সমস্ত বে-আইনি কাজ ওরা করে চলেছে তাতে সন্ত্রাসবাদী থেকে কুখ্যাত অপরাধীরা পর্যন্ত লজ্জা পাবে। বহু আটক ব্যক্তিদের কোনও হদিশই পাওয়া যাচ্ছে না। এক কথায় বলা যায়—আইন-শৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। আমি একথা বলতে এতটুকু লজ্জিত নই যে, তথাকথিত আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান আদালতগুলোকে এবং এই আদালতকে (হাইকোর্টকে) অসহায় করে তুলেছে। হাজার হাজার নির্দেশ আদালত দিয়েছে। সরকার এই আদালতের নির্দেশ মান্য করার কোনও প্রয়োজন বোধ করেনি।"

এস. এম. রিসভি ওই মামলার প্রেক্ষিতে আরও নির্দেশ দেন—প্রত্যেক জেলার জজ, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার ও প্রধান মেডিকেল অফিসারকে নিয়ে একটি করে জেলা কমিটি হবে, এবং এই কমিটিকে এক সপ্তাহের মধ্যে বিনা বিচারের আটক বন্দিদের বিষয়ে একটা পুরো রিপোর্ট হাইকোর্টে পেশ করতে হবে। এ বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতার জন্য রিসভি জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যসচিব ও ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশকে নির্দেশ দেন। ওই নির্দেশ কোনও দিনই বাস্তবায়িত হয়নি। বরং এস. এম. রিসভিকে কর্নাটকে বদলি করে কেন্দ্রীয় সরকার। রিসভি এর প্রতিবাদ করলে এই নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁকে হাইকোর্টের জম্মু বেঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়া হয় *(Blood in the valley-A report to the people of India on Kashmir by the joint fact finding commitee of organisations for democratic rights and civil liberties,* পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫)।

www.amarboi.com

১৯৯৫-এ আন্দ্রাবি বিনা বিচারে আটক ও গ্রেপ্তারের পর 'উধাও'-দের পক্ষে জম্মু কাশ্মীর হাইকোর্টে আবার একটি মামলা করেন। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে স্থির করেন, জেনেভায় যাবেন। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনে তুলবেন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার কাশ্মীরিদের অধিকারের প্রশ্ন।

জেনেভায়' যাওয়া হয়নি আন্দ্রাবির। '৯৫-এর ৮ মার্চ তিনি ভারতীয় ফৌজের হাতে গ্রেপ্তার হন। উনিশ দিন পর ২৭ মার্চ তাঁর লাশ পাওয়া যায় ঝিলাম নদীতে। তখনও বন্দি। হাত-পা বাঁধা। শরীরে রয়েছে কয়েকটি বুলেট।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার সন্ত্রাস বিভাগের হাই কমিশনার, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষা সচেতন সংগঠনগুলো আন্দ্রাবি হত্যার ঘটনাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে। দাবি রাখে এই বিষয়ে ভারত সরকার একটি নিরপেক্ষ তদন্ত করুক।

ভারত সরকার যদিও জাতিপুঞ্জের সদস্য, কিন্তু মানবাধিকার রক্ষায় সচেতন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও ব্যক্তি বা সংগঠন প্রতিনিধি নিয়ে আন্দ্রাবি হত্যা বিষয়ে কোনও তদন্ত করায় হাত দেয়নি। আজ পর্যন্ত এ-বিষয়ে কোনোরকম তদন্তই হয়নি।

১৯৯২ জানুয়ারি থেকে '৯৩-এর মার্চ পর্যন্ত চোদ্দো মাসে কাশ্মীরের মতো ছোট্ট জনবসতির উপত্যকায় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত বা 'উধাও' হয়েছে তিনশ'র উপর কাশ্মীরি *(Voice of Vanguard,* July-September, 1993)।

১৯৯৬-এর ২৩ মে সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিতে না চাওয়া কাশ্মীরিদের উপর চরম অত্যাচার চালায় সামরিক বাহিনী ও সরকারি মদতপুষ্ট সিরাজী কোকার নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র জঙ্গিরা। এদের হাতে নির্যাতিত হন সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকরা।

সেদিন সন্ধ্যায় সাংবাদিকরা জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যসচিব অশোক কুমারকে রাষ্ট্রীয় সেনা ও রাষ্ট্রের মদপুষ্ট জঙ্গিদের যৌথ অত্যাচার ও নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার অভিযোগ আনেন। এদেশের ও বিদেশের সংবাদ মাধ্যমগুলো যখন অভিযোগ আনছেন, সেনা ও সরকারি গুণ্ডারা নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে বলে, তখন ভারতের প্রধান নির্বাচনী কমিশনার টি. এন. শেষন মন্তব্য করেছেন—জম্মু-কাশ্মীর উপত্যকায় লোকসভার নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে।

এই নির্বাচন প্রহসনের দেড় মাসের মধ্যেই 'শেষন' ভারতে 'অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা'র জন্য পেলেন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার।

অনেকেই বলেন, মানবতাবাদী সংগঠনগুলো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরব, আর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নীরব। ফলে ওদের নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ জাগে।

এমনটা যাঁরা বলেন, তাঁরা ঠিক বলেন না। আবার এও সত্যি যে, এমনটা বলার জন্য তাঁদের দোষ দিই না। এটাই সত্যি যে, প্রত্যেকটি নাগরিক অধিকার রক্ষাকারী সংগঠন যে কোনও সন্ত্রাসবাদীদের অবিবেচক হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বারবার তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছে। এই সন্ত্রাস রাষ্ট্রীয়, না বিচ্ছিন্নতাবাদীদের—তা বিচার না করেই নিন্দা করেছে।

এমন একটা ভুল ধারণা গড়ে ওঠার পিছনে রয়েছে প্রচারমাধ্যমের প্রভাব।

আমরা তাই জানি যা আমাদের জানানো হয়। জানায় প্রচার মাধ্যম। আমরা কি জানতাম যে কার্গিল যুদ্ধের সময় আজাদ কাশ্মীরের অধিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে পাকিস্তানেরই বহু মানুষ সরব হয়েছিলেন! পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকাতেই এইসব সরব মতামত প্রকাশিত হয়েছে।

AMARBOI.COM

আমরা কেউ কেউ জানতে পারলাম তখনই, যখন বিদেশি প্রচারমাধ্যম জানাল—পাকিস্তানের কিছু জঙ্গি সংগঠনের 'হিট লিস্ট'-এ স্থান পেয়েছে কাশ্মীর ও আজাদ কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে সরব কিছু প্রগতিশীল পাকিস্তানি। খবরটা ধাক্কা দেওয়ার মতোই। তাহলে এতদিন আমরা যে জানতাম, পাকিস্তানে বাক্-স্বাধীনতা নেই— তা সত্যি নয়! এতদিন আমরা যে জানতাম, প্রতিটি পাকিস্তানি কাশ্মীরকে পাকিস্তানভুক্ত করতে চায়— তা সত্যি নয়! এতদিন ধরে আমাদের ভুল জানার কারণ— এ দেশের প্রচারমাধ্যম আমাদের কিছু তথ্য জানিয়েছে, কিছু তথ্য জানায়নি। যতটুকু জানিয়েছে, আমরা ততটুকুই জেনেছি।

আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে— পীড়ন থাকলে প্রতিবাদ থাকবে। সন্ত্রাস থাকলে পাল্টা সন্ত্রাসও থাকবে। কারণ, আক্রমণ হলে পাল্টা আক্রমণ করাটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' ও 'বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাস'-কে নিরপেক্ষতার প্রয়োজনেই আরও একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়োজন আছে। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, শিক্ষাব্রতী ও কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতা জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়—

"সন্ত্রাসবাদীদের ঠেকাতে পুলিশ আছে, আধা-ফৌজী সংস্থা আছে, ফৌজ আছে, আদালত আছে, জেল আছে, গুলি আছে, রেডিও-টিভি-সংবাদপত্র আছে। এক কথায় রাষ্ট্র আছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ঠেকাবে কে?"

(*কালান্তর*, ১মে ১৯৯৬)

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে ভারত ও তার প্রতিবেশী একটি রাষ্ট্রের ভূমিকার তুলনামূলক চিত্র ও প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা এখানে তুলে দিচ্ছি আমাদের বিচার শক্তিকে নির্মোহ করতে।

"শ্রীলঙ্কার ত্রিঙ্কোমালি জেলার কুমারপুরম গ্রামের কাছে এল টি টি ই গেরিলাদের আক্রমণে দু'জন সরকারি সৈন্য মারা যায়। খবর হিসাবে ঘটনাটা নিতান্তই মামুলি। শ্রীলঙ্কায় সরকারের সঙ্গে এল টি টি ই-র সামগ্রিক যুদ্ধ চলছে বহুকাল ধরে। ১৯৮৩ সালে সংখ্যালঘু তামিল সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক 'ইলম' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে টাইগাররা সংঘর্ষ ব্যাপকতর করার পর থেকে এ পর্যন্ত মারা গেছেন অন্তত পঞ্চাশ হাজার মানুষ। দু পক্ষ মিলিয়ে তেরো বছরে পঞ্চাশ হাজার। অর্থাৎ প্রতিদিন সাড়ে দশ জনের ওপর। অঙ্ক তাই। বেসরকারি হিসেবে সংখ্যাটা অনেক বেশি। সুতরাং দু'জন সৈন্যের মৃত্যু প্রায় কোনও খবরই নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ঘটনাটা 'খবর' হয়ে গেল। কারণ সঙ্গীদের মৃত্যুর বদলা নিতে বাকি ১৪ জন ফৌজি খেপে গিয়ে নিরীহ নির্বিবাদী তামিল গ্রামবাসীদের ওপরেই গুলি চালিয়ে দেয়। তক্ষুণি খুন হয়ে যায় ২৪ জন। গুরুতর আহত ২৫ জন। মৃতদের মধ্যে নারী ও শিশুরাও ছিল। দিনটা ১১ ফেব্রুয়ারি '৯৬।

খবরটা সত্যিকারের বড় হয়ে উঠতে থাকে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার পরেই। সরকারের নির্দেশে একটি বিশেষ সামরিক আদালত ঘটনাটির তদন্ত করে। প্রমাণিত হয়, ফৌজিরা অপরাধী। তাদের কঠোর শাস্তিদানের রায় দেয় আদালত। সেদিন ২৪ ফেব্রুয়ারি '৯৬।

শ্রীলঙ্কা সরকার কত ন্যায়পরায়ণ বা তার ফৌজি আদালত কেমন সুবিচার করে এবং কত দ্রুত, তা বলার জন্যে এত কথা নয়। উদ্দেশ্য ছোট্ট একটা প্রশ্ন করা। শ্রীলঙ্কায় যা হয়, হতে পারে, তা আমাদের দেশে হয় না কেন? মণিপুরে, নাগাল্যান্ডে, পাঞ্জাবে বা কাশ্মীরে কেন হয় না?

দখলদার বিদেশি ফৌজ পরাভূত দেশের মানুষের ওপর অত্যাচার করে থাকে। যেন রক্তের আর মৃত্যুর দাম আদায় করে। লুঠ করে, আগুন দেয়, ধর্ষণ করে, খুন করে। কিন্তু একটি স্বাধীন দেশে, গণতান্ত্রিক সরকারের ফৌজ বা আধা-ফৌজ নাগরিকদের সঙ্গে এমন আচরণ করবে তা কোনও সভ্যসমাজ ভাবতে পারে না, মানতে পারা তো পরের কথা। কিন্তু কাশ্মীরে এখন ঠিক তাই ঘটছে। ঘটে চলেছে। দিনের পর দিন। এবং শুধু ভাবা নয় আমরা তা মেনেও নিচ্ছি, নিয়েছি।

শুধু কাশ্মীরের কথাই ধরা যাক। সন্ত্রাসবাদী ধরার নাম করে অসংখ্য মানুষকে দিন নেই রাত নেই তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যাদের নিয়ে যাচ্ছে তাদের অনেকেই আর ফিরছে না। কোনোদিন ফিরবে না। গ্রাম-গঞ্জে গুলি চালিয়ে মানুষকে মেরে ফেলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে ওরা 'সন্ত্রাসবাদী' 'এনকাউন্টারে' মারা গেছে। 'নকশাল আমলে' এরকম 'এনকাউন্টার' আমরা অনেক দেখেছি। সরোজ দত্ত-র মত মানুষদের কীভাবে খুন করা হয়েছিল তা যাঁরা জানেন তাঁদের বুঝতে কষ্ট হবে না কাশ্মীরে ঠিক কী ঘটছে। আরও একটা ব্যাপার সেখানে ঘটছে। ফৌজের উদ্যোগে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর কিছু দলছুট এবং কিছু কিছু সমাজবিরোধীকে জুটিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে 'সন্ত্রাসবাদী' দল (পাঠকের কি মনে পড়ছে গোবিন্দ নিহালনির অসাধারণ ফিল্ম 'দ্রোহকাল'-এর কথা? তাদের অর্থ, আশ্রয় এবং অস্ত্র জোগানো হচ্ছে। এবং সত্যিকারের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে অথবা করার নাম করে তারাও মারছে নিরীহ মানুষকে, বিশেষত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়াচ্ছে তাদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের কাশ্মীর যেন একাত্তরের কাশীপুর-বরাহনগর। একটাই শুধু তফাত। গঙ্গার পাড়ে মৃত্যুঝরানো বুলেটের আওয়াজ এক সময় থেমে গিয়েছিল। কাশ্মীর থামছে না।

কাশ্মীরের মানুষ কাঁদছে। আর্তনাদ করছে। সেখানকার গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ (পাকিস্তানের 'চর' নয় হাজার হাজার কাশ্মীরি) প্রতিবাদ করছে। মানবাধিকার নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁরা বারবার সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। নানা ধরনের মঞ্চে আলোচনা হচ্ছে, প্রস্তাব পাস হচ্ছে। সরকার আমাদের পাকিস্তানের জুজু দেখিয়ে বলছে, ওসবে কান দেবেন না। সব ঝুট হ্যায়! সবই পাক চক্রান্ত! আমরাও তাই মেনে নিচ্ছি। নিয়ে নিজেদের বিবেককে ললিপপ দেখিয়ে ঠাণ্ডা রাখছি।'' (কালান্তর, ১মে ১৯৯৬, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়)

দেবগৌড়া, গুজরাল ও বাজপেয়ীর জমানা

পি. ভি. নরসিমহার পর দেবগৌড়া আর গুজরাল গদিতে বসেছিলেন। দুজনেই জোট সরকারের ঘোঁট সামলাতে ব্যস্ত ছিলেন। গাদা দল, গাদা বাহানা। এ খুশি তো ওর মুখে আষাঢ়ে মেঘ। জোটসঙ্গীদের খুশি রাখা আর মান ভাঙানোর চেষ্টা ব্লটিং-এর মতই শুষে নিয়েছিল দুই প্রধানমন্ত্রীর দিন-মাসের প্রতিটি সেকেন্ড। অতএব মানবাধিকার আন্দোলনের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব কে. বালগোপাল জানাচ্ছেন, গত ছ-বছরে (১৯৮৯-১৯৯৫) কাশ্মীরে নিহতের সংখ্যা সরকারি

মতে ২৫ হাজার এবং বেসরকারি মতে ৫০ হাজার। এটাও মনে রাখতে হবে কাশ্মীরের জনসমষ্টি কলকাতার জনসমষ্টির চেয়েও কম।

১৯৯০, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ভারত সরকার

দেবগৌড়া

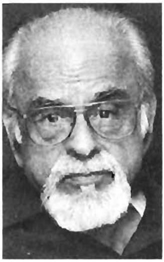

গুজরাল

বাজপেয়ী

জে. কে. এল. এফ-এর নেতৃত্বে কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের আন্দোলনকে কড়া হাতে দমন করতে একে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' কাজ (Handiwork of some terrorists) বলে ঘোষণা করে। ফল হলো এই— জে. কে. এল. এফ. তাদের আন্দোলনকে আরও বেশি তীব্র ও জঙ্গি করে তুলল। ভারত সরকার পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল— কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কাজে তারা মদত দিচ্ছে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো পাল্টা অভিযোগ আনলেন— ভারত সরকার কাশ্মীরীদের স্বাধীনতা আন্দোলন বন্ধ করতে মানবধিকার লঙ্ঘন করে সমস্ত রকম দমন-পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৯০তে বিভিন্ন মানবধিকার রক্ষাকারী সংগঠন কাশ্মীরে সরেজমিন তদন্তে গিয়েছিল। সে কথা আগেই লিখেছি। তাঁরা যে দুটি 'রিপোর্ট' তৈরি করেন, তাতে কাশ্মীরবাসীরা কাশ্মীরকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চায়— এই অভিমত উঠে এসেছিল, তেমনই অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছিল ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কাশ্মীরে মানবধিকার লঙ্ঘনের নানা অভিযোগ। মানবাধিকার রক্ষাকারী একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা (Amnesty International) ভারতের বিরুদ্ধে কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বহু অভিযোগ আনে।

কাশ্মীরে স্বাধীনতার জন্য জঙ্গি আন্দোলনের ইতিহাসের সূচনা আজ থেকে বছর দশেক আগে। দিল্লির সরকারের একের পর এর ভুল বা প্রতারণা এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসেরই পরিণতিতে পাল্টা সন্ত্রাসের পথে পা রেখেছে কাশ্মীর। কাশ্মীরি সন্ত্রাসবাদীরা দিল্লির সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রতীক হিসাবে ব্যাপক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমর্থন পেয়েছে। কোনও কোনও সময় জনতা জঙ্গিদের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে অংশ নিয়েছে। জঙ্গিরাও অনেক সময় মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, গণহত্যা চালিয়েছে। আবার অনেক গণহত্যা ঘটিয়েছে 'কাশ্মীরে ভারতীয় ফৌজের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাহিনী'। 'ইকনমিক অ্যান্ড পালিটিক্যাল উইকলির ২ নভেম্বর '৯৬ সংখ্যাতে কে, বালগোপাল জানিয়েছেন— ভারতীয় সেনার মদতপুষ্ট এই কোকা গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদীরা কাশ্মীরীদের বিভ্রান্ত করতে কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে প্রচার করে।

এই কোকা গোষ্ঠী পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীরের যুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। কোকা সম্পর্কে জে. কে. এল. এফ-এর নেতা ইয়াসিন মালিকের বক্তব্য— কোকা ভারতীয় ফৌজের তল্পিবাহক।

ভারত সরকারের তৈরি সন্ত্রাসবাদী

আর পাঁচটা দেশের সরকারের মতো সেই একই পদ্ধতি। মুক্তিকামী জঙ্গি দলগুলোকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে নকল জঙ্গি দল গড়ে তোলা। এর জন্য নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি রয়েছে। জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটানো। মোটা অর্থের বিনিময়ে দল ছুট তৈরি করা। দলছুটদের সাহায্যে দলে গড়ে তোলা— যাদের কাজকর্মের সঙ্গে মুক্তিকামী জঙ্গিদের কাজকর্মের ফারাক বুঝতে হিমশিম খাবে সাধারণ মানুষ। ফলে মুক্তিকামী জঙ্গিদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা তৈরি হতে থাকবে। জনগণের থেকে একবার বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারলে, জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোকে ধ্বংস করা যাবে নিরাপদে বিনা প্রতিবাদে।

এভাবে ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় যে কয়েকটি জঙ্গি দল জম্মু-কাশ্মীর উপত্যকায় কাজ করছে, তার মধ্যে কুখ্যাততম দলটির নাম 'ইখওয়ান-ই-মুসলিমিন'। কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট, হিন্দুত্ববাদী—সব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই এই মুসলিম গোষ্ঠীকে অর্থ, অস্ত্র ও সেনা সাহায্য যুগিয়ে চলেছে। এই গোষ্ঠীর প্রধান জামশেদ সিরাজি ওরফে কোকা। কোকার নামের দৌলতেই এই ভারত সরকারের তৈরি জঙ্গীগোষ্ঠী 'কোকা গোষ্ঠী' নামে বেশি পরিচিত। কোকা গোষ্ঠীর প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগঠনের নাম 'জম্মু-কাশ্মীর আওয়ামি লিগ'।

পিপলস্ রাইটস্ অর্গানাইজেশন (People Rights Organisation) সংক্ষেপে পি. আর. ও. দিল্লির একটি নাগরিক অধিকার রক্ষা সংগঠন। তারা কাশ্মীর উপত্যকায় ভারত সরকারের তৈরি জঙ্গি সংগঠনের উপর একটি দীর্ঘমেয়াদী অনুসন্ধান চালায় এবং একটি তথ্যবহুল প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে অন্তত আটটি জঙ্গি সংগঠন ভারত সরকারের আর্থিক, অস্ত্র ও সেনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহায্য নিয়ে জম্মু-কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। তারা যে আটটি সংগঠনের বিষয়ে জানতে পেরেছে তার মধ্যে ভয়ংকরতায় এক নম্বরে রয়েছে কোকা গোষ্ঠী। এছাড়া প্রতিবেদনটি থেকে আমরা যে সব সরকারি মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনের নাম পাচ্ছি, তা হলো : (১) মুসলিম লিবারেশন আর্মি (২) মুসলিম মুজাহিদিন (৩) কাশ্মীর লিবারেশন জেহাদ ফোর্স (৪) তালিবান (৫) আল বর্ক (৬) আল ইখ্ওয়ান (৭) হুসেন কমাণ্ডো।

নামকরণের মধ্যে এমন একটা জঙ্গি বিপ্লবীভাব রয়েছে যে, সাধারণের পক্ষে বুঝে ওঠা মুশকিল— মুখ ও মুখোশের পার্থক্য। তারই সুযোগ নিয়ে এরা কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের লড়াইকে কবরে পাঠাতে বাসে-হাটে-বাজারে নিরীহ আমজনতার উপর আক্রমণ চালিয়েছে নানা আধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে।

'৯৬-এর লোকসভা নির্বাচন বয়কটের ডাক দেয় মুক্তিকামী জঙ্গি সংগঠনগুলো। এই ডাককে অর্থহীন প্রমাণ করে দিতে নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছিল 'ইখ্ওয়ান-ই-মুসলিমিন' বা কোকা গোষ্ঠী। উপত্যকার তিনটি আসনে তারা প্রার্থী দিয়েছিল তাদের রাজনৈতিক সংগঠন 'জম্মু-কাশ্মীর আওয়ামি লিগ'-এর নামে। 'জম্মু-কাশ্মীর ইখ্ওয়ান'-এর রাজনৈতিক দল 'আওয়ামি কনফারেন্স' প্রার্থী দিয়েছিল। প্রার্থী দিয়েছিল 'মুসলিম মুজাহিদিন' তাদের রাজনৈতিক পার্টি 'পিপল্স প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট'-এর নামে।

পাকিস্তানও একই পথের পথিক। তাদের সরকার আজাদ কাশ্মীরের পূর্ণ-মুক্তিকামী জঙ্গি সংগঠনগুলোতে নিজের বিশ্বস্ত চর ঢুকিয়েছে। অর্থলোভে দলছুট তৈরি করেছে। মেকি জঙ্গি সংগঠন করেছে। উদ্দেশ্য একই— আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে গড়ে ওঠা জঙ্গি সংগঠনগুলোকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। আর তার জন্যে হত্যা-ধর্ষণ ইত্যাদি কাজ করে চলেছে সরকারের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা।

কাশ্মীর আজ ভারত ও পাকিস্তানের মৃগয়াভূমি। ১৯৯৫-এর Voice of vangurd April-June সংখ্যায় জে.কে.এল.এফ-এর গৃহীত একটি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়েছে, 'পাকিস্তান সরকার যদি কাশ্মীরের মানুষের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করে, তবে কাশ্মীরিরা নিশ্চয়ই পাকিস্তানকে বন্ধু বলে মেনে নেবে। কিন্তু পাকিস্তান প্রভুর মতো আচরণ করলে কাশ্মীরিরা তা মেনে নেবে না। এই উপত্যকার রাজনীতিতে পাকিস্তান সরকার দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে নাক গলিয়েছে। পাক সরকারের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনগুলো নিরীহ মানুষের উপর আক্রমণ চালিয়ে নিঃসন্দেহে আমাদের মুক্তি সংগ্রামকে দুর্বল করছে।'

ভারত পাকিস্তানের প্রতিটি মানবতাবাদী মানুষ ধর্মীয় ও ভৌগোলিক সীমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঊর্ধ্বে উঠে ভাবুন— আমাদের সরকার কাশ্মীরিদের উপর কোনও অন্যায় করছে না তো?

নরসিম্হা রাও আশ্বাস দিলেন সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসনের

কাশ্মীর উত্তাল হল ১৯৯৩-৯৪ তে। আফগানদের সহযোগিতায় কাশ্মীরে জঙ্গি আন্দোলন বাড়ল। পাকিস্তানও কাশ্মীরের মুক্তিযুদ্ধে শামিলদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। এই সাহায্যের পিছনে যতটা বেশি 'ইসলামিক বিশ্বভ্রাতৃত্ব' কাজ করেছে, তার চেয়েও বেশি কাজ করেছে— 'ভারত জবরদস্তি কাশ্মীর দখল করে রয়েছে, কাশ্মীরকে দখলমুক্ত করতে হবে'— এই চিন্তা।

১৯৯৫ সালের শেষ দিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিম্হা রাও কাশ্মীরের জনগণকে আশ্বাস দিলেন— কাশ্মীরকে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। ১৯৯৬-এ হতে যাওয়া নির্বাচনের আগে উচ্চারিত হল এই প্রতিশ্রুতি।

ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ফারুক আবদুল্লা এতেও খুশি হলেন না। সাফ জানিয়ে দিলেন, ভারত-কাশ্মীরের মধ্যে যে 'দিল্লি-চুক্তি' সম্পাদিত হয়েছিল, সেই চুক্তি কাঁটায় কাঁটায় মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। এই প্রতিশ্রুতি মান্য করার অর্থ—কাশ্মীরের নিজস্ব কন্সটিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি থাকবে, থাকবে স্বতন্ত্র সংবিধান, নিজস্ব প্রধানমন্ত্রী।

AMARBOI.COM

সীমান্তের ওপারেই আজাদ কাশ্মীর স্বায়ত্তশাসন ভোগ করছে। সেখানকার উচ্চ আদালত-এর (High Court) তিন বিচারকের ডিভিশন বেঞ্চ পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করছে (৮ মার্চ ১৯৯৩), কোথায় পাকিস্তান সরকার আজাদ কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার খর্ব করছে— তাই নিয়ে। এপারের কাশ্মীরিদের কাছে এটা অকল্পনীয়। আজাদ কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী গোটা কাশ্মীরকে পূর্ণ-আজাদ করার লক্ষ্যে, কাশ্মীরের মুক্তির পক্ষে সমর্থন আদায় করতে দৌড়চ্ছেন ব্রিটেন, আমেরিকা, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকা, আরবের দেশগুলোয়। আজাদ কাশ্মীরের 'মুজাহিদ' বা মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর জঙ্গি কাজে সরাসরি সহযোগিতা করছে। এপারের মুখ্যমন্ত্রীকে পরিবর্তে বিরোধিতা করতে হচ্ছে মুজাহিদদের জঙ্গি কাজকর্মকে। ১৯৯৬-এর নির্বাচনের আগে আগেই কাশ্মীর মুজাহিদদের জঙ্গি কাজ-কর্ম বৃদ্ধি পায়। আজাদ কাশ্মীরের খবর ও জঙ্গিদের কাজ-কর্ম শোনার জন্য জঙ্গি গোষ্ঠীর রেডিওর খবরের প্রতি কাশ্মীরিদের আগ্রহ সীমাহীন হয় ও জঙ্গিদের প্রতি জনসমর্থন বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ফারুকের এই ধরনের দাবি ছিল স্বাভাবিক আচরণ। ফারুক আরও জানিয়ে দিলেন— ন্যাশনাল কনফারেন্স বিধানসভার নির্বাচনে অংশ নেবে। লোকসভার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাচনে অংশ নেবে না— কারণ চুক্তিমতো কাশ্মীর রাজ্য নয়, স্বয়ংশাসিত অঞ্চল। ন্যাশনাল কনফারেন্স তাদের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্তে নিল, সন্ত্রাসবাদী বন্দিদের মধ্যে যারা অরাজনৈতিক ঘৃণ্য অপরাধে জড়িত নয়, রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে তাদের মুক্তি দিতে হবে। দাবি করা হল, জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের এমনকি বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্য 'উপ-স্বায়ত্তশাসন' দাবি করা হয়। যে-সব সংখ্যালঘু কাশ্মীর উপত্যকা ছেড়ে গেছেন বা যাঁদের কাশ্মীর উপত্যকা ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে, তাঁদের সসম্মানে ফিরিয়ে এনে জনগণের মূলস্রোতে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে— এ দাবিও রাখা হয়।

১৯৯৬-এর কাশ্মীর বিধানসভার নির্বাচনে ৮১টি ঘোষিত আসনের মধ্যে ন্যাশন্যাল কনফারেন্স পায় ৫৪টি। তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হলেন ফারুক আবদুল্লা।

কাশ্মীর সমস্যা ও সি.পি.আই (এম) নীতি

মার্কসবাদীরা কাশ্মীরে খুবই ক্ষুদ্র শক্তি। মার্কসবাদী দল হিসেবে একমাত্র সি.পি.আই(এম) ১৯৯৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে একটি বিধায়ক জিতিয়ে আনতে পেরেছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট) বা সংক্ষেপে সি.পি.আই (এম) পার্টির মুখপত্র 'পিপলস ডেমোক্রেসি'-র ৬ অক্টোবর, ১৯৯৬ সংখ্যায় পার্টির সর্বোচ্চ পদাধিকারী হরিকিষণ সিং সুরজিৎ দাবি করলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ও ন্যাশনাল কনফারেন্সকে কাশ্মীর বিষয়ে যে যে পদক্ষেপ নিতে হবে :

(১) কাশ্মীরে পাকিস্তানি সরকারের গুপ্তচর বাহিনী আই. এস. আই (ইন্টার সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্স) ও তাদের চরদের কাজকর্মের উপর সতর্ক নজর রাখতে হবে।

(২) প্রশাসনকে কাশ্মীরবাসীদের আস্থা অর্জনে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে। দেখতে হবে কাশ্মীরীরা যেন অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে।

(৩) আলোচনার মাধ্যমে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করত হবে।

(৪) বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্র কাজের পরিণতিতে যারা উপত্যকা ছেড়ে চলে গিয়েছে, তাদের আবার ফিরিয়ে আনতে হবে এবং উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) পর্যটন, হস্তশিল্পসহ কাশ্মীরের ঐতিহ্যময় শিল্পগুলোর পুনরুজ্জীবনের জন্য আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৭) রেশন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে।

সি.পি.আই. (এম) দলের কাশ্মীর নিয়ে এই মতের সঙ্গে

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী মার্কসবাদী দলগুলোর মতের কোনও অমিল ছিল না। মতপার্থক্য ছিল এবং আছে নির্বাচন বয়কট করা মার্কসবাদী দলগুলোর সঙ্গে। তাদের মতে কাশ্মীর কাশ্মীরিদের। ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মীরিদের স্বাধীনতাকে নিজেদের থাবার তলায় রেখেছে। কাশ্মীরিরা যখন স্বাধীনতা চাইছে, তখন তাদের অধীন করে রাখা মানবাধিকার লঙ্ঘন বই কিছুই নয়।

কাশ্মীরিদের প্রতি বার বার যে বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণা ভারতের এমনকী পাকিস্তানের তরফ থেকে হয়েছে, তারই পরিণতিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর লাহোর যাত্রার দিন জঙ্গিরা ২০ জনকে খুন করে। হুরিয়ত কনফারেন্স সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। তাদের মনে হয়েছিল, কাশ্মীর ভাগাভাগির মধ্য দিয়ে কাশ্মীর সমস্যা ধামাচাপা দিয়ে ভারত-পাকিস্তান নিজেদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে চাইছে।

কাশ্মীরের যেসব জঙ্গিরা সরকারি আবেদনে সাড়া দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চেয়েছে, তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আজও হয়নি। ক্ষোভ এইসব প্রাক্তন জঙ্গিদের মধ্যে আছে। প্রতিশ্রুতি আছে, প্রতিশ্রুতি পালনের প্রয়াস নেই—কাশ্মীরিদের প্রতি এই ট্র্যাডিশন ভারত সরকার বাহান্ন বছর ধরে পালন করে আসছে।

মুজাহিদদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই শরিফ-এর

৯ জুলাই '৯৯। দু-মাসের কার্গিল যুদ্ধ প্রায় শেষ। অঘোষিত যুদ্ধ, তাই ঘোষণা না করেই শেষ। কার্গিল যুদ্ধে ভারতের বিরুদ্ধে লড়ছিল বিভিন্ন মুজাহিদ গোষ্ঠী। তাদের সাহায্য করতে পাকিস্তানি সেনাও ছিল। পাকিস্তান যতই অস্বীকার করুক, পাকিস্তানি সেনার উপস্থিতি খুব কম সংখ্যাতে হলেও ছিল—গোটা দুনিয়া ইতিমধ্যে এটা জেনে গেছে। নওয়াজ শরিফ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ক্লিন্টনের চাপে ওই দিন যুদ্ধরত মুজাহিদদের কাছে অনুরোধ রাখলেন—কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখা মান্য করে সরে আসতে। ওই দিনই পাকিস্তান মন্ত্রিসভার প্রতিরক্ষা বিষয়ক কমিটি খুব মোলায়েম সুরে মুক্তিযোদ্ধা অর্থাৎ মুজাহিদদের সরে আসতে আবেদন করল। বলল—মুক্তিযোদ্ধাদের মহান আত্মত্যাগের ফলে কাশ্মীর আজ আবার আন্তর্জাতিক মহলের নজরে এসেছে। এটাই এই যুদ্ধের একটা বড় রকমের সাফল্য। পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে মুক্তিযোদ্ধাদের ফিরে আসার জন্য অনুরোধ রাখছি।

১০ জুলাই আজাদ কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ চৌধুরি সাংবাদিকদের সামনে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করে বললেন—

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ক্লিন্টনের চাপে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণরেখা মান্য করে সরে আসতে বলেছেন। কাশ্মীরীদের নিয়ন্ত্রণরেখা মান্য করার কোনও প্রশ্নই নেই। ইউ, এন, ও গণভোটের কথা দিয়েও কথা রাখেনি। নিয়ন্ত্রণ রেখার ব্যাপারটা এসেছিল গণভোটেরই আবশ্যিক শর্ত হিসেবে। নিয়ন্ত্রণরেখার ব্যবস্থা ছিল সাময়িকভাবে স্থিতাবস্থা বজায় রেখে উত্তেজনা কমাতে। শর্তমতো পরবর্তী ধাপগুলো ছিল, গোটা কাশ্মীর থেকে সরে যাবে পাক-ভারত সেনা। দু-অঞ্চলে সাময়িকভাবে স্বায়ত্তশাসন থাকবে। তারপর ইউ. এন. ও-র তত্ত্বাবধানে গণভোট হবে। ভারত গণভোটের ব্যাপারে শুধুই অসহযোগিতা করেছে। তারপর ইউ. এন. ও-র তাদের কথা রাখতে পারেনি। এই অবস্থায় কাশ্মীরিরা কাশ্মীরকে ভারতের হাত থেকে আজাদ করার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বহু জীবন দিয়েই চলেছে শহিদরা। **আমেরিকা এখন চিনের উত্থান রুখতে ভারতকে খুশি করে দাবার গুটি হিসেবে চিনের বিরুদ্ধে ভারতকে কাজে লাগাতে চাইছে। এই অবস্থায় আমেরিকার কাছে কাশ্মীরের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানানোর চেয়ে ভারতকে খুশি রাখাটা অনেক বেশি জরুরী।** তাই, যে আমেরিকা এতদিন কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পক্ষে ইউ. এন. ও.-তে সরব ছিল তারাই শরিফের সঙ্গে গোপন আলোচনায় আজাদ কাশ্মীরের মুজাহিদদের সরিয়ে আনতে সমস্ত রকম চেষ্টা চালাতে বলেছে। ইউ. এন. ও এবং আমেরিকার সাম্প্রতিক বছরগুলোর ভূমিকা দেখে কাশ্মীর আজাদ করার দায়িত্ব কাশ্মীরিরাই নিয়েছে। মুজাহিদরা পাক সরকারের নির্দেশ মেনে কার্গিলের পাহাড়চূড়াগুলোয় ঘাঁটি গাড়েনি। তাহলে পাক সরকারের কথায় সরে আসবে কেন? গত কয়েক দিনের মধ্যে আমি ব্রিটেন ও দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছিলাম কাশ্মীরের এই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন চাইতে। ওদের সমস্যাটা বোঝাতে পেরেছি। ওঁরা বুঝেছেন, এটা ভারতের কোনও আভ্যন্তরীণ সমস্যার বিষয় নয়।

এ-সবই ছিল আজাদ কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীর কথা। প্রায় একই সুরে কথা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছে আজাদ কাশ্মীরের জঙ্গি সংগঠনগুলো। তারা সাফ বুঝিয়ে দিয়েছে, শরিফের আবেদনে ক্ষুব্ধ।

লসকর-ই-তায়েবার মুখপত্র জানিয়েছেন, তাদের গোষ্ঠীর জঙ্গিদের পাক সরকার ফিরে আসায় বাধ্য করতে চাইলে তারা এই বিষয়ে পাক জনগণের রায় জানতে পাকিস্তানের গণভোটের দাবি করবে।

হিজবুল মুজাহিদিন-এর মুখপত্র ঘোষণা করেছেন, মুজাহিদদের সরে আসার কোনও প্রশ্নই নেই। আমরা শরিফের অধীন নই, আল্লার অধীন। মুক্তিযুদ্ধ চলছে চলবে।

আলবদর গোষ্ঠীর নেতা আহমেদ হামজা জানিয়েছেন, সমস্ত গোষ্ঠীর মুজাহিদরাই শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবে। শরিফ ক্লিন্টন গোপন বোঝাপড়ার পরিণতিতেই পাকিস্তান সরকার মুজাহিদিনদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো।

হরকত-উল-মুজাহিদ নেতা ফজলুর রহমান খালিলি ঘোষণা করেছেন, তাঁরা আমেরিকা বা পাকিস্তানের কথায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেননি, তাদের কথায় লড়াই শেষ করা হবে না।

জে.কে.এল.এফ. বলছে, ৪ অক্টোবর '৯৯ তাঁদের হাজার হাজার কর্মী নিরস্ত্র অবস্থায় নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে আজাদ কাশ্মীর থেকে কাশ্মীরে ঢুকবে। জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের (জে.কে.এল.এফ) চেয়ারম্যান আমানুল্লা খান-এর বক্তব্য ভারত ও পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থের কাশ্মীর সমস্যার সমাধান শান্তিপূর্ণ উপায়ে হওয়া উচিত। কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতেই এই সমাধান খুঁজতে হবে।

AMARBOI.COM

জে.কে.এল.এফ নেতা আমানুল্লা এই সব কথা বলেছেন এমন একটা সময়ে যখন ভারতের নির্বাচনপর্ব প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। অর্থাৎ নতুন লোকসভা ও সরকার গঠিত হওয়ার সময় এগিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে আমানুল্লার নেতৃত্বে জে.কে.এল.এফ. এখন নিয়ন্ত্রণরেখাকে আন্তর্জাতিক সীমান্তে পরিণত করার 'পাক-ভারত চক্রান্ত'-এর বিরুদ্ধে ৪ অক্টোবর নিয়ন্ত্রণরেখা লঙ্ঘন করে পদযাত্রার ডাক দিয়েছে। আমানুল্লা তাঁর এই বক্তব্য জানিয়ে একটি খোলা চিঠি লিখেছেন। সেই চিঠি দুই দেশের সরকার, জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের সরকার, সংবাদমাধ্যম ও দুই দেশের রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী প্রমুখের উদ্দেশে পাঠিয়েছেন। চিঠিতে আমানুল্লা কাশ্মীরের বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদেরও কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই সব রাজনৈতিক নেতারা আন্তর্জাতিক দুনিয়ার কাছে এমন একটা ধারণা তৈরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন যে মনে হতে পারে, কাশ্মীরের মানুষ পাকিস্তান ও ভারত এই দুই দেশের স্তাবকশ্রেণিতে বিভক্ত।

আমানুল্লার প্রস্তাব, কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজতে একটি 'আন্তর্জাতিক কাশ্মীর কমিটি' গঠন করা হোক। তাঁর সূত্র অনুযায়ী ওই কমিটিতে রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিবের নেতৃত্বে পরমাণু অস্ত্রধর পাঁচ দেশ (আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চিন) জাপান ও জার্মানি এবং নির্জোট আন্দোলন ও ইসলামিক জোটের (ও আই সি) প্রতিনিধি থাকবে। ভারত ও পাকিস্তানের সহযোগিতায় ওই কমিটি শান্তিপূর্ণ পথে বিভক্ত-কাশ্মীরকে প্রথমে ঐক্যবদ্ধ করবে। তার পর ১৫ বছর ওই কাশ্মীর 'স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ' হিসাবে থাকবে। ১৫ বছরের শেষে রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে সেখানে গণভোট নিয়ে ঠিক করা হবে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ। কাশ্মীরের মানুষ তখন ঠিক করবে তারা স্বাধীন দেশ হিসাবেই থাকবে, না কি পাকিস্তান বা ভারতের অঙ্গীভূত হবে।

নিয়ন্ত্রণ-রেখা অতিক্রম করে মার্চ করার ডাক দেওয়ার সঙ্গেই জে.কে.এল.এফ (আমানুল্লা) গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা ডঃ বশির ইয়াসের কাশ্মীরি (ওরফে হায়দার হিজাজি) অভিযোগ করেন, ভারত ও পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণরেখাকে স্থায়ী আন্তর্জাতিক সীমান্তে পরিণত করার 'গোপন চক্রান্ত' করছে। পশ্চিমি দুনিয়ার চাপের কাছে নতিস্বীকার করেই দুই দেশ এই কাজ করতে চলেছে। তাঁর অভিযোগ, তাই নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে অভিযান করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই অন্তত ৫০০ মানুষ দুই দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছে। জে.কে.এল.এফের সব অফিসে পুলিশ দিনরাত হানা দিচ্ছে। বাধ্য হয়েই নেতারা সব আত্মগোপন করছেন। উল্লেখ্য, এ নিয়ে জে.কে.এল.এফ তিন তিন বার নিয়ন্ত্রণ রেখায় নিরস্ত্র অভিযানের ডাক দিল। এর আগে ১৯৯২ সালে উরিতে দু' দুবার তারা একই অভিযানের চেষ্টা করেছিল।

কাশ্মীরিদের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার জন্য পাকিস্তানের প্রতি মুজাহিদ গোষ্ঠীরা যেমন কিছুটা কৃতজ্ঞ, তেমনই পাকিস্তানের কিছু কাজ-কর্মে যথেষ্ট ই ক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধতার অন্যতম কারণ হল আজাদ কাশ্মীরের দুটি জেলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া এবং আজাদ কাশ্মীরের একটি অংশ চিনকে দিয়ে দেওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনজির ভুট্টো ছিলেন তখন দু-বার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। লন্ডনে আনন্দবাজার পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি কার্গিল যুদ্ধ, কাশ্মীর সমস্যা, নিয়ন্ত্রণ রেখা ও সীমান্ত রেখা বিষয়ে তাঁর এমন কিছু মত প্রকাশ করলেন, যা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

শ্রীমতী ভুট্টোর নিয়ন্ত্রণরেখা ও সীমান্তরেখা প্রসঙ্গে বক্তব্য— আমার মনে হয় দেশ সম্পর্কে আমাদের একটু কম আবেগপ্রবণ হলেই ভাল হয়। নিয়ন্ত্রণরেখাকে সীমান্তরেখা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাবটিকে অনেকেই ভাল প্রস্তাব মনে করেন। কিন্তু কাশ্মীরিরা এই সমাধান না মানলে সমস্যাটি আবার মাথা চাড়া দেবে ও সব গোলমাল হয়ে যাবে। এই দুটি দেশেরই নিজস্ব মতামতকে একটুও অসম্মান না করে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার দায়িত্ব পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়া শ্রেয়।

কাশ্মীর প্রসঙ্গে তাঁর মত—জমি নিয়ে লড়াই করতে করতে আমরা অনেক কিছুই ভুলে গেছি, ভুলে গেছি কাশ্মীরীদের কথা।

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর মতামত : আমি চাইব, ভারত ও পাকিস্তান মুখোমুখি বসুক। আর ভারতকে সেনা প্রত্যাহারের ও সর্বদলীয় হুরিয়ত সম্মেলনের (অল পার্টি হুরিয়ত কনফারেন্সের) সঙ্গে কথা বলার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে; আমাদের বিচারে হুরিয়তই কাশ্মীরিদের প্রতিনিধি। সীমান্ত খুলে দিলে কাশ্মীরের মানুষ যাতায়াতের সুযোগ পাবেন, ফলে এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হবে। সীমান্ত খুলে দেওয়ার ফলে যে সব সমস্যা দেখা দেবে সেগুলি নিয়ে শ্রীনগর এবং মুজফ্ফরাবাদের (আজাদ কাশ্মীরের রাজধানী) সরকারকে মাঝে মাঝে আলোচনায় বসতে হবে। এবং এই মুক্ত সীমান্ত ক্রমে এক বৃহত্তর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠবে। কেবল ভারত পাকিস্তানের মধ্যে নয়, দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশের মধ্যে খোলামেলা সীমান্তই হবে সে পরিকল্পনার লক্ষ্য।

কাশ্মীরের মুক্তিযোদ্ধা বা মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পাকিস্তান ও আমেরিকার কতটা আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। এই অবস্থায় কার্গিলের যুদ্ধ জয়ে কাশ্মীর সীমান্তে শান্তি আসবে—প্রত্যাশা করার মতো বুকের জোর অনেকেরই নেই।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্নে গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীরা

ভারতে গণতন্ত্রের পক্ষে বুদ্ধিজীবী ও খেটে খাওয়া মানুষের সংখ্যা কম হলেও অপাংক্তেয় নয়। অবশ্য 'গণতন্ত্র'-র সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক ও জটিলতা দুই-ই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। গণতন্ত্রের যে বুর্জোয়া সংস্করণটি ভারতসহ অনেক দেশেই চালু আছে, তাতে হতদরিদ্র বঞ্চিত মানুষ ভোট দেওয়ার ক্ষমতাটুকুকে রিগিং, ছাপ্পা ভোট, লোভ, ভয় থেকে বাঁচিয়ে বড় জোর বাক্সে ফেলতে পারে। কিন্তু তাতে আম্বানির গণতান্ত্রিক অধিকারের হাত ও রাস্তার ভিখারির গণতান্ত্রিক অধিকারের হাত সমান হয়ে যায় না।

গণতন্ত্রের মার্কসীয় সংস্করণটি এখনও তত্ত্বে সীমাবদ্ধ। সার্থক প্রয়োগের কোনও 'মডেল' বা উদাহরণ এই মুহূর্তে আমাদের সামনে হাজির নেই। মার্কসীয় ধারণার এই গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত জনগণের শাসনতন্ত্র। এই গণতন্ত্রে শ্রেণিবৈষম্য নেই; সাম্যের সমাজ ব্যবস্থার একটা 'মডেল'। এমন মডেল প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ছিল কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতা ও কিছু ত্রুটির জন্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তবু আজও বেশ কিছু মানুষ এমন একটা মডেল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন।

এ-দেশের বেশ কিছু বিভিন্ন পেশার মানুষ এই মডেল প্রতিষ্ঠার পক্ষে। এরা শ্রমজীবী, মানবতাবাদী বা বুদ্ধিজীবী। এরা বিভিন্ন ইস্যুতে শোষিত ও অত্যাচারিত মানুষদের পক্ষে অতীতে সরব হয়েছেন, ভবিষ্যতেও হবেন। কিন্তু এই মানুষগুলো যদি বোঝেন সত্যি কথা বললে সরকারের বিষ নজরে পড়তে পারেন, গণউন্মাদনার শিকার হতে পারেন, তবে সুবিধাবাদী অবস্থান নিয়ে 'সত্যি' থেকে দূরে থাকেন। উজ্জ্বল ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তা ব্যতিক্রম-ই।

এই সুবিধাবাদী মানসিকতার প্রতিফলন বা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই কাশ্মীর প্রসঙ্গে বহু প্রগতিশীল মানুষদের ভূমিকায়।

ভারতের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা বাম ও মানবতাবাদী বলে পরিচিত, তাঁরা প্রায় সকলেই কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাদের নিপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্নে ভারতীয় সেনাদের বিপক্ষে স্পষ্ট মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কাশ্মীরের স্বাধীনতা অর্জনের লড়াইকে সমর্থন বা অসমর্থন করার প্রশ্নে নীরব থেকেছেন। কাশ্মীরিরা এইসব 'র‍্যাডিকাল লেফটিস্ট' সংস্থা ও ব্যক্তিদের কাছে যে প্রশ্নটি নিয়ে বারবার হাজির হয়েছেন, তা হলো—একটা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে গায়ের জোরে কেড়ে নেওয়া কি মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়?

প্রগতিশীলদের উত্তর দেওয়ার মতো কোমরের জোর ভেঙে দিয়েছে রাজনৈতিক মৌলবাদীরা, রাজনৈতিক ফ্যাসিস্টরা এবং প্রচার মাধ্যমগুলোর তৈরি দেশপ্রেমের নামে গণউন্মাদনা।

কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পক্ষে মত প্রকাশের অর্থ নাকি, কাশ্মীরীদের ধর্মভিত্তিক আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে সমর্থন দেওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও কোনও বাম বুদ্ধিজীবী মনে করেন, 'কাশ্মীরিদের গণভোটের মাধ্যমে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার তখনই দেওয়া যায়, যখন তারা পাকিস্তানে যোগদানের সম্ভাবনাকে বাতিল করতে রাজি হবে। সাম্প্রদায়িক ভোট কোনও মতেই মেনে নেওয়া যায় না।' মহারাষ্ট্রের মানুষ সাম্প্রদায়িক শিবসেনা ও ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিচ্ছে। একই যুক্তি হাজির করে এইসব বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু মহারাষ্ট্রের মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন না!

বুদ্ধিজীবীদের এই স্ববিরোধী চরিত্রের ইতিহাস বহু প্রাচীন।

এরই ভিতর কিছু কিছু আশার ঝলক্‌ও চমকাচ্ছে। এমনই এক আশার চমক নিয়ে হাজির 'দেশ পাক্ষিক'-এর ১০ জুলাই '৯৯ সংখ্যা। সম্পাদকীয়তে লেখা 'কাশ্মীরিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অবশ্য অন্য প্রশ্ন, তা অস্বীকার করা যায় না।...আলোচনার টেবিলে বসে দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা একটি সমাধানের সূত্র খুঁজে বার করতে পারলে দু'দেশেরই মঙ্গল। কিন্তু ট্র্যাজেডি এই, ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থরক্ষার জন্য যারা উন্মত্ত, তাঁরা সর্বসাধারণের মঙ্গলের কথা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না!" আশার আলো দেখেছি অশোক মিত্র ও অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়।

সমস্যার সমাধান করতে আপনি-আমি

AMARBOI.COM

এতক্ষণ আমরা ইতিহাসের পাতা উল্টেছি। এই অতীত ইতিহাসই কাশ্মীরের ভবিষ্যতের ইতিহাস গড়ায় এ-দেশের নতুন প্রজন্মকে সঠিক পথে চালিত করতে পারে। একটা দেশকে জানার জন্য দেশের মানুষের ইতিহাস জানার বড়ই প্রয়োজন।

১৯৪৭-এর ১৫ জুন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবনায় বলা হয়, "ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলেই দেশীয় রাজ্যে স্বাধীনতা আসবে না। সিদ্ধান্ত নিতে জনমতকেই প্রাধান্য দিতে হবে।"

এই নীতি মেনেই

দেশীয় নৃপতি হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁর রাজ্যের ভারত চুক্তিতে নারাজ হলেও ভারত সরকার সেনা পাঠিয়ে হায়দ্রাবাদ দখল করে একটা রাজ্য করে দিল। ভারত সরকার সেনা পাঠানোর পক্ষে একটাই যুক্তি দেখিয়ে ছিল—হায়দ্রাবাদবাসীরা চাইছে ভারত ভুক্তি। নিজামের ইচ্ছা এখানে মূল্যহীন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জম্মু-কাশ্মীরের বেলায় আমরা কেন রাজার ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেব? জনতার ইচ্ছাকে মূল্য দেব না? একি স্ববিরোধী নষ্ট চরিত্রের লক্ষণ নয়? একি দেশের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের লক্ষণ নয়?

আর, সত্যিই কি আমরা রাজার ইচ্ছেকে একটুও মর্যাদা দিতে পেরেছি?

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, মুক্তমনে বিষয়টিকে ভাবুন। আপনার-আমার সদিচ্ছাই পারে কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে।

এই অংশটা ১৯৯৯-এর আগস্ট 'যুক্তিবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

কিন্তু তারও ছ মাস আগে বইটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'কাশ্মীর সমস্যা : একটি ঐতিহাসিক দলিল' নামে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় ও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লেখাটি অনুবাদ হয়। যে কাশ্মীর এতদিন ছিল দ্বিপাক্ষিক আলোচনার বিষয়, তাই হয়ে গেল ত্রিপাক্ষিক আলোচনার বিষয়। প্রথম পক্ষ হয়ে উঠলেন কাশ্মীরিরা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পর্ব

আজাদির লড়াঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজাদির লড়াই : এলোমেলো ডায়েরি
জুন থেকে সেপ্টেম্বর ২০১০ : এখন কাশ্মীর

দেড় বছর আগে ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেস জোট ক্ষমতায় এসেছিল প্রগ্রেসিভস ডেমোক্রেটিভ পার্টিকে হারিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী হলেন ওমর আবদুল্লা। ফারুক আবদুল্লার পুত্র। ওমরের ঠিক আগে ২০০২-২০০৮ মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বসেছিলেন পিডিপি নেতা মুফতি মহম্মদ সৈয়দ। সম্পর্কে মেহেবুবা মুফতির পিতা। পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতিকে নির্বাচনে টেক্কা দিয়েছিলেন ওমর আবদুল্লা—প্রতিশ্রুতির জোরে। এক ঝাঁক প্রতিশ্রুতির প্রতিশ্রুতির প্রধান দুটি ছিল—কেন্দ্রীয় সেনাদের জম্মু-কাশ্মীর থেকে বিদায় করবেন। অপরটা হল 'আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট' সংক্ষেপে 'AFSPA' কাশ্মীর থেকে তুলে ছাড়বেন। ওমরের জোটসঙ্গী যেহেতু কংগ্রেস, তাই ওর প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছিলেন কাশ্মীরবাসীরা।

'AFSPA' একটা ভয়াবহ রকম কালা কানুন। এই কানুন বা আইন মত সেনা ও আধা সেনাদের হাতে সত্যি বলতে কী যাকে ইচ্ছে খুন, গুম, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ ইত্যাদি বিনা বাধায় করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য—একটা হাড় হিম করা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করা। মাথা তুলতে চাওয়া প্রতিবাদীদের শেষ করা। এমন অত্যাচার করা, যাতে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চিন্তাই মাথায় না আসতে পারে।

এমনই একটা ভয়ংকর অবস্থার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ বছর ধরে চলেছে কাশ্মীরবাসীরা। গত দেড় বছর আগে ছিল জম্মু-কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচন। ভয়ংকর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থেকে বাঁচতে যার প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা রেখেছিলেন কাশ্মীরিরা, সেই ওমর কথা রাখেননি। কাশ্মীরের জনতা দেখলেন—শেখ আবদুল্লা ও ফারুক আবদুল্লার ঐতিহ্য বজায় রেখে ওমর আবদুল্লাও চূড়ান্ত ভোগী ও বিলাসী। ওমরসহ রাজ্যের অনেক মন্ত্রীরই বিলাসবহুল প্রাসাদ রয়েছে দুবাইতে।

গত ২০ বছর ধরে চলে আসা সংগ্রাম একটু একটু করে অন্য রূপ পেল গত ১১ জুন ২০১০ থেকে। এই দিন কাশ্মীরের আধাসেনারা প্রকাশ্য দিবালোকে দু-জন চনমনে কিশোরকে খেয়াল-খুশির মস্তিতে গুলি করে লাশ বানিয়ে দিল। জাহির করল তাদের 'স্পেশাল পাওয়ার'। এই দুই মৃত্যুই

কাশ্মীরিদের রক্তে আগুন জ্বেলে দিল। দখলদার হিন্দুস্থানি সেনাদের অত্যাচার আর সহ্য করা নয়। লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরিদের দু-দশকের ক্ষোভ ও ক্রোধ রূপ পেল আজাদির লড়াইতে। ওদের কণ্ঠে আজ একটাই স্লোগান 'লড়কে লেঙ্গে আজাদি'। কাশ্মীরিরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, ওদের জন্মভূমি কাশ্মীরকে ছেলে-বলে-কৌশলে দখল করে রেখেছে হিন্দুস্তান। ওরা আজাদির বিকল্প কোনও কিছুতেই আর বিশ্বাস করেন না, উপত্যকায় আন্দোলন যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে মনমোহনের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসে আজাদির বিকল্প খুঁজতে ভয় পাচ্ছে হুরিয়ত থেকে পিডিপি। ভয়টা সরকারের সঙ্গে আপস করলে ওদের বিরুদ্ধে উঠবে বিকিয়ে যাওয়ার অভিযোগ।

দেড় কোটি জনসংখ্যার জম্মু-কাশ্মীরে ১৯৯০-এর ১ মার্চ থেকে ২০১০ সালের ১৩ আগস্ট পর্যন্ত ভারতীয় সেনার হাতে মারা গেছেন ও নিখোঁজ দু'লক্ষ কাশ্মীরি। দখলদার হিন্দুস্তানি ফৌজ ও হিন্দুস্তান সরকারের উপর কাশ্মীরিদের রয়েছে তীব্র ঘৃণা। 'ইউ এন ও'র ওপরও রয়েছে তীব্র ক্ষোভ। স্বাধীন দেশ কাশ্মীরকে দখল করে রেখেছে হিন্দুস্তান। ইউ এন ও কেন দখল মুক্ত করতে পারছে না? আজকের কাশ্মীরিরা মনে করেন ওমরের ন্যাশনাল কনফারেন্স ও মেহবুবা মুফতির পিডিপি দু-দলই সমান ধান্ধাবাজ। কাশ্মীরবাসীদের জন্য ভাববার সময় নেই ওদের। কাশ্মীরিদের উন্নতির জন্য যা যা আসে, তার প্রায় পুরোটাই ওরা লুটে-পুটে শেষ করে। আজাদির লড়াইতে ওরা নেই।

AMARBOI.COM

একটা লক্ষণীয় বিষয়, অমরনাথ থেকে যে সব তীর্থযাত্রী ফিরছেন, তাঁদের উপর কোনও আক্রমণ হয়নি। তাঁদের কোনও অসুবিধেয় পড়তে হয়নি। আসলে কাশ্মীরিরা লড়ছেন হিন্দুস্থানি ফৌজের বিরুদ্ধে, হিন্দুস্তানের মানুষদের বিরুদ্ধে নয়।

এই লড়াইটা চলছে হিন্দুস্তানে ফৌজদের ট্যাঙ্ক, রকেট লঞ্চার, আধুনিকতম অস্ত্রের বিরুদ্ধে কাশ্মীরবাসীদের ছোঁড়া পাথরের। নয়াদিল্লিতে বসে মন্ত্রী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা যতই কাশ্মীরিদের ক্ষোভের পিছনে ইসলামাবাদ, আই এস আই, হুরিয়ত এবং লস্কর-ই তৈবার হাত আছে বলে চেঁচান না কেন, বাস্তব সত্য কিন্তু অন্য কথাই বলে। শ্রীনগর ঘুরলেই স্পষ্ট বোঝা যায় ওরা বিস্ফোরিত হচ্ছে হিন্দুস্তান সেনাদের লাগাতার অত্যাচারের বিরুদ্ধে। হ্যাঁ, ইসলামাবাদের কোনও প্ররোচনা ছাড়াই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসপাতালে আহতদের শয্যা মিছিলের প্রায় সকলেরই বয়স ১৪ থেকে ২২ বছর। পেশায় ক্লাস নাইন থেকে কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ওরা রাস্তার পাথর ছুঁড়ে অসম যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন হিন্দুস্তানি ফৌজদের বিরুদ্ধে। ফলে একতরফা ভাবে আহত বা নিহত হয়েছেন আজাদির লড়াইতে শামিল কিশোর ও তরুণরা। ওঁরা শহিদের সম্মান পাচ্ছেন কাশ্মীরবাসীদের কাছে।

এই কিশোর ও তরুণ বিগ্রেডদের নাছোড়বান্দা মানসিকতা দিল্লির সোনিয়া, মনমোহন, চিদম্বরম, রাহুল ও কৃষ্ণর ব্লাডপ্রেসার বাড়িয়ে দিয়েছে।

আরও প্রেসার বাড়িয়েছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব। তিনি কাশ্মীর সমস্যাকে ভারতের আভ্যন্তরীণ সমস্যা না বলে আরও গোল পাকিয়েছেন।

রাহুল ওঁর পরম বন্ধু ওমরের গদি বাঁচাতে হিমশিম খাচ্ছেন।

কাশ্মীর দখলে রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বড়ই করুণ অবস্থা।

আজাদির লড়াইকে ইসলামাবাদের হাত বলে প্রচার

ভারত তারস্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছে—কাশ্মীরের এটা জনরোষ নয়, এটা আজাদির লড়াই নয়। এর পিছনে আছে লস্কর-ই-তৈবা। আমাদের মাননীয়

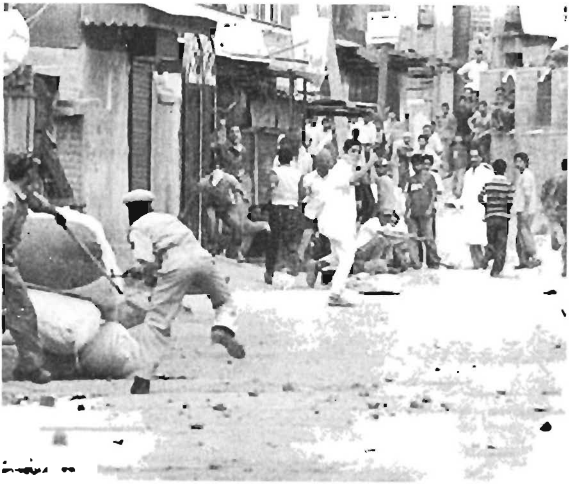

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম পেশায় বিভিন্ন কর্পোরেট হাউজের ল-ইয়ার ছিলেন। এখনও ব-কলমে তাই। তিনি দুঁদে লইয়ারের মতোই আজাদির লড়াই ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে জনরোষকে ধামা-চাপা দিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বোঝাতে চাইছেন, কাশ্মীরে লড়ছে লস্কর-ই তৈবা। ওদের সঙ্গে কাশ্মীরিরা নেই। কাশ্মীরিরা মনে-প্রাণে ভারতীয়।

ভারতের সাধারণ মানুষরাও আজ প্রশ্ন তুলছে, তাই যদি সত্যি হবে, তাহলে

কয়েক লক্ষ ভারতীয় সেনা কেন কয়েক শো বা কয়েক হাজার লস্কর-ই-তৈবাকে শেষ করতে পারছে না? পারছে না কারণ এ লড়াইটা আজ প্রতিটি কাশ্মীরিদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় স্বাধীনতার লড়াই। দখলদার হিন্দুস্তানের সেনাদের দখল মুক্ত করার লড়াই।

এই সত্যকে চাপা যাবে না কোনও মিথ্যে দিয়েই।

কিছু তো দিতেই হবে। স্বাধীনতা না দিলে গণভোট করাতে হবে দুই কাশ্মীরে এবং তা রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে। তার আগের ধাপে দিতে হবে 'স্বশাসন'। এছাড়া নিষ্কৃতি নেই সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকদের (পড়ুন ভিলেনদের)।

AMARBOI.COM

কাশ্মীরের জনরোষে জল ঢালতেই হবে। কীভাবে? অবস্থা দেখতে ৭ জুলাই পাঠান হল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোপালকৃষ্ণ পিল্লাই ও ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস এ আর ভার্মাকে।

সংশ্লিষ্ট বহু আই এ এস, আই পি এস ও রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কথা বলে ৮ তারিখ ফিরলেন। অবস্থা মোকাবিলা বিষয়ে সাজেশন দেবেন। ৮ তারিখ দু-জনই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরমের সঙ্গে দেখা করে বিস্তৃতভাবে তাঁদের মতামত জানান। তাঁদের স্পষ্ট মত, যারা গণ্ডগোল যারা পাকাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। তারা দু-জনে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গে দেখা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ মত আশ্বাস দিয়েছেন, যত খুশি কড়া হাতে অবস্থার মোকাবিলা করুন। কেন্দ্র পাশে আছে, থাকবে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মোকাবিলায় আরও আট কোম্পানি আধাসেনা পাঠচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, পিল্লাই ও বর্মার বদলে চিদম্বরমকেই কাশ্মীরে পাঠাবেন। তারপর ঠিক করেন, কড়া হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে তারপর বিজয়ী সেনাপতি চিদম্বরমকে পাঠানো হবে। এক হাতে লুঙ্গির মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে পরা ধুতি ধরে হাসি হাসি মুখে শান্তির বাণী শোনাবেন।

মনমোহন, সোনিয়া ও রাহুল মনে করেছিলেন, তেলেঙ্গানা নিয়ে গণ্ডগোলে যে ভাবে মুখ্যমন্ত্রী কে রোসাইয়া পুলিশের পাশাপাশি রাজনৈতিক তৎপরতা দেখিয়েছিলেন, তেমনটাই করবেন ওমর। একদিকে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে এবং আর একদিকে সেনা-পুলিশ দিয়ে কড়া হাতে অবস্থা সামাল দেবেন। ন্যাশনাল কনফারেন্সের সুপ্রিমো ফারুক আবদুল্লা প্রবীণ রাজনীতিবিদ, তিনি অন্তত ছেলেকে এই খারাপ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারবেন—এমনটাই আশা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের।

আশা দুরাশা! কারণ কেন্দ্রীয় সরকার তেলেঙ্গানা ও কাশ্মীরের আন্দোলনের মূল পার্থক্যই বুঝতে পারেনি। তেলেঙ্গানা একটা পৃথক প্রদেশের স্বীকৃতির আন্দোলন। আর কাশ্মীরের আন্দোলন হল জোর করে পরাধীন করে রাখা একটা জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার আন্দোলন।

ওদের সব দিক দিয়ে মারো

জুলাই ৯, ২০১০। লড়াইয়ের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার পক্ষে নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা। কার্ফু, লাগাতার কার্ফু। ভারতীয় সেনা, কাশ্মীরি পুলিশদের অবরোধ ঠেলে খাবার থেকে ওষুধ কিছু কাশ্মীরে ঢুকছে না। স্বাস্থ্যপরিষেবা একেবারে বন্ধ। বন্ধ ব্যাঙ্ক, অফিস, যান চলাচল, স্কুল কলেজ, দোকান, বাজার সব কিছু। এই অবস্থা চলছে দিনের পর দিন।

শ্রীনগরের দুটি প্রধান হাসপাতাল, শ্রীমহারাজা হরি সিং হাসপাতাল এবং শের ই কাশ্মীর ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস। দুটিই ডাক্তার ও কর্মীদের অনুপস্থিতিতে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে।

ডাক্তার ও হাসপাতালকর্মীদের কার্ফু-পাস ইস্যু করছে না সরকার। ডাক্তার থেকে কর্মী সবাই কাশ্মীরি। ওদের একটুও বিশ্বাস করে না কাশ্মীরের সরকার। ওরা প্রত্যেকেই মনে-প্রাণে আজাদি চায়। ওদের ছেলে-মেয়েরাই পাথর ছুঁড়ছে। মরবে জেনেও ছুঁড়ছে।

আজই ৪৫ জনকে পাথর ছোঁড়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও ২০০ জনকে খোঁজা হচ্ছে।

শের ই ইনস্টিটিউটের ডাক্তার মাজিদ মিডিয়ার সামনে অভিযোগ করেছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনারা হাসপাতালে ঢুকে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। ওরা নাকি খোঁজ করতে এসেছিল এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে কোনও গুলিতে বা কাঁদুনে গ্যাসের সেলে আহত কেউ আছে কি না। সেনা-পুলিশরা অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত রাস্তায় বেরতে দিচ্ছে না। আজাদির লড়াইতে শামিলদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই এই কড়া পদক্ষেপ। প্রতিবাদে বিক্ষোভে নেমেছেন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

আমজনতার মুড দেখে কংগ্রেস চিন্তিত হল। গভীরভাবে চিন্তিত হল।

রক্তাক্ত রবিবার। ফায়ারিং-এ ৮ জনের মৃত্যু

১ আগস্ট ২০১০। আজ আধাসেনাদের গুলিতে মৃত্যুর, সংখ্যা দাঁড়াল ৮ জন। ৮টা তরুণ প্রাণ আজাদির স্বপ্ন নিয়ে চলে গেল। স্বপ্নকে সার্থক করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ লক্ষ মানুষকে অগ্নিগর্ভ করে বিদায় নিল।

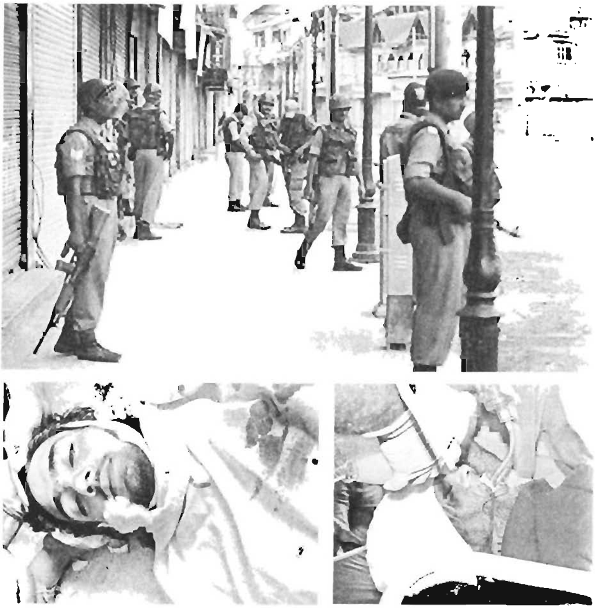

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১ জুন ২০১০ থেকে শুরু হওয়া এই আজাদির লড়াইতে একদিনে এটাই সবচেয়ে বড় রক্তাক্ত দিন। আহতের সংখ্যা প্রায় শ'খানেক।

কাশ্মীরিরা ঘটনার ব্যাপ্তিতে ঘৃণা ছুঁড়ে দিল হিন্দুস্তানের সেনা ও তাদের জোহুজুর মুখ্যমন্ত্রী ওমরের উদ্দেশে। ওদের শোক ও ক্রোধ চিন্তিত করল কেন্দ্রীয় সরকারকে। অবস্থা সামাল দিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করল। সরকারি মতে ১১ জুন থেকে ১ আগস্ট পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে নিহত যুবকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯ জন।

ওমর আবদুল্লা বিকেলে এক আবেদন প্রচার করলেন সমস্ত শ্রেণির কাশ্মীরবাসী ও মিডিয়ার কাছে। আবেদনের বক্তব্য, 'সরকার একা এই রক্তপাত বন্ধ করতে পারবে না। আপনারা সহযোগিতা করুন।'

মিডিয়ার সাংবাদিকদের কাছ থেকে অবশ্য ইতিমধ্যেই জোর করে সহযোগিতা আদায় করা হয়ে গেছে। সাংবাদিকদের কার্ফু-পাস ইস্যু করা হচ্ছে না। অতএব কার্ফুর সময় কাশ্মীরে কী ঘটছে তা জানা এবং জানানো সম্ভব হচ্ছে না। এর-ওর বাড়ির জানালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে তোলা ছবিই পাঠাচ্ছেন চিত্র-সাংবাদিকরা। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই এই ছবি তোলা, পুলিশ বা আধা সেনা ছবি তুলতে দেখলেই গুলি চালাবে—এমনটাই আদেশ।

শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরের জনগণের বিরুদ্ধে একাই সরকার লড়ে যাচ্ছে। শান্তি আনার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, জনগণের দাবির প্রতি সামান্যতম সম্মান না জানিয়ে দাবিয়ে রাখার যে পথ সরকার নিয়েছে, তাতে রক্তপাত বন্ধ হওয়ার নয়। চিদম্বরমের কাশ্মীর যাত্রার পরিকল্পনা তাই স্থগিত রাখা হয়েছে।

AMARBOI.COM

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের আহ্বান : শান্তি আনুন

The Times of India, August 2, 2010 তারিখে TIMES NATION পৃষ্ঠায় পাঁচ কলম জুড়ে খবর—

UN secy gen calls for J&K calm

Urges Utmost Restraint; Separatists Say Remark A Symbol of Victory

ইউনাইটেড নেশনস সেক্রেটারি জেনারেল ব্যান কি-মুন কাশ্মীর সমস্যাকে ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যা বলে চুপ করে না থেকে এই বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কাশ্মীর সমস্যার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত পক্ষকে শান্তিপূর্ণভাবে, সংযমের সঙ্গে সমস্যা মেটাবার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। ভারতের শাসনাধীন কাশ্মীরের গত কিছুদিনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি সংবাদমাধ্যমকে এই বক্তব্য জানিয়েছেন বিশ্বের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

New Delhi : As the Kashmir valley witnessed a fresh spurt of violence in the past three days, separatists have seized upon United Nations secretary-general Ban Ki-moon's recent statement asking "all concerned to exercise utmost restraint and address problems peacefully" as an opportunity to draw global attention towards the state.

Expressing concern over the current unrest in Kashmir. Ban Ki-moon issued an appeal for calm and underlined the need for "patience, perserverance and compromise on all sides."

"In relation to recent developments in Indian-administered Kashmir, the secretary general is concerned over the prevailing security situation there over the past month," Farhan Haq, Ban's spokesperson, said in a statement on July 29. It added : "He (Ban) calls on all concerned to exercise utmost restraint and address problems peacefully."

আজাদি আন্দোলনকারীরা রাষ্ট্রসংঘের এই পদক্ষেপকে তাদের জয় বলে মনে করছেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের এই বক্তব্য আজাদি আন্দোলনে জ্বালানি সরবরাহ করল।

কাশ্মীরে মৃত্যু মিছিল : রাষ্ট্রপতির শাসন বিবেচনা

২ আগস্ট ২০১০ সোমবার। কাশ্মীরে উপত্যকায় সি আর পি এফ জওয়ানদের গুলিতে আবার ৮ জনের মৃত্যু হল।

আজ উপত্যকার সব কিছু স্তব্ধ। কার্ফু আজ টানা ৩ দিন ধরে চলছে। স্কুল, কলেজ, অফিস, ব্যাঙ্ক সব স্তব্ধ। হাসপাতালগুলোতে ওষুধ নেই। জম্মু থেকে শ্রীনগরে দ্রব্য-সামগ্রী চলাচল বন্ধ।

ইউ. এন সেক্রেটারি জেনারেলের বক্তব্য জনতাকে যেমন উদ্দীপ্ত করেছে, তেমনই ওমর আবদুল্লাকে আরও বেপরোয়া করেছে।

আজ ওমর আবদুল্লার সঙ্গে জরুরি আলোচনায় বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরম এবং বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণ।

ওমর স্পষ্ট জানান, এখুনি কোনও রাজনৈতিক প্যাকেজ ঘোষণা ছাড়া এই আন্দোলনকে লাগাম পরানো যাবে না। আর একটুও দেরি না করে 'আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট' তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হোক।

এই দিনই আলোচনা হয় কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষণা করা হবে কিনা, সেই প্রসঙ্গে। পিডিপি'র মেহেবুবা মুফতির এ বিষয়ে মতামত ফোনে জানতে চাইলে তিনি জানান এখুনি বিধানসভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষণা করুক কেন্দ্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক হয় এ বিষয়ে উচ্চপর্যায়ে পর্যালোচনার পর চিদম্বরম আগামীকাল সংসদে কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থান নিয়ে আলোচনা করবেন। এবং ঘোষণা করবেন এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ সরকার নিতে যাচ্ছে।

ওয়েবসাইট : একটা লড়াই, একটা জয়

'যুক্তিবাদী সমিতি' এবং 'হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন' দীর্ঘ বছর ধরেই কাশ্মীর সমস্যা, কাশ্মীরে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং আজাদির লড়াই পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে নিরপেক্ষতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখছিল। নিজেদের স্টাডি ক্লাসে প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাতকে বিশ্লেষণ করেছে।

১৯৯৮ সালে প্রকাশিত 'কাশ্মীর সমস্যা : একটি ঐতিহাসিক দলিল' কাশ্মীরের লড়াইয়ে একটি অভূতপূর্ব মোড় ঘুরিয়ে দেয়। প্রকাশক ছিল 'হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন'।

১১ জুন ২০১০ থেকে যে লড়াই কাশ্মীরবাসীরা শুরু করেছেন সে বিষয়ে আমাদের দায়বদ্ধতা অনুভব করি। সেই অনুভূতি থেকেই 'যুক্তিবাদী সমিতি' ও 'হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন'-এর ওয়েবসাইট www.srai.org এবং www.humanistassociation.org-তে চার আগস্ট মধ্যরাতের পর একটা লেখা বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। লেখাটা এই :

কাশ্মীরবাসীদের পাশে আমরা আছি

ভারতবর্ষ যখন পরাধীন ছিল, তখন কাশ্মীর ছিল একটি স্বাধীন দেশ, ১৯৪৭-এর ২৭ অক্টোবর ভারত এই স্বাধীন দেশ দখল করতে কাশ্মীরে সেনা পাঠায়, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ বহুবার প্রস্তাব দেয়—স্বাধীন কাশ্মীরের মানুষ গণভোটের মাধ্যমে ঠিক করুক তারা স্বাধীন থাকবে, না ভারত অথবা পাকিস্তানের অধীনে থাকবে। বারবার ভারত সরকার গণভোটের দাবি মেনে নেয়। কিন্তু প্রতিবারই নানা অজুহাত তুলে ভারত গণভোট হতে দেয়নি।

কাশ্মীরের জনগণ কাশ্মীরের যে ভূখণ্ডকে নিজেদের অধিকারে রাখতে পেরেছেন, তার নাম 'আজাদ কাশ্মীর' বা 'স্বাধীন কাশ্মীর'। এই কাশ্মীর পাকিস্তানের অধীন নয়, স্বশাসিত অঞ্চল। ওদের নিজস্ব জাতীয় পতাকা আছে (পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা ওদের জাতীয় পতাকা নয়)। ওদের নিজস্ব রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী আছেন (পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ওদের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নন)। ডাক-তার-যোগাযোগ, বিদেশে ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব আজাদ কাশ্মীর সরকার পাকিস্তান সরকারের হাতে অর্পণ করেছে চুক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধ্যমে। বাকি প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণ স্বশাসন চালু আছে আজাদ কাশ্মীরে।

আজাদ কাশ্মীর ও ভারতের অধীকৃত কাশ্মীরে একসঙ্গে যে গণভোট হওয়ার কথা ছিল তাতে উভয় কাশ্মীরের জনগণেরই ঠিক করার কথা ছিল—তারা স্বাধীন থাকবে, নাকি ভারত বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে।

না। আজাদ কাশ্মীরে কোনও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নেই, জনক্ষোভই নেই। কাশ্মীরকে দখল করে রাখার কারণে ইউ এন ও ভারতকে কালো তালিকাভুক্ত (Black listed) করেছে। না, পাকিস্তানকে করেনি।

আমাদের দাবি, হয় গণভোট করো, না হলে কাশ্মীরিদের হাতেই কাশ্মীরকে ছেড়ে দাও। হত্যা, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ভয়াবহ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে আমরা দেশটাকে দখলে রাখতে চাই না।

প্রবীর ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

সুমিত্রা পদ্মনাভন
সাধারণ সম্পাদক
হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন

অধিকৃত কাশ্মীরে স্বশাসনের সিদ্ধান্ত

এই চিঠিটি দুটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতি বিশাল রকমের ধাক্কা খায়। পৃথিবীর প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত হিউম্যানিস্টস ও র‍্যাশানালিস্টস প্রতিষ্ঠানকে এবং পৃথিবীর প্রতিটি জনপ্রিয় মিডিয়াকে এই চিঠির প্রতিলিপি ই-মেল করে পাঠানো হয়।

ফলে সরকার প্রচণ্ড রকমের চাপে পড়ে যায়। এবং অধিকৃত কাশ্মীরে স্বশাসন দেওয়ার কথা ভাবতে বাধ্য হয়। এটাই কি আজাদি'র একটা বড় ধাপ?

প্রসঙ্গত জানাই ৩০ জুন ২০১০ টাইমস অফ ইন্ডিয়া'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জম্মু-কাশ্মীরের আর্মি চিফ জেনারেল ভি কে সিং জানান, কাশ্মীরে বর্তমানে প্রায় তিন লক্ষ সেনা আছে।

সোনিয়া গান্ধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা পিছু জনসংখ্যার ভিত্তিতে সেনা সমাবেশে কাশ্মীরই বিশ্বে এক নম্বরে।

৬ আগস্ট রাতে প্রধানমন্ত্রী, সোনিয়া গান্ধি ও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা কাশ্মীরে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একটা রাজনৈতিক প্যাকেজ ঘোষণার কথা মাথায় আনেন। কাশ্মীরের সব দলের সঙ্গে বৈঠক ডাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকের তারিখ ঠিক হয় ১০ আগস্ট। ঠিক হয়, আনুষ্ঠানিকভাবে ৯ আগস্ট বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হবে কাশ্মীরের সব রাজনৈতিক দল ছাড়া বিজেপি এবং সিপিআই(এম) দলকে। বৈঠকে এও ঠিক হয় 'আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট' বিষয়টি এবং সেনা সংখ্যা কমানোর বিষয়টি মাথায় রাখা হবে। সেই সঙ্গে ৬ থেকে ৮ তারিখ পর্যন্ত নজর রাখা হবে, দুটি ওয়েবসাইটে তোলা স্বশাসনের বিষয়টি আন্দোলনকারীদের কতটা প্রভাবিত করেছে—এটা পরিমাপ করতে। ইতিমধ্যে কাশ্মীর উপত্যকায় এস এম এস ও ফেসবুক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অবস্থা সামাল দিতে।

শেষ পর্যন্ত স্বশাসনের প্রস্তাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী

১০ আগস্ট ২০১০। আজ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে সর্বদলীয় বৈঠক। মেহবুবা মুফতির পিডিপি ছাড়া কাশ্মীরের প্রায় সব প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাই

সৈয়দ আলি শাহ গিলানি

হাজির ছিলেন। হাজির ছিলেন ওমর আবদুল্লা এবং ফারুক আবদুল্লা। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে হাজির ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরম, প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি, অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণ।

এই বৈঠকেই স্বশাসনের প্রস্তাব পেশ করলেন প্রধানমন্ত্রী।

কতটা স্বশাসন দেওয়া হবে? জানতে চাইলেন হুরিয়ত কনফারেন্স নেতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ আলি শাহ গিলানি ও ফারুক আবদুল্লা। দু'জনেরই দাবি ছিল, ১৯৫৩ সালের আগে যে স্বশাসনের অধিকার কাশ্মীরের ছিল তেমন অবস্থা ফিরিয়ে দিতে হবে।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরে পূর্ণ স্বশাসন ছিল; যেমন বর্তমানে রয়েছে আজাদ কাশ্মীরে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা ও বিদেশ ছাড়া জম্মু-কাশ্মীর সরকারের হাতে ছিল সামগ্রিক ক্ষমতা। তেমন স্বশাসনের অধিকারই কি দিতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী?

প্রধানমন্ত্রী বিষয়টা স্পষ্ট না করলেও এটা জানান, তাঁর সচিবালয়কে আদেশ দেবেন আজ থেকেই স্বশাসন নিয়ে একটা খসড়া তৈরির কাজে হাত দিতে। দ্রুত খসড়া তৈরি করে আবার সবাই মিলে আলোচনায় বসবেন।

প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন, 'এ এফ এস পি এ' আইনটি তুলে নেবার কথা বিবেচনা করছেন। আরও জানান, দুই কাশ্মীরের মধ্যে বাণিজ্য অবাধ করতে চান।

হুরিয়ত কনফারেন্সের দুই নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানি এবং মিরওয়াইজ ওমর ফারুক বলেন, কাশ্মীর যে ভারতের অংশ নয়, এই নিয়ে যে বিতর্ক আছে, তা ভারত সরকারকে স্বীকার করতে হবে। নইলে আলোচনাই হবে না।

বিজেপি'র প্রতিনিধি রবিশঙ্কর প্রসাদ এই স্বশাসনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে সর্বভারতীয় স্তরে কাশ্মীর পরিস্থিতি এবং স্বশাসনের প্রস্তাব নিয়ে সর্বদল বৈঠক ডাকতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

কাশ্মীর নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং তা পালন না করার একটা বিশাল ঐতিহ্য ভারত সরকারের আছে। নেহরু থেকে নরসিম্হা কেউ কথা রাখেননি। মনমোহন সেই ঐতিহ্য ভাঙেন কি না—আমরা দেখতেই পাব।

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাশ্মীর তুমি কেমন আছ

১৩ আগস্ট। গতকাল পবিত্র রমজান মাস শুরু হয়েছে। আজ জুম্মাবার (শুক্রবার)। কিন্তু আজও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বলি দুটি প্রাণ। অথচ প্রত্যাশা ছিল পবিত্র রমজান মাস কাশ্মীরের জনগণের ক্রোধের আগুনে জল ঢালবে। শান্তিতে কাটবে। আর এই সুযোগে ভারত সরকার ও কাশ্মীরের রাজ্য সরকার হারানো অবস্থা থেকে ফিরতে অনেকটা সময় পেয়ে যাবে।

কিন্তু আজ আজাদির লড়াইতে নামা পাথরবাহিনী দাবি তুলেছে, 'আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট' আজই তোলো, এখনি তোলো। ১১ জুন থেকে আজ পর্যন্ত জওয়ানদের গুলিতে প্রাণ দিল ৫৫ জন।

১৫ আগস্টের অনুষ্ঠানে ওমরকে জুতো

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের জনজীবন স্বাধীনতা দিবসেও স্তব্ধ। উপত্যকা জুড়ে বন্ধ পালন করল কাশ্মীরবাসী। একটাই দাবি, 'হিন্দুস্তান কাশ্মীর ছোড়ো'।

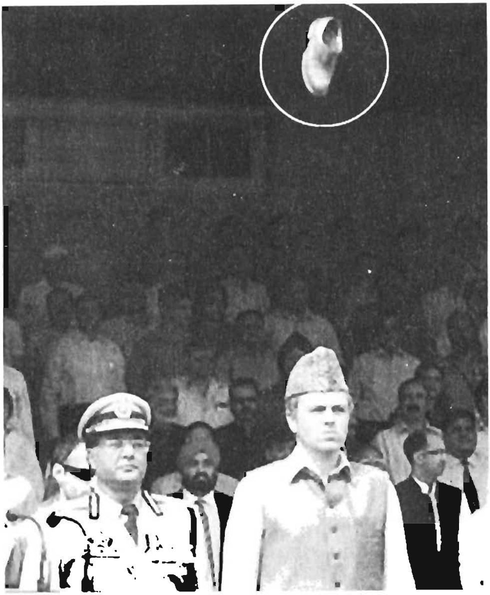

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ওমরকে লক্ষ্য করে জুতো ছুঁড়লেন আবদুল আজাদ জান। হই-হই কাণ্ড! ভিআইপি আসনে বসার সুযোগ পেলেন কী করে আব্দুল আজাদ জান? কোনও গোলমাল যেন না হয় তাই কড়া নজরদারির ব্যবস্থা ছিল। ছিলেন প্রশাসন কর্তা, নিরাপত্তাকর্মী, সিসিটিভির সজাগ চোখ। এদের সবাইকে এড়িয়ে কী করে ঢুকেছিলেন জান, সেটা সত্যিই রহস্য। আর বসেছিলেন রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবের জন্য নির্দিষ্ট আসনে। স্বরাষ্ট্রসচিব এসেছিলেন জান-এর কয়েক মিনিট পরে। তিনি এসে নিজের নির্দিষ্ট আসনে না বসে কেন অন্য কোনও এক অফিসারের আসনে বসেছিলেন। সিসিটিভির একটা ক্যামেরা কেন কাজ করেনি? আর ওই ক্যামেরা লেন্সের নজর রাখার কথা ছিল স্বরাষ্ট্রসচিবের এবং তাঁর আশেপাশের সিটের ভিআইপি'দের ওপর। এসবই কি ওমরকে অপমান করার পূর্বপরিকল্পনার অঙ্গ? ওরা সবাই কি আজাদির লড়াইয়ে শামিল?

স্বরাষ্ট্রসচিব তাশি দোরজে'কে ১৭ আগস্টই বদলি করে দেওয়া হয়েছে। ক্যামেরাম্যান ও নিরাপত্তাকর্মীদের নিয়ে চলছে তদন্ত। কিন্তু কিছুই প্রকাশ পাবে বলে মনে হয় না। কারণ জুতো ছোঁড়ার পরিকল্পনায় শামিল ছিলেন আই এ এস, আই পি এস থেকে অনেক কাশ্মীরের মানুষই—এটা অনুমান করতে অসুবিধে হয় না।

জুতো ছুঁড়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন জান। ১৬ আগস্ট জানকে আদালতে হাজির করা হয়। ১৫ আগস্টই তাঁকে পুলিশের চাকরি থেকে সাসপেন্ড করা হয়।

জান আদালতে কান্নায় ভেঙে পড়ে বিচারককে জানান, তাঁর উপর প্রচণ্ড রকমের নির্যাতন চালিয়েছে পুলিশ। পুলিশের তরফ থেকে তাঁকে বিবৃতি দিতে বলা হয়েছে যে তাঁকে পিডিপি নেতারা এই কাজে উস্কানি দিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন। কিন্তু বাস্তব ঘটনা আদৌ তেমন নয়। সিআরপিএফ-এর গুলিতে নিরীহ মানুষদের প্রাণ যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ওমর কাশ্মীরিদের কথা না ভেবে নিজের গদি রাখতে নাগরিকদের উপর মাত্রাছাড়া অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এরই প্রতিবাদে তিনি ওমরকে লক্ষ্য করে জুতো ছুঁড়েছিলেন।

আদালত আহত আবদুল জানকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিকে ওমরকে জুতো ছুঁড়ে কাশ্মীরিদের চোখের মণি হয়ে উঠেছেন আবদুল জান। তাঁর বাড়িতে এখন মানুষের ঢল।

কাশ্মীর : এক সাংবাদিকের ডায়েরি থেকে

'Icore একদিন' ৫ আগস্ট ২০১০-এর পৃষ্ঠা থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনায় ছেয়েছে ভূস্বর্গ, কাঁটাতারে থমকে নাগরিক জীবন

পার্থসারথি সেনগুপ্ত • শ্রীনগর

জম্মু থেকে রওনা দিয়েছিলাম রাত দুটোয়। গন্তব্য শ্রীনগর। রাতের অন্ধকারে যখন গাড়িতে চড়ে বসলাম, তখনও জানি না সামনের প্রায় তিনশো কিলোমিটার রাস্তায় কী অপেক্ষা করে রয়েছে আমাদের জন্য।

জম্মু থেকে কোনও গাড়িই শ্রীনগর যেতে রাজি নয়। সে যত টাকাই দেওয়া হোক না কেন। চালকদেরও তো প্রাণের মায়া আছে। তাই জোরও করা যাচ্ছে না। একদিকে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ, অন্য দিকে সেনাবাহিনী ও আধা সেনার নিয়ম মেনে চলার রক্তচক্ষু।

অবশেষে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলেন কাশ্মীরের প্যান্থার পার্টির মহাসচিব ফারুক আহমেদ দার। তাঁর গাড়িতেই রওনা হলাম। মাইন ডিটেকশন কার-এর উপর ভরসা করে আর সেনাবাহিনীর কনভয় সঙ্গে নিয়ে কোনও মতে পার হওয়া গেল জওহর টানেল। সাড়ে তিন কিলোমিটারের এই সুড়ঙ্গ পেরোতেই বোঝা গেল উপত্যকার আসল চিত্র।

রাস্তায় আর একটিও গাড়ি নেই। চলছে না কোনও বাস। শ্রীনগরের দিকে আরও কিছুটা এগোতেই চোখ চড়কগাছ। রাস্তা আটকে বসে—না, বিক্ষুব্ধ জনতা নয়, বিএসএফ-এর জওয়ানরাই। রাস্তা জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া। আমাদের এগোতে দেওয়া তো দূরে থাক, একটি কথাও শুনতে রাজি নয় বিএসএফ। ফারুক সাহেব অনেক অনুরোধ উপরোধ করলেন। চিঁড়ে ভিজল না। আমার প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরোর কার্ড দেখতে পর্যন্ত রাজি হলেন না তাঁরা। বরং বন্দুক উঁচিয়ে হুমকি দিলেন, এক্ষুণি জম্মু ফিরে যান, নইলে গুলি চালাতে বাধ্য হব। নয়াদিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কর্তাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলাম। সেনা আধিকারিকদের অনুরোধ করলাম, যদি তাঁরাও একটু কথা বলে আমাদের পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন। তাঁরা কথা তো বললেনই না, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আমাদেরও অনুমতি মিলল না কথা বলার। বুঝতে পারলাম, বিশ্বের বৃহত্তম কয়েদখানায় এসে উপস্থিত হয়েছি। যেখানে ঢোকা অথবা বেরনোর কোনও অনুমতিই নেই। একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল, ওমর প্রশাসন চাইছে না উপত্যকায় বাইরের কোন মানুষ আসুক। পত্রকার তো নয়ই। তাই বাধা প্রতি পদেই।

ভূস্বর্গকে তথাকথিত সুরক্ষিত রাখতে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি নিয়েছে জম্মু-কাশ্মীর সরকার। সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ রুখতে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে রাখা হয়, জানি। কিন্তু এখানে এসে তো দেখছি শহরের মাঝে খাস জাতীয় সড়কের উপরেও কাঁটাতারের বেড়া। অবশেষে ফারুক সাহেবের সহযোগিতাতেই সামনে এগোনোর সুযোগ মিলল। গোটা রাস্তাটা তিনিই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এলেন। রাস্তায় শুধুই সেনা আর আধাসেনার আনাগোনা। দেখা নেই আম আদমির। নেই সাধারণের গাড়ি। শুধুই সেনার কনভয়। উপত্যকার পুরোটাই সামরিক বাহিনীর দখলে।

বিভিন্ন জায়গায় অ্যান্টি-মাইন ভ্যান। হাতে মেশিন গান নিয়ে সেনা, ট্রিগারে আঙুল। যে কোনও সময় ছুটে আসতে পারে গুলি। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 'শ্যুট অ্যাট সাইট'-এর বুঝতে পারলাম, কেন বেশ কয়েক হাজার টাকা কবুল করেও শ্রীনগরে আসতে কোনও গাড়িচালককে রাজি করাতে পারিনি। গত দু' মাস ধরেই অবস্থা শোচনীয় এখানকার মানুষদের। পর্যাপ্ত জোগান নেই খাদ্যের। নেই শিশুদের জন্য দুধ। অমিল ওষুধ। যে গাড়িগুলো আসছে তাতে শুধু বোঝাই সেনাবাহিনীর অস্ত্র আর রসদ। জম্মু কাশ্মীরে বিএসএনএল ছাড়া অন্য কোনও সংস্থার মোবাইল ফোন পাওয়া যায় না। তা-ও পোস্টপেড। গত এক মাস ধরে সেই মোবাইল থেকেও কোনও মেসেজ পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ।

জম্মু-কাশ্মীরের হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঁয়া কায়ুম এই অবস্থার প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। সভাপতিকে আটক করার প্রতিবাদে বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জি.এম.সাইনি কালো কোট পুড়িয়েছিলেন। রাজৌরি থেকে তাঁকেও আটক করা হয়। এই দুই ব্যক্তির হাল দেখে পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে মুখ খোলার আর সাহস পাচ্ছেন না কেউ-ই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংবিধানের সাম্রাজ্যবাদী অনুচ্ছেদ বাতিল হোক

ভারতীয় সংবিধানের 1 (3)(c) অনুচ্ছেদে পরিষ্কার বলা হয়েছে ভারত অন্য কোনও দেশ বা দেশের অংশকে দখল করতে পারে।

আমরা প্রতিটি সৎ ভারতবাসী, দাবি করছি এই ঘৃণ্য, অমানবিক, সাম্রাজ্যবাদী অনুচ্ছেদ ভারতীয় সংবিধান থেকে বাতিল করা হোক।

যে মার্কসবাদী দলের সাংসদরা লোকসভা, রাজ্যসভায় আছেন, তাঁরা তো দু-বেলা সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার মুণ্ডুপাত না করে জলস্পর্শ করেন না। ভারতের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে পাল্টাতে এত বছর ধরে তাঁরা কী করেছেন?

সৎ হোন। ভণ্ডামি ছেড়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করুন। কাশ্মীরকে দখল করার সাম্রাজ্যবাদী অপকর্মের বিরোধিতা করুন। অনুরোধ।

দুর্বল মনমোহন সবল হলেন

৬ সেপ্টেম্বর ২০১০, সোমবার। প্রধানমন্ত্রী সংবাদপত্রের সম্পাদকদের প্রাতরাশ বৈঠকে আমন্ত্রণ করেন। সেখানে নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চিঁ চিঁ ছেড়ে সবল কণ্ঠে জানান, কাশ্মীরে AFSPA (আফস্পা) তোলা বা শিথিল করা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠক হবে এবং ‘ঈদের উপহার’ ঘোষণা করা হবে। সেই সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ, আহতদের

মনমোহন সিং

সুচিকিৎসার ব্যবস্থা, পাথর ছোড়ার জন্য ধৃতদের ছেড়ে দেওয়া, মামলা তুলে নেওয়া, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা—ইত্যাদি নিয়েই হবে ‘ঈদের উপহার’।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন খুশির খবর প্রচার করল সমস্ত মিডিয়া। কাশ্মীরের আজাদির লড়াইতে শামিল জনতাও কিছুটা খুশি অবশ্যই।

সেই একটা ভিখিরির গল্প শুনেছিলাম— একজন ভিক্ষে চাইছে দোরগোড়ায়। কিপ্টে দজ্জাল গৃহিণী চেঁচাল, "ভিক্ষে দেব না, ছাই দেব।" ভিখিরি বলল, "ছাই-ই দে মা। হাত খুলুক।"

কাশ্মীরিদের মনের কথা ভিখিরিটার মতোই, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট হাত তো খুলুক!

মন্ত্রীরা সেনাবাহিনীর হাতের পুতুল

ভারতের অবস্থা কিছু বছর ধরেই একটু অন্যরকম। সেনারাই দেশের শাসকদের চালান। শাসকদের সাধ্য নেই সোনবাহিনীকে চালায়। সেনাবাহিনীর হাজারো দুর্নীতি হজম করা ছাড়া আর কোনও গতি নেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রীরও প্রধানমন্ত্রী সোনিয়া গান্ধির।

১৯ ডিসেম্বর, ২০০৮ বড় বড় দৈনিকের বড় খবর ছিল—'ইনটেলিজেন্স ব্যুরো' ও 'রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালেটিক্যাল উইং' স্বরাষ্ট্র দপ্তরে দপ্তরে খবর দিয়েছিল, কিছু জঙ্গি পাকিস্তান থেকে সমুদ্রপথে মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। তারপর সন্ত্রাসবাদী হামলা রুখতে না পারার দায় নিয়ে সরে যেতে হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিলকে। সরে যেতে হয়েছে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীকে। কংগ্রেস পার্টির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও নেতারা জোরদার দাবি তুলেছেন, শুধু মন্ত্রীরা কেন দায় নিয়ে সরে যাবেন? সরাতে হবে সেনা, নৌসেনা, উপকূলরক্ষী বাহিনী, গোয়েন্দা ও শুল্ক বিভাগের এক নম্বর পদে বসে থাকাদেরও। নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল মেটাকে হটানোর ব্যাপারে কংগ্রেস ও তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারে থাকা জোট এবং সিপিএম সোচ্চার দাবি তুলেছে। ওরা চায়, যত দ্রুত সম্ভব অপদার্থ (পড়তে পারেন দুর্নীতিপরায়ণ) নৌসেনা-প্রধান মেটার অপসারণ।

এতদূর পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু মেটাকে সরাবেটা কে? প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের খবর, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ নিয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ আছে। তিনটি সামরিক বাহিনীর (স্থলবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী) প্রধান, বিশেষ করে নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল মেটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বেতন কমিশন নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছেন। ফলে জনপ্রিয় নৌসেনা প্রধানকে হটালে সেনাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়বে। এমনকী নৌসেনারা বিদ্রোহও করতে পারে। অতএব প্রাইম মিনিস্টার থেকে ডিফ্যাক্টো প্রাইম মিনিস্টার যতই চেঁচান—'হ্যানা করেঙ্গা, ত্যানা করেঙ্গা, হাত দিয়ে বাঘ মারেঙ্গা', কাজের বেলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুই হওয়ার নয়। 'শিরে যখন সর্পাঘাত, বাঁধন দেই কোথা?'—দুর্নীতিতে ভারতের অবস্থা এমনটাই। এবং এটাই ভারতের ঝাঁঝরা বাস্তব চিত্র।

যাদের বেপরোয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিটি কাশ্মীরি অভিযোগের আঙুল তুলেছে, সেই সেনাদের মত না নিয়ে তো AFSPA তোলা বা শিথিল করা সম্ভব নয়।

জঙ্গলমহল থেকে কাশ্মীর সর্বত্রই সরকার বিরোধী বিদ্রোহ দমন করতে দরকার হয় এই সেনাবাহিনীকেই। ওরাই রক্ষাকর্তা।

তাই ৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার—মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেনাপ্রধান জেনারেল ভি কে সিং-এর মতামত নেওয়া হবে। নতুবা মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের পর সেনাপ্রধান সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিলে মন্ত্রিসভাকে শেষ পর্যন্ত ডিগবাজি খেতেই হবে। তার চেয়ে আগে সেনাপ্রধানের মতামত নিয়ে তাতে মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি সিলমোহর দিলে সম্মান রক্ষা হয়।

১০ সেপ্টেম্বর ২০১০, শুক্রবার। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় সেনাপ্রধান ভি কে সিং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি আফস্পা তোলার বা শিথিল করার পুরোপুরি বিরোধী। এতে সেনাদের মনোবল ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সেনাপ্রধানের মতামতকে শিরোধার্য করল মন্ত্রিসভা। এছাড়া বাস্তবে তাদের আর কোনও বিকল্প ছিল না।

ঈদের দিনে সেনাগুলিতে ১৭টি প্রাণ শেষ হল

খুশির ঈদ দুঃখ ও ক্ষোভের ঈদে পরিণত হল। ওই একটি দিনে সরকারি মতে মারা গেল ১৮ জন। আবারও বলি এটা সরকারি হিসেব। নিরাপত্তারক্ষীদের

ওমর আবদুল্লা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুলিতে মৃতদের মধ্যে ৮৬ বছরের বৃদ্ধা থেকে ৯ বছরের বালকও রয়েছে। নিহতদের মধ্যে একজন পুলিশও আছেন বলে সরকার জানিয়েছে। মোট ১৮ জন।

গত তিন মাসের মধ্যে পুলিশ ও সেনার গুলিতে মোট মৃতের সংখ্যা ৯০ এবং এটাও সরকারি হিসেব।

ঈদের দিনে যখন কাশ্মীর জ্বলছে তখন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা নয়াদিল্লির মলে বাজার করতে ব্যস্ত। শেখ-ফারুক-ওমর ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের বিশ্বস্ত থাকার ট্রাডিশন বহন করে চলেছেন। ওরা মতিলাল নেহরুর পরিবারের আস্থাভাজন।

সব থেকে অশান্ত তানমার্গ। সেখানে গুলিতে মারা গেছে ৬ জন। ক্রোধের আগুন জ্বলেছে। পুড়েছে আদালত ভবন, বিভিন্ন অফিস, পর্যটন দফতর ও

একটি স্কুল, গোটা কাশ্মীর জুড়ে জনতার সঙ্গে সেনা ও নিরাপত্তা রক্ষীদের সংঘর্ষের ব্যাপকতা ও বিশাল সংখ্যায় মৃত্যুর খবরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির বৈঠক ডাকে সেদিনই। তিনঘন্টা ধরে সভা চলে। সভায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AFSPA তোলা বা শিথিল করার প্রসঙ্গে সেনাপ্রধানের মতামত জানান হয়। ফলে AFSPA (আফস্পা) নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত না নিয়ে ধীরে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কমিটি মত প্রকাশ করে ওমর আবদুল্লা সরকার প্রশাসনিক স্তরে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এই সরকারের উপর মানুষের আস্থা নেই। ১৫ তারিখ সব দল নিয়ে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার ওমরকে নির্দেশ দেয়—কাশ্মীরে ফিরে গিয়ে নিজের মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক ডাকুন। সিদ্ধান্ত নিন—ঈদের দিনের হিংসাত্মক ঘটনার পিছনে বিচ্ছিন্নতাবাদী হুরিয়ত নেতাদের ভূমিকা রয়েছে। এটা প্রচারে আনুন।

মুখ্যমন্ত্রী ওমরের নির্দেশ মত শ্রীনগর পুলিশের ডিজি কুলদীপ হুদা সাংবাদিক বৈঠক ডেকে অশান্তির জন্য দায়ী করেন হুরিয়ত নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানিকে।

ঈদের দিন হুরিয়ত কনফারেন্সের ডাকা মিছিল থেকেই হিংসা ছড়িয়েছে বলে ডিজি-র তোলা অভিযোগের উত্তরে হুরিয়ত নেতা গিলানি জানান, কার্ফু অগ্রাহ্য করে মিছিল যাচ্ছিল রাষ্ট্রপুঞ্জের দপ্তরে ডেপুটেশন দিতে। এই সময় আমেরিকায় কোরান পোড়ানোর গুজব ছড়ানো হয়।

১৩ তারিখ সোমবার। গিলানির দাবি, আমাদের আজাদির আন্দোলনের ক্ষতি করতেই ঈদের দিন দাঙ্গা ও আগুন লাগানোর ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। তানমার্গের ঘটনা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার করে দিয়েছে, হিংসা আর অগ্নিসংযোগের পিছনে কারা জড়িত।

১৩ তারিখ কাশ্মীর পুলিশ ওমরের ন্যাশনাল কনফারেন্সের এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ—হত্যার চেষ্টা, অগ্নিসংযোগ, গুজব ছড়ানো এবং দাঙ্গা বাধানো। এ-খবর ১৪ তারিখের বহু ভারতীয় পত্রিকাই প্রকাশ করে।

এই গুজব ছড়ানোর পিছনে দাঙ্গা বাধিয়ে 'আফস্পা'কে ধরে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে বলে মনে করাটাই স্বাভাবিক।

সর্বদলীয় বৈঠক সব দিক থেকে ব্যর্থ

ঠিক সময়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে সর্বদল বৈঠক বসল। চলল টানা ছ ঘন্টা। খানা-পিনা, আলোচনা, আড্ডা সবই হল। কিন্তু কাশ্মীরের আগুন নেভানোর কোনও পথ খোঁজা হল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাপ্রধান ভি কে সিং 'আফস্পা' তোলা বা শিথিল করার বিরোধিতা করেছেন শুনেই নেতাদের মধ্যে বিপরীত মত প্রকাশের ইচ্ছেটাই তলানিতে নেমে গেল। তারপর প্রধানমন্ত্রী যখন জানালেন, এয়ার চিফ মার্শাল পি ভি নায়েক স্পষ্টই 'আফস্পা' তোলা বা শিথিল করার বিরোধিতা করেছেন। এই শুনে রাজনীতিকদের মেরুদণ্ড আরও শিথিল হয়ে গেল।

এদিকে 'আফস্পা' না তোলা হলে ন্যাশনাল কনফারেন্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইস্তফা দেবেন জানিয়ে দিয়েছেন। গুজব 'আফস্পা' ১৫ তারিখ তোলা না হলে ওমর পদত্যাগ করবেন। চিদম্বরম ফোনে ওমরকে জানিয়েছেন, হট্ করে এমনটা করে বসবেন না। সভায় আসুন। দেখুন—সেনাপ্রধান ও চিফ এয়ার মার্শালের বক্তব্য শোনার পর কে কতটা সোচ্চার হয় 'আফস্পা' তুলতে!

ওমর আবদুল্লা সর্বদলের বৈঠকে আসেননি। এসেছিলেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের সুপ্রিমো ওমরের বাবা ফারুখ আবদুল্লা।

রাজধানীতে জোর গুজব, ওমর পদত্যাগ করলে সেই গদিতে বসানো হবে ফারুখকে।

এদিনের বৈঠকে হাজির ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম, অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গান্ধি, বিজেপির তরফে লালকৃষ্ণ আডবানি, বিজেপি সভাপতি নীতিন গড়কড়ি, বিজেপির লোকসভার সদস্য সুষমা স্বরাজ এবং রাজসভার সদস্য অরুণ জেটলি। সিপিএম-এর তরফে হাজির ছিলেন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট, সিপিআই-এর ডি রাজা ও সাংসদ গুরুদাস দাশগুপ্ত। হাজির ছিলেন জনতা দল ইউনাইটেডের শরদ যাদব, জনতা দল সেকুলার-এর এইচ ডি দেবেগৌড়া, সমাজবাদী পার্টির মুলায়ম সিং যাদব, রাষ্ট্রীয় জনতা দলের লালুপ্রসাদ যাদব, লোকজনশক্তির রামবিলাস পাসওয়ান এবং পিডিপি-র মেহবুবা মুফতি। AFSPA তোলার পক্ষে সর্বদল আলোচনায় মত দেয় পিডিপি, সিপিএম, সিপিআই এবং লোকজনশক্তি। বাকি সবাই বিরুদ্ধে।

কিছু অস্বস্তি বাড়িয়েছেন ঘরের লোকেরা

ইতিমধ্যে আরও অস্বস্তি বেড়েছে কংগ্রেস সরকারের। ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং কংগ্রেসের জোট শরিক ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সুপ্রিমো গোলাম হাসান মির প্রেসের কাছে জানিয়েছেন, "রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক ভাবেই করতে হবে। কাশ্মীরিরা চাইছেন আজাদি, AFSPA

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যাহার এবং সেনা প্রত্যাহার। এইসব রাজনৈতিক দাবির সমাধানের চেষ্টা না করে কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই সমস্যাকে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা বলে প্রচার করে তবে আর যাইহোক, এতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবে না।

কাশ্মীরের প্রবীণ বিধায়ক হাজি মহম্মদ আশরফ সাহেব প্রেসের সামনে মুখ খুলেছেন। বলেছেন, "আর কত দিন 'বুলেট-ব্যাটন' দিয়ে দাবিয়ে রাখা যাবে আজাদি আন্দোলনে শামিল মানুষদের? একটা সমাধান সূত্র বের করাটা দরকার।" হাজি সাহেব ন্যাশনাল কনফারেন্সের বিধায়ক। মুশকিলটা এখানেই।

কাশ্মীর মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন তথা ন্যাশনাল কনফারেন্সের বড় মাপের নেত্রী শমিমা ফিরদৌসি প্রশ্ন তুলেছেন, "ভারতের আর কোনও প্রান্তে কি নির্বিচারে গুলি করে মেরে ফেলা হয় শিশু ও নারীদের? এমন ভয়ংকর গণহত্যা কি সেখানকার মানুষ মুখ বুজে মেনে নেয়?

এরপর ভারত সরকারের তোলা অভিযোগ, কাশ্মীরে ইন্ধন জোগাচ্ছে পাকিস্তান—ধোপে টেকে না।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ওয়েবসাইট

১৫ সেপ্টেম্বর ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১০-এ হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইটে www.humanistassociation.org-তে প্রায় একই লেখা প্রকাশিত হয়। লেখাটা এই :—

AMARBOI.COM

হ্যাঁ, আমরা কাশ্মীরের কথাই বলছি—

২০০৬-এর ডিসেম্বরে মণিপুর রাজ্যের অধিবাসীদের 'ন্যায্য' দাবিতে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ঘোষণা করেছিলেন যে এই অ্যাক্ট (AFSPA)কে অ্যামেন্ড করে একটু 'মানবিক' করে দেবেন। এটা করেছিলেন জীবন রেড্ডি কমিশনের রিপোর্টের পর—যে রিপোর্টে এই আইনটি তুলে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এই আইন ভারত শাসিত জম্মু-কাশ্মীরে ১৯৯০ থেকে বলবত আছে।

২৩ মার্চ ২০০৯, ইউ এন কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস্ নভনেদেম পিল্লাই ভারত সরকারকে বলেন AFSPAকে তাড়ান। তিনি একে বলেন, "dated and colonial-era law that breach contemporary international human rights standards."

আমাদের আবেদন—

"সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন, ১৯৫৮" (AFSPA) ভারতের নিষ্ঠুরতম আইনের একটি যেটা ভারতীয় লোকসভার ৪৫ বছরের ইতিহাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাস হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী সমস্ত নিরাপত্তা বাহিনীকে লাগামহীন ও দায়ভারহীন সমস্তরকম ক্ষমতা দেওয়া আছে। একবার কোন অঞ্চলকে উপদ্রুত ঘোষণা করা হলে এমনকি বাহিনীর ক্ষুদ্রতম non-commissioned অফিসাররাও শুধুমাত্র সন্দেহের বশে কাউকে হত্যা করতে পারে যদি 'জনজীবনে শৃঙ্খলা রাখতে' তার প্রয়োজন বোধ করে।

এই 'আফস্পা' (AFSPA) সশস্ত্র বাহিনীকে ঢালাও ক্ষমতা দিয়েছে গুলি করে হত্যা করার, গ্রেপ্তার করার এবং তল্লাশি চালানোর—সবই 'জনজীবনের সাহায্যার্থে'। এই আইন প্রথম চালু করা হয় উত্তর পূর্বে ভারতের অসম ও মণিপুরে। তারপর ১৯৭২-এ এটি অ্যামেন্ড করে সাতটি রাজ্যেই চালু হয়—অসম, মণিপুর, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অরুণাচল, মিজোরাম ও নাগাল্যান্ড—যাদের প্রচলিত নাম 'সাত বোন' বা 'Seven Sisters'। এই AFSPA লাগু করার ফলে অসংখ্য অত্যাচার, ধর্ষণ, বেআইনি আটক ও লুটের ঘটনা ঘটাচ্ছে এই 'নিরাপত্তা' রক্ষীরা। ভারত সরকারকে এই আইনের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে হবে..."

—সাউথ এশিয়ান হিউম্যান রাইট্স ডকুমেন্টেশন সেন্টার

সমস্ত অসামরিক ভারতীয় নাগরিককে আমাদের প্রশ্ন

১. একটি স্বাধীন দেশে AFSPA-র মতো আইন কেন প্রয়োজন?

২. কোন্ সভ্য দেশ 'নিজের অংশ' বলে চিহ্নিত অঞ্চলে ২০ বছর ধরে সামরিক শাসন চালায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. অবস্থা এখন এমন যে প্রতিদিন এখানে দশ-বিশ জন করে তরুণ গুলিতে মারা যাচ্ছে—কোনও সংবাদমাধ্যম নেই যে রিপোর্ট করবে—নেই কোনও যানবাহন, কোনও বাণিজ্য। সরকার এটা থামাতে কী প্রচেষ্টা করেছে?

৪. যে সব তরুণ-যুবা প্রতিদিন খুন-ধর্ষণ দেখছে তারা যদি বিদ্রোহ করে, বলে 'ইন্ডিয়ান আর্মি, গো ব্যাক'—আমরা কি তাদের দোষ দিতে পারি?

৫. কার্ফিউ তুলে নেওয়ার বা 'আফস্পা' লাঘব করার সমস্ত রকম আশ্বাস ক্রমশই পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে—কেন?

৬. ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাজ আসলে কী? মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়া, নাকি যথেচ্ছ খুন, ধর্ষণ, লুঠ চালিয়ে যাওয়া?

৭. সেনাপ্রধান বলেছেন (খবর ১৫.৯.১০) 'এই আইন না থাকলে আমাদের কাজ করা খুব কঠিন হবে'। সেনাপ্রধান কি সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক—কোথায় সেনাবাহিনীর প্রয়োজন আছে বা নেই? ওঁর অনুমতির কেন প্রয়োজন?

৮. আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার কি একবার পারেন না একটু সদয় হয়ে শক্ত হাতে ও দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে কাশ্মীর থেকে বাহিনী প্রত্যাহার করে নিতে?

AMARBOI.COM

আমরা চাই কাশ্মীর সমস্যার শীঘ্র সমাধান। আমরা ভারত সরকারের এই অক্ষমতার তীব্র নিন্দা করি।
২০ বছরটা অনেক বেশি সময়।
শেম্! শেম্!

যদি দমনপীড়নই একমাত্র উপায় হয় তাহলে কাশ্মীর দখলে রাখার যুক্তি কী? দেশ তো আর কিছুটা ভূখন্ড আর তার সীমানা নয়। দেশ তো মানুষে তৈরি। যাঁরা আমাদের এই আবেদন পড়ছেন, আমাদের আবেদনে যোগ দিন, অনুরোধ।

আসুন সবাই চাই কাশ্মীরের মানুষদের একবারে স্বাধীনতা দিতে, যাতে তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই স্থির করে নিতে পারে।

চিন্তা করুন সেইসব শিশুদের কথা, যারা গত কুড়ি বছরে কাশ্মীরে জন্মেছে। তারা কি তাদের হারানো শৈশব, যৌবন ফিরে পাবে? অবশ্য যদি বেঁচে থাকে।

নিজেকে প্রশ্ন করুন মাননীয় মনমোহন সিং, এর জন্য কে দায়ী?

—সুমিত্রা পদ্মনাভন, সাধারণ সম্পাদক, হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন
(সারা পৃথিবীর সমস্ত সদস্যেদের তরফ থেকে)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AFSPA 1958 : Read the "Bare Act"
Armed Forces (Special Powers) Act, 1958

An Act to enable certain special powers to be conferred upon members of the armed forces in disturbed areas in the State of Assam and the Union Territory of Manipur.

Be it enacted by Parliament in the Ninth Year of the Republic of India as follows :

1. (i) This Act may be called [The Armed Forces (Assam and Manipur) Special Powers Act, 1958].
2. In this Act, unless the context otherwise requires :
(a) "armed forces" means the military forces and the air forces of the Union so operating;
(b) "disturbed area" means an area which is for the time being declared by notification under section 3, to be a disturbed area;
(c) all other words and expressions used herein, but not defined and defined in the Air Force Act, 1950 (45 of 1950) or the Army Act, 1950 (46 of 1950) shall have meanings respectively assigned to them in those Acts.
3. If the Governor of Assam or the Chief Commissioner of Manipur is of the opinion that the whole or any part of the State of Assam or the Union Territory of Manipur, as the case may be, is in such a disturbed or dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil powers is necessary, he may, by notification in the Official Gazette, declare the whole or any part of the State or Union territory to be a disturbed area.
4. Any commissioned officer, warrant officer, non commissioned officer or any other person of equivalent rank in the Armed Forces may, in a disturbed area.
(a) if he is of opinion that it is necessary so to do for the maintenance of public order, after giving such due warning as he may consider necessary, fire upon or otherwise use force, even to the causing of death, against any person who is acting in contravention of any law or order for the time being in force in the disturbed area prohibiting the assembly of five or more persons or the

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

carrying of weapons or of things capable of being used as weapons or of firearms, ammunition or explosive substances;

(b) if he is of opinion that it is necessary so to do, destroy any arms dump, prepared or fortified position or shelter from which armed attacks are made or are likely to be made or are attempted to be made, or any structure used as training camp for armed volunteers or utilised as a hide-out by armed gangs or absconders wanted for any offence;

(c) arrest, without warrant, any person who has committed a cognisable offence or against whom a reasonable suspicion exists that he has committed or is about to commit a cognisable offence and may use such force as may be necessary to effect the arrest;

(d) enter and search without warrant any premises to make any such arrest as aforesaid or to recover any person believed to be wrongfully restrained or any arms, ammunition or explosive substances believed to be unlawfully kept in such premises and may for that purpose use such force as may be necessary.

5. Any person arrested and taken into custody under this Act shall be made over to the officer-in-charge of the nearest police station with the least possible delay, together with a report of the circumstances occasioning the arrest.

6. No prosecution, suit or other legal proceeding shall be instituted, except with the previous sanction of the Central Government against any person in respect of anything done or purported to be done in exercise of the powers conferred by this Act. ...etc.

ALL THOSE WHO READ THIS MAIL–PLEASE JOIN US IN OUR DEMAND AND FORWARD IT TO EVERYBODY YOU KNOW.

১৭ সেপ্টেম্বর এই বিস্ফোরক সত্যি কথাগুলো e-mail-এর মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হল গোটা পৃথিবীতে। পৃথিবীর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে, বিভিন্ন মানবাধিকার রক্ষায় অগ্রণী সংগঠনকে, বিভিন্ন যুক্তিবাদী সংগঠনকে পাঠানো হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন সংগঠন ও সংবাদমাধ্যম যোগাযোগ করেছে। ১৫ এবং ১৬ তারিখের মধ্যেই হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইটে উপচে পড়েছে বহু তীক্ষ্ণ মন্তব্য। উল্লেখযোগ্য বিষয় সব মন্তব্যই ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরোধিতা করে।

১৭ সেপ্টেম্বর গোটা বিশ্বে খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনায় অন্য মাত্রা যুক্ত হওয়ার পূর্বাভাস মিলল। পৃথিবীর বিখ্যাত বহু মানবাধিকার রক্ষায় অগ্রণী সংস্থা জানাল, কাশ্মীরে AFSPA প্রয়োগ করে ভারত সরকার আন্তর্জাতিক স্তরে গৃহীত সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে চলেছে। কাশ্মীর নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে গৃহীত সিদ্ধান্ত পালনে ভারত প্রতিশ্রুতি দিয়েও বারবার তা ভঙ্গ করে চলেছে। ভারত সরকার কি সামরিক শাসকদের কথায় চলে?

এমন সব উঠে আসা প্রশ্নের তোপের মুখে সেনাপ্রধান জেনারেল ভি কে সিং সাংবাদিকদের কাছে মুখ খুললেন। ১৮ সেপ্টেম্বর চেন্নাইয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, AFSPA তোলা বা শিথিল করার অধিকারী কেন্দ্রীয় সরকার।

আমাদের মতামত জানতে চেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। আমরা তা জানিয়েছি। আশা করি বিচার-বিবেচনা করে সঠিক সিদ্ধান্তই নেবে কেন্দ্রীয় সরকার।

হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের তোলা ঝড়ের পরে প্রত্যাশিত রাস্তায় গিয়ে সেনাবাহিনী কেন্দ্রীয় সরকারের কোর্টেই বল ঠেলেছে।

AMARBOI.COM

সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের আসার আগেই নেতা বললেন

আজ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১০। কাল কাশ্মীরে আসছেন সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের ৩৯ জন সদস্য। তাঁরা এসে কাশ্মীরের জনগণের সঙ্গে কথা বলে, বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের ইচ্ছের হদিশ খুঁজে স্থায়ী সমাধানের পথ বাতলাবেন—সরকারের তরফ থেকে এমনটাই বলা হয়েছে। এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম। পি চিদম্বরম আজ প্রেসকে বলেছেন, "বহু বছর ধরে জম্মু-কাশ্মীরের মানুষকে নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রক্ষা করা হয়নি। আমাদের এখন সেগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে।" তবে প্রতিশ্রুতির মধ্যে গণভোট থাকলেও তা নিয়ে যে চিন্তাভাবনা করা হবে না—তা জানিয়ে দিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে সর্বদলীয় প্রতিনিধিরা কোন্ ইচ্ছের হদিশ করবেন? গণভোট চাইলে তো দেবেন না—জানলাম। ১৯৫২-র ২৬ জুলাইয়ের আগে কাশ্মীরে যেমন স্বায়ত্তশাসন ছিল, তেমনটা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করলে? AFSPA তুলে নেবার দাবি করলে?

এমন প্রশ্নের উত্তরে চিদম্বরমের কথা, আগে কাশ্মীরে গিয়ে কাশ্মীরিদের মন বুঝি।

কেন্দ্রীয় সরকার যেন তাদের ইচ্ছে মত 'মন বুঝতে' পারে তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ওমরকে দাওয়াই বাতলেছেন রাজ্যপাল এন এন ভোরা। কয়েক বাস বিশ্বস্ত মানুষ পাঠান প্রতিনিধিদের কাছে। তারা কী বলবে? এই বেশ ভাল আছি। যারা আন্দোলন করছে, তাদের সব ইসলামাবাদ পাঠিয়েছে। AFSPA উঠলে আমরা আর বাঁচবো না। ধনে-প্রাণে মারা যাব।

আট দিন পর আজ রবিবার কাশ্মীরে খবর কাগজ প্রকাশিত হল। আগামীকাল ২০ তারিখ আবার পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ থাকবে। স্থানীয় সাংবাদিকদের কার্ফু পাশ আছে, কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয় না। কাগজ বিক্রি হয় না লাগাতার কার্ফুর জন্য। স্কুল-কলেজ-অফিস-হাসপাতাল সব বন্ধ। দোকান বন্ধ, খাবার নেই। অদ্ভুত এক নেই রাজত্বে ভাল আছেন শুধু পুলিশ-সিআরপিএফ-বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের জওয়ানরা। খাও-পিও এবং কিশোর-বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের চাঁদমারি বানাও। নরম মাটি আঁচড়াবার সুখই আলাদা!

শান্তি সফরে সর্বদল জট ছাড়াতে পারল না

আজ ২০ সেপ্টেম্বর, সোমবার। সর্বদলের ৩৯ জন প্রতিনিধি কাশ্মীরে এসেছেন আমজনতার মন বুঝতে। আজ গোটা উপত্যকা জুড়ে কার্ফু। আমজনতার বাড়ির বাইরে পা রাখার সুযোগ নেই। সুতরাং শান্তি সফরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করা সুযোগ নেই। প্রতিনিধিদেরও নেই জনতার মন বোঝার সুযোগ। তাই কাশ্মীরের শান্তি-সফর একটা বদ-রসিকতা বলেই মনে করছেন কাশ্মীরিরা।

ইতিমধ্যে আজাদি লড়াইয়ের নেতা হুরিয়ত কনফারেন্সের গিলানি গৃহবন্দি।

গৃহবন্দি হুরিয়ত নেতা মিরওয়াইজ ওমর ফারুক। হুরিয়ত কনফারেন্সের নেতাদের অনুপস্থিতিতে শান্তি-সফরের কবর অবশ্যম্ভাবী। আগত প্রতিনিধিরা ঠিক করলেন কয়েকজনের দলে ভাগ হয়ে আজাদকামী নেতাদের বাড়ি গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন।

ইয়েচুরির নেতৃত্বে একটা দল গেল হুরিয়ত নেতা গিলানির সঙ্গে দেখা

গিলানির সঙ্গে দেখা করতে ইয়েচুরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে। গিলানি বললেন, তাঁর পাঁচ দফা দাবি আছে। এই পাঁচ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা শুরু হতে পারে। কিন্তু এই আলোচনা শুরুর আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে প্রতিশ্রুতিমতো নিরীহ কাশ্মীরিদের হত্যা ও গ্রেফতার বন্ধ করতে হবে। এই উপত্যকা থেকে ভারতের দখলদার ফৌজকে সরে যেতে হবে।

কাশ্মীর যে ভারতের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়, একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা— সে কথা ভারত সরকারকে স্বীকার করতে হবে। কাশ্মীরের আজাদি ছাড়া আর কোনও সমাধান গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রতিনিধিদলের একটা অংশ যান হুরিয়ত নেতা মিরওয়াইজ উমর ফারুকের বাসভবনে। নেতৃত্ব দেন গুরুদাস দাশগুপ্ত। ফারুক স্পষ্টতই জানিয়ে দেন, আমাদের দাবি কাশ্মীরের আজাদি। আজাদ কাশ্মীর ও ভারতের দখলে রাখা কাশ্মীর 'বিতর্কিত এলাকা' এটা ভারত সরকারকে স্বীকার করতে হবে। তারপর দুই কাশ্মীরের জনতার প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভারত ও পাকিস্তান সরকার আলোচনায় বসুক। ঠিক করুক গণভোট হবে অথবা অন্য কোনও বিকল্প উপায় নিয়ে। এছাড়া কোনও স্থায়ী সমাধান অসম্ভব।

AMARBOI.COM

মেহেবুবা আজ দেখা করতে যাননি। তবে তাঁর দল পিডিপি-র প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিনিধিদের কথা বলার জন্য ১৫ মিনিট সময় বরাদ্দ করা হয়েছিল, তাই মেহেবুবা যাননি। পিডিপি-র নেতৃত্ব দেন নিজামুদ্দিন ভাট। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কাশ্মীরিদের মন বুঝতে প্রতিনিধিরা কেন হোটেল সেন্টুরের ঠান্ডা ঘরে বসে? কেন তাঁরা হাসপাতালে গিয়ে গুলিতে আহতদের সঙ্গে কথা বলছেন না? কেন তাঁরা গ্রেপ্তার হওয়া তরুণদের সঙ্গে কথা বলে মন বুঝতে চেষ্টা করছেন না? কেন নিহতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলছেন না?

ন্যাশনাল কনফারেন্সের তরফ থেকে ওমর আবদুল্লা আবারও স্পষ্ট ভাষায় স্বশাসনের দাবি করেছেন। ১৯৯৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই স্বশাসনের দাবি তুলেই ক্ষমতায় এসেছিল ন্যাশনাল কনফারেন্স। ২০০০ সালে বিধানসভায় স্বশাসনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু তখন কেন্দ্রের এনডিএ সরকার কোনও কারণ না দেখিয়ে প্রস্তাবটি খারিজ করে দেয়।

জে কে এল এফ নেতা ইয়াসিন মালিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা না করলেও স্মারকলিপি পাঠিয়ে শান্তি প্রক্রিয়া শুরুর জন্য চার দফা দাবির কথা ফের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোলেন। তাতে বলা হয়েছে ভারত-পাক ও দুই কাশ্মীরের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা 'কাশ্মীর কমিটি' গঠন করুক, সেই কমিটি পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে যুক্তিগ্রাহ্য পথে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করবে। তার আগে ভারতীয় ফৌজ প্রত্যাহার ও স্বশাসন (অটোনমি) দিতে হবে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে।

কাশ্মীরের বণিকসভা 'ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রিজ'-এর সভাপতি শাকিল কলন্দর রীতিমতো উত্তেজিত ভাবে পি চিদাম্বরমকে বললেন, "রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ করুন। নিরীহ যুবকদের হত্যা বন্ধ করুন। একশো দিন ধরে কার্ফু চলছে। হোটেল-রেস্তোরাঁ-পরিবহন ব্যবসা-দোকান-শপিংমল সব বন্ধ। আমরা ক্ষতিপূরণ চাই না। শুধু চাই আপনাদের অত্যাচার আপনারা বন্ধ করুন।"

সর্বদল প্রতিনিধিরা জনতার প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে কী মন বুঝলেন? যা দেখলেন, যা বুঝলেন, তাকে কতটা সার্থক রূপ দেবেন? নাকি লক্ষ্য আগেই স্থির করে কাশ্মীরে এসেছিলেন ভন্ডামি করতে?

শান্তি সফরের দ্বিতীয়দিন ক্রুদ্ধ জনতা জানাল আজাদির দাবি

শ্রীমহারাজা হরি সিং হাসপাতালে সেনাগুলিতে আহতদের সঙ্গে কথা বলতে ২১ সেপ্টেম্বর শান্তি সফরের প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন। সেখানে কী হল? ২২ সেপ্টেম্বরের **আনন্দবাজার পত্রিকা** থেকে তুলে দিচ্ছি—

AMARBOI.COM

প্রেমাংশু চৌধুরী, শ্রীনগর

২১ সেপ্টেম্বর : শ্রীমহারাজা হরি সিংহ হাসপাতালের পুরুষ বিভাগ। একটি বিছানায় শুয়ে জুনেইদ ইসলাম। সোপোরের বাসিন্দা, ক্লাস সিক্সের ছাত্র। বয়স ১১। ডান হাতে গুলি লেগেছিল। ব্যান্ডেজের পরে হাতের বাকি অংশে লাল ইংরেজি অক্ষরে লেখা, 'আমার কী চাই? আজাদি'।

উল্টোদিকের বিছানায় সোপোরের ইকলাখ আহমেদ খান। শ্রীনগরের অমর সিংহ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। গুলি লেগেছে পেটে। পাশেই রমিন আহমেদ। বুকে গুলি। কমবেশি একই অবস্থা ইরশাদ বা জাহুর আহমেদদেরও। কারও হাতেই কিন্তু পাথর ছিল না। জুনেইদ কোচিং ক্লাস থেকে বাড়ি ফিরছিল। ইকলাখ গিয়েছিলেন নমাজ পড়তে।

তা হলে তাঁদের গুলি লাগল কেন?

হাসপাতালে ঢুকে এই নিয়ে জমে থাকা ক্ষোভ টের পেলেন দিল্লির প্রতিনিধিরা। আম-কাশ্মীরের মন বুঝতে সেই দলে ছিলেন সুষমা স্বরাজ,

সীতারাম ইয়েচুরি, গুরুদাস দাশগুপ্তরা। তাঁদের ঘিরে জুনেইদ-ইকলাখদের আত্মীয়রা পুরো ক্ষোভটাই উগরে দিলেন। স্লোগান উঠল কাশ্মীরের 'আজাদি'-র পক্ষে। তখন হাসপাতালের বাইরে আটকে রাখা হল সাংবাদিকদের। এর পরে দিল্লির প্রতিনিধিদের আর অন্য হাসপাতালে নিয়ে গেল না ওমর আবদুল্লা সরকার।

২২ সেপ্টেম্বরের '**একদিন**' দৈনিক পত্রিকা বলছে—

পার্থসারথি সেনগুপ্ত, শ্রীনগর

'এমপি সাহেব আপনাদের ভারত সরকারকে জানিয়ে দেবেন আমরা সন্ত্রাসবাদী নই, জঙ্গি নই। কিন্তু কাশ্মীরের 'আজাদির' জন্য আমরা লড়ব। আপনাদের দৌত্য, পুলিশের বুলেট আমাদর রুখতে পারবে না।' সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরির মুখের উপর এই হুমকি সটান ছুড়ে দিলেন ইকবাল।

ইকবালের ভাই আলম পুলিশের গুলিতে গুরুতর জখম। সীতারাম তখন আলমের বেডের সামনে দাঁড়িয়ে। রোগীর আত্মীয়স্বজনের ধাক্কাধাক্কি, চিৎকার চেঁচামেচিতে তখন রীতিমতো দিশেহারা অবস্থা দুঁদে মার্ক্সবাদী নেতার। তাঁর আর কী দোষ? সংসদীয় প্রতিনিধি দলের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে এসেছেন শ্রীনগরের মহারাজা হরি সিং হাসপাতালে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহতদের অধিকাংশই এখানে ভর্তি। কিন্তু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কাশ্মীরি জনতার রোষ কতটা চড়া, মঙ্গলবার সকালে তা হাড়ে হাড়ে মালুম হল ইয়েচুরির। একই অভিজ্ঞতা রামবিলাস পাসোয়ান ও গুরুদাস দাশগুপ্তের মতো পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদদের।

সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যদের এদিন আর বুঝতে বাকি থাকেনি, কাশ্মীর গণ-আন্দোলনের টার্গেট একটাই। তা হল, আজাদ কাশ্মীর। এই ইস্যুতে মানুষের আবেগ তুঙ্গে। একই অভিজ্ঞতা শ্রীনগরের প্রাচীন দরগায়। শুধু বন্ধ ঘরে বৈঠক না করে, কাশ্মীরি জনতার সঙ্গে সেতুবন্ধনে বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ এসেছিলেন, এই ধর্মস্থানে। সীতারাম, রামবিলাস, গুরুদাসবাবুরাও সঙ্গে ছিলেন তাঁর। কিন্তু, দরগা থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার মুখেই ঘেরাও হলেন সুষমা। আমজনতা তাঁকে ঘিরে ধরে জানতে চাইল, আর কত দিন চলবে ফৌজিদের নিপীড়ন? টানা কার্ফুর দাপটে আর কত দিন দুধ মিলবে না বাচ্চাদের? আর কত দিন ওষুধের অভাবে কষ্ট পাবেন রোগীরা? ঘটনা হল, এই প্রশ্নগুলির একটিরও সদুত্তর কিন্তু জানা ছিল না ভারত সরকারের ক্ষমতাশালী প্রতিনিধিদের। আমতা আমতা করে তাঁদের জবাব, 'আমরা দিল্লিতে গিয়ে সব জানাব।'

WWW.AMARBOI.COM

হাসপাতালে পর পর বেডে শুয়ে থাকা আহতদের আত্মীয়রা অবশ্য এই শুকনো সান্ত্বনার প্রলেপে আদৌ খুশি নন। সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যদের হাতের কাছে পেয়ে তাঁরা গর্জে উঠলেন সমস্বরে। শয়ে শয়ে বললে কম হয়, প্রতিনিধিদলের অঙ্গরক্ষক হিসাবে হাসপাতাল চত্বরে মোতায়েন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে হাজারে হাজারে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান। নিরাপত্তার এই চাবুক-বেষ্টনীকেও ডরালেন না সাধারণ মানুষ।

নিরাপত্তারক্ষীদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঘিরে ধরলেন, রামবিলাস-সীতারাম-গুরুদাস-সুষমাদের। হাসপাতালের ওয়ার্ডের মধ্যে যমে-মানুষে লড়াই নয়, লড়াই তখন রোগীদের আত্মীয়দের সঙ্গে পুলিশের। 'আজাদি'র হুঙ্কারে তখন কাঁপছে হাসপাতালের প্রতিটা ওয়ার্ড। কাঁপছে পুরো চত্বরটাই। কারণ, রটে গিয়েছে সাংসদরা এসেছেন।

এক কাশ্মীরি যুবক চিৎকার করছিলেন সীতারামের উদ্দেশে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আপনি কি মনে করেন, আমি সন্ত্রাসবাদী? আমার ছোট ভাইটাকে পুলিশ গুলি করল কেন, সেই উত্তর কি আপনি দেবেন? আপনারা জেনে যান, আমরা থামব না। স্বাধীনতার জন্য লড়বই। শান্ত প্রকৃতির সীতারাম আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন মানুষকে শান্ত করার। বললেন, 'পরিস্থিতি বুঝেই তো আমরা এসেছি। আপনাদের উপর যা হয়েছে, তা তো চাক্ষুষ দেখলাম। দিল্লিতে ফিরে আপ্রাণ চেষ্টা করব, যাতে এই পাগলামি, এই উন্মত্ততা বন্ধ হয়।'

রামবিলাস ততক্ষণে সীতারামকে বলছেন, 'চলুন, এগিয়ে গিয়ে আগের বেডগুলো দেখি।' কিন্তু এগোবেন কী ভাবে? পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না-চলে যায়, তার জন্য নিরাপত্তারক্ষীরা ক্রমাগত চেষ্টা চালাচ্ছেন প্রতিনিধিদলকে হাসপাতাল থেকে বের করে নিয়ে যেতে।

WWW.AMARBOI.COM

একদা স্বাধীন জাতি আবার কি স্বাধীন হবে?

কাশ্মীরে দুটি পক্ষ লড়াইতে নেমেছে। একদিকে ১১০ কোটি জনসংখ্যার ভারত, অপরদিকে দেড় কোটি জনসংখ্যার কাশ্মীর। একদিকে পরাধীন রাখার জন্য ছল-বল-কৌশল; আর একদিকে আজাদির স্বপ্ন দেখা মানুষ।

লড়াইয়ে হার ও জিত দুই-ই আছে। ১৯৪৭ থেকে যে দেশটাকে ভারত দখলে রেখেছে সে দেশকে আরও কত দিন দখলে রাখতে পারবে? সন্দেহের কালো মেঘ জমেছে।

ভারতের সাধারণ মানুষ থেকে সুশীল সমাজের কাছে আজ একটা জরুরি প্রশ্ন হাজির হয়েছে। আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে থাকব? নাকি স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

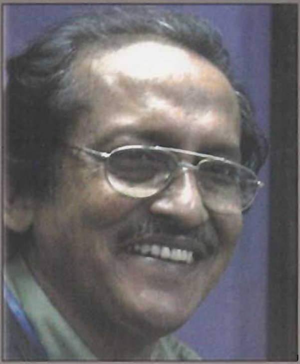

প্রবীর ঘোষ যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ, 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'-র প্রধান সম্পাদক এটা পুরোনো কথা। যে কথাটা আজ পাঠকের কাছে ক্রমশ প্রকাশমান, তা হল প্রবীরের যুক্তিবাদের হাত ধরে অলৌকিকের ব্যাখ্যা থেকে সমাজনীতি, রাজনীতি, মনস্তত্ত্ব হয়ে শেষ পর্যন্ত এক সাম্যের সমাজের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁরই চিন্তন থেকে জন্ম নিয়েছে 'নব্য সমাজতন্ত্র' (Neo-Socialism) নেপাল, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়ায়। ভারতের ৬০০ জেলার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি জেলায় গড়ে উঠেছে স্বয়ম্ভর গ্রাম।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান যখন সকলের কাছে অবাস্তব চিন্তা, সেই সময় প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে লিখেছেন কাশ্মীরের সঠিক ইতিহাস, 'কাশ্মীর সমস্যা এক ঐতিহাসিক দলিল'। বলেছিলেন কাশ্মীরিদের ন্যায্য দাবির কথা। আজ সেই দাবিই সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে।

লন্ডনের 'চ্যানেল ফোর', 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' এবং 'জার্মান টিভি' প্রবীর ঘোষকে নিয়ে তথ্যচিত্র করেছে। বিশ্বকোষ 'wikipedia' -তে প্রবীর ঘোষ আছেন অনেক ব্যাপ্তি নিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাশ্মীর ছিল একটা স্বাধীন দেশ। আজ কাশ্মীরকে দু'টুকরো করে দখলে রেখেছে ভারত ও পাকিস্তান। ভারতীয় হিসাবে আমরা ভাবি, কাশ্মীরের একটা অংশ পাকিস্তান বে-আইনিভাবে দখলে রেখেছে। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাকিস্তান ভাবে, ভারত গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিয়েছে কাশ্মীরের একটা অংশ, যা ওদের-ই। কাশ্মীরের ভূমিপুত্র-কন্যারা আমাদের বলে ইন্ডিয়ান; ওদের—পাকিস্তানি। নিজেদের পরিচয় দেয় কাশ্মীরি বলে। কাশ্মীরিরা ভারত ও পাকিস্তানকে দখলদার ছাড়া কিচ্ছু মনে করেনি।

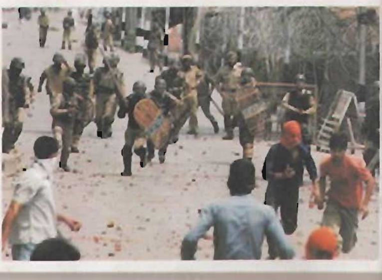

9 788129 511

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~